পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

নাসীম আরাফাত

গল্প নয় তবে!

www.banglabookcenter.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গল্প নয়, তবে!

নাসীম আরাফাত
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ
ঢাকা-১২১৭

মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬২৯ ৬৭৩৭১৮

www.banglabookcenter.blogspot.com

Scanned by CamScanner

গল্প নয়, তবে!

নাসীম আরাফাত

প্রকাশক
আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা - ১২১৯

পরিবেশক
মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার
মোবাইল : ০১৬২৯ ৬৭৩৭১৮

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট : ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইবরাহীম কোব্বাদী
মোবাইল- ০১৮১৫ ২৬০ ৪৬৯

মূল্য : ১৩০ টাকা মাত্র

Golpo Noy Tobe by Nasim Arafat. Published by Director-
Al Huda Islamic Foundation.
403/A Khilgaon, Dhaka-1219
Price : Tk. 130/= (One Hundred Thirty Taka only)

Scanned by CamScanner

হে আল্লাহ,

হে রাহমান, হে রাহীম,

আমাকে তাওফীক দাও, আমি যেন নামাযের পর সর্বদা এ দু'আ করতে পারি।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

নাসীম আরাফাত

০২/০২/০৭

www.banglabookcenter.blogsopot.com

Scanned by CamScanner

আলোর বিচ্ছুরণ

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর সাহাবায়ে কেরামের যুগ, তারপর তাবেয়ীদের যুগ।

Scanned by CamScanner

কেন এ প্রয়াস?

গল্প, হ্যাঁ .... গল্পের প্রতিই ইদানীং উঠতি বয়সের তরুণ-যুবকদের প্রচণ্ড ঝোঁক। অসীম আগ্রহ। অথচ গল্প হল, মনে মনে একটি প্লট তৈরী করা। একটি কাহিনী বানানো। তারপর ভাষার লালিত্য ও সুষমায় তা সুন্দর করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। পাঠকের মনোরঞ্জন করে তোলা।

ইদানীং গল্প লেখার এ কৌশলে সত্যের কোন ছোঁয়া থাকে না। সুন্দর কোন আদর্শে পাঠককে উজ্জীবিত করার ব্যগ্রতা থাকে না। থাকে অশ্লীলতার নগ্ন চিত্রায়ন, প্রেম-ভালবাসার স্বপ্নীল হাতছানি, বিচ্ছেদ-বেদনার মাধুর্যের ফানুস আর যৌন আবেদনের বিট লবন।

এ সব গল্পের কারিশ্‌মা আজ যুবসমাজকে নিরন্তর টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিকষ কালো অন্ধকার গহ্বরে। ধ্বংস ও অধঃপতনের প্রান্ত সীমায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এদেশের তথাকথিত একদল বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানীগুণী ও প্রতিষ্ঠিত লেখক এ আসরের পুরোধা। সমাজে এদের অনেক কদর।

অথচ শিক্ষা–দীক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পবিত্র এ অঙ্গনকে এরাই কলুষিত করছে। অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। এরা সমাজকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? কী এদের উদ্দেশ্য? এটা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। তাই এদের প্রতিহত করতে চাই আন্দোলন। চাই অপ্রতিরোধ্য দ্রোহ। চাই প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ। কিন্তু রাস্তায় নামার আগে সুশীল সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞ সাহিত্য ফোরাম তৈরি করতে হবে। কিন্তু কোথায় সেই শক্তি? কোথায় সেই মননশীল চিন্তা ও মেধা?

'গল্প নয়, তবে!' সেই আন্দোলনের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে মিটমিটে আলোর বিচ্ছুরণ। বিশাল মহীরুহের এক ক্ষুদ্র বীজের রোপন। এর পশ্চাতে রয়েছে বিশাল কাফেলা। আলোর আবাবিল।

হে আল্লাহ, একে এ পথের এক ক্ষদ্র মাইলফলক হিসেবে কবুল করুন। আমাদের চির মুক্তির ফয়সালা করুন। আমীন।

নাসীম আরাফাত
৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা-১২১৯

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

১. ইয়ামেনের কবিতা.............................. ৯
২. সত্যের সন্ধানে.............................. ১৪
৩. আবু জাহেলের হিংসা.............................. ২০
৪. অবরোধের তিন বৎসর.............................. ২৪
৫. ক্ষুদে মুজাহিদ.............................. ৩৯
৬. কিশোরদের জিহাদ.............................. ৪৩
৭. দুই কিশোরের বীরত্ব.............................. ৪৭
৮. বাহ্ কী চমৎকার.............................. ৫৩
৯. মুজাহিদের দু'আ.............................. ৫৬
১০. শুটকী সমাচার.............................. ৬০
১১. অপূর্ব আপ্যায়ন.............................. ৬৪
১২. গেরিলা যুদ্ধ.............................. ৬৯
১৩. দূর হ! ওহী আসছে.............................. ৮০
১৪. মদীনায় এক ইহুদী.............................. ৮৯
১৫. চোখে ঘুম নেই.............................. ৯৬
১৬. রাসূলের ত্যাজ্য সম্পত্তি.............................. ৯৮
১৭. রাত দুপুরে.............................. ১০১
১৮. একটি চুমুর বিনিময়ে.............................. ১০৫
১৯. জ্যোর্তিময় আদর্শ.............................. ১১০
২০. তিন হাজার দিনারের কাহিনী.............................. ১১৩

www.banglabookcenter.blogspot.com

Scanned by CamScanner

ইয়ামেনের কবিতা

ইয়ামেন। আরবের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চমৎকার বৈচিত্র্যময় এক দেশ। সুউচ্চ পর্বতমালায় ভরে আছে দেশটির বুক। পর্বতমালার পাষাণ বুক চিরে নেমে এসেছে অগণিত নির্ঝরমালা। স্বচ্ছ নির্মল টলমলে বারিধারা মুক্তির বার্তা নিয়ে যেন পর্বতমালা থেকে চলছে নিম্নভূমির দিকে। ছুটে চলছে দূরে বহু দূরে। মিশে যাচ্ছে মরুর বুকে। এ নির্ঝরমালার উভয় পাশে গাঢ় সবুজের সমারোহ। নানা ধরনের ফলমূল আর বৃক্ষলতার সমাবেশ। তাই সকাল-সন্ধ্যা পাখ-পাখালির কলকাকলিতে মুখরিত ও আন্দোলিত হওয়া তার নৈমিত্তিক ব্যাপার।

দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে অথৈ আরব সাগর। উল্লসিত তরঙ্গমালা সারাক্ষণ শোঁ শোঁ রব তুলে মাথায় রুপার তাজ পরে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে তার তীরে। এখানে গড়ে উঠেছে এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এশিয়া-আফ্রিকার দূর দেশ হতে বড় বড় জাহাজ পাল তুলে পণ্যসামগ্রী নিয়ে ছুটে আসে এই বাণিজ্যকেন্দ্রে। আবার পণ্যসামগ্রী বোঝাই করে চলে যায় নিজ নিজ গন্তব্যপথে। সারা বছর এ বাণিজ্যকেন্দ্রে চলে ক্রয়-বিক্রয়ের সমারোহ। তাই এদেশ অর্থ সম্পদের দেশ। এদেশ শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নত সংস্কৃতির দেশ।

Scanned by CamScanner

শীতকালে ইয়ামেনের আবহাওয়া থাকে উষ্ণ। তাই মক্কার ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মরুর বুক চিরে ছুটে আসে ইয়ামেনে। উটের পিঠে পিঠে বোঝাই করা থাকে পণ্যসামগ্রী। শাম, ইরাক ও আরবে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী। ইয়ামেনের বাজারে এসব পণ্যসামগ্রীর বেশ কদর। চড়া মূল্যে তা বিক্রয় করে অনেকেই বেশ আনন্দ-উল্লাসের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে দেয় ইয়ামেনে। তারপর আবার পণ্যসামগ্রীতে বোঝাই করা উটের বহর নিয়ে পিলপিল করে মরুর বুক চিরে শামের পথে রওয়ানা হয়। মাঝে মক্কায় এসে কিছুদিন কাটায় আত্মীয়-স্বজন আর ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে। চলে আতিথেয়তার ধুম। তখন হই-হুলোড় আর নানা উৎসবে মেতে ওঠে সবাই।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.। এক দুরন্ত দুর্বার যুবক। নামকরা ব্যবসায়ী। বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা আর উপস্থিত বুদ্ধিতে রয়েছে তার যথেষ্ট খ্যাতি। শীতের মৌসুমে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে ইয়ামেনে আর গ্রীষ্মকালে শামে যাওয়া তাঁর যুগপৎ নেশা ও পেশা।

ইয়ামেনে তার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যবসায়ীরা পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে যখন আনন্দ ফূর্তিতে সময় কাটাতে থাকে, তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফের অনুসন্ধিৎসু মন তাঁকে টেনে নিয়ে যায় ভিন্ন পথে। এক অন্য জগতে। ইয়ামেনের জ্ঞানীগুণী আর বিজ্ঞজনদের সাহচর্যে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে তাঁর অজানা দুনিয়া। এটা তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এক দুর্লভ অভিরুচি।

আস্‌কালান ইবনে আওয়াকের। ইয়ামেনের এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তাঁর দেহ। সারা দেহ জুড়ে লোলচর্ম। চোখ দুটি উজ্জ্বল ঝলমলে। সাদা ধবধবে মাথার চুল, চোখের পাঁপড়ি আর ভ্রু। স্রষ্টার আরাধনায় কেটে যায় তাঁর দিনরাত। পরকালের মুক্তির চিন্তায় হারিয়ে যায় তাঁর সকাল-সন্ধা। রাত-দিন।

ইয়ামেনের ছোট বড় সবাই তাকে এক নামে চিনে ও জানে। বুকভরা আশা নিয়ে বিপদে-আপদে তাঁর নিকট ছুটে যায়। শুভাশীষ গ্রহণ করে। হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসে। তাই ইয়ামেনে গেলেই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর মূল্যবান বাণী শুনেন। তাঁর শুভাশীষ গ্রহণ করেন। আস্‌কালান ইবনে

Scanned by CamScanner

আওয়াকেরও তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করেন। তাঁর থেকে আরবের নানা খোঁজ-খবর নেন।

সে বৎসর পণ্যসামগ্রী নিয়ে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. ইয়ামেনে গেলেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে তিনি যখন আত্মহারা, ঠিক তখন তাঁর হৃদয় পটে ভেসে উঠল আস্‌কালান ইবনে আওয়াকেরের সকরুণ চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল ললাট। সাথে সাথে তাঁর মনে এক অদম্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। তিনি অস্থির-বেকারার হয়ে পড়লেন। অদৃশ্য এক শক্তিশালী চুম্বক যেন তাঁকে সজোরে আকর্ষণ করতে লাগল। তিনি আর বিলম্ব করতে পারলেন না। ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে ছুটে গেলেন আস্‌কালান ইবনে আওয়াকেরের জীর্ণ কুটিরে।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, আমাকে দেখেই তাঁর ওষ্ঠাধরে নির্মল মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠল। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। কাছে ডাকলেন। অত্যন্ত দীপ্তকণ্ঠে বললেন, আমি কি তোমাকে আজ একটি সুসংবাদ দিব, যা তোমার এ ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অনেক অনেক উত্তম?

তাঁর কথা শুনে আমি বিস্মিত অভিভূত। প্রত্যেক বৎসর তাঁর সাথে দেখা করি। শুভাশীষ নেই। কোনদিন তো এমন কথা বলেননি। আজ আবার কী হল?

বললাম, হ্যাঁ বলুন।

তিনি বললেন, এ নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীন তোমার গোত্রের মাঝে তাঁর নির্বাচিত, মনোনীত রাসূলকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিকট মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি লোকদের মূর্তিপূজা থেকে বারণ করেন, আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দেন। নিজে তা পালন করেন। অন্যায় ও মিথ্যা থেকে বারণ করেন। নিজে তা বর্জন করেন। তিনি বনু হাশেমে জন্ম লাভ করেছেন। হে আব্দুর রহমান, বিষয়টি গোপন রাখ। দ্রুত মক্কায় ফিরে যাও।

তারপর আস্‌কালান ইবনে আওয়াকেরের কণ্ঠ জড়িয়ে এল।

তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। একটা চাপা কান্না ঠেলে ঠেলে ওঠে আসতে চাচ্ছে। অতি কষ্টে তা দমন করলেন। আত্মসংবরণ

Scanned by CamScanner

করলেন। তারপর বললেন, তাঁর নিকট আমার সশ্রদ্ধ সালাম পৌঁছাবে ও এ কবিতাটি তাঁকে আমার পক্ষ থেকে আবৃত্তি করে শুনাবে,

أَشْهَدُ بِاللهِ ذِي الْمَعَالِي ... فَالِقِ اللَّيْلِ وَالصَّبَاحِ
إِنَّكَ فِي السِّرِّ مِنْ قُرَيْشٍ ... يَا ابْنَ الْمُفْدِيِّ مِنَ الذَّبَاحِ
أُرْسِلْتَ تَدْعُو بِالْيَقِينِ ... تُرْشِدُ لِلْحَقِّ وَالْفَلَاحِ
هَدَّ كُرُورُ السِّنِينَ رُكْنِي ... عَنْ بُكَرِ السَّيْرِ وَالرَّوَاحِ
أَشْهَدُ بِاللهِ رَبِّ مُوسَى ... أَنَّكَ أُرْسِلْتَ بِالْبِطَاحِ
فَكُنْ شَفِيعِي إِلَى مَلِيكٍ ... يَدْعُو الْبَرَايَا إِلَى الْفَلَاحِ

আমি মহামহিম আল্লাহর সাক্ষ্য দিচ্ছি।
যিনি দিবা-নিশির উৎগমনকারী।
নিশ্চয় আপনি কুরাইশের নেতৃত্ববান ব্যক্তি।
হে যবাহ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত ব্যক্তির সন্তান,
আপনাকে সুনিশ্চিত বিজয়ের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
আপনি সত্য ও সফলতার পথ নির্দেশ করেন।
বৎসরের গমনাগমন আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে
সকাল-সন্ধ্যার গমনাগমন ব্যাপারে।
মূসার রব আল্লাহর সাক্ষ্য আমি দিচ্ছি,
নিশ্চয় আপনি আরবে প্রেরিত হয়েছেন।
সুতরাং আপনি ঐ মালিকের নিকট আমার সুপারিশকারী হয়ে যান,
যিনি জগৎবাসীকে সফলতার দিকে আহ্বান করেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, আমি কবিতাটি কণ্ঠস্থ করে দ্রুত ইয়ামেন থেকে ফিরে এলাম। মক্কায় পৌঁছে দেখি, চারদিকে থমথমে ভাব। কোথায় যেন ছেদ পড়ছে। মক্কার সেই সৌহার্দ, সেই প্রীতি আর মমতা যেন অপসৃয়মান। অনেকের চোখে মুখে রূঢ়তা আর রূক্ষতার কঠিন চিহ্ন।

Scanned by CamScanner

আবু বকর আমার পুরনো বন্ধু। অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। সবকিছু তাকে খুলে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি খুব বিস্মিত হলেন। অত্যন্ত হতবাক হলেন। বললেন, তিনি তো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট যাও।

রাসূল তখন খাদীজা রা. এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম। প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে দেখেই তিনি হেসে ফেললেন। মনে হল, উজ্জ্বল হাসির কিরণ মেখে তাঁর মুখখানা ঝলমল করছে। শিশির-স্নিগ্ধ গোলাপ কুঁড়ির মতো তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, একটি সুন্দর চেহারা দেখছি। আমি তার কল্যাণ কামনা করি।

হে আব্দুর রহমান, কী সংবাদ নিয়ে এলে?

আমি বললাম, হে মুহাম্মাদ, সে কী সংবাদ?

তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট একটি আমানত নিয়ে এসেছো বা এক প্রেরকের একটি চিঠি নিয়ে এসেছো। সুতরাং আমায় তা দিয়ে দাও।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, এরপর মুহূর্তকাল বিলম্ব হল না। স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে আমার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। আমি কালিমা পাঠ করলাম। মুসলমান হয়ে গেলাম। তারপর আসকালান ইবনে আওয়াকেরের কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিতাটি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, অনেকেই আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান এনেছে। আমাকে বিশ্বাস করেছে। তারা আমার ভাই।

তথ্যসূত্র ঃ

১. কানজুল উম্মাল
খণ্ড নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ২২৮

Scanned by CamScanner

সত্যের সন্ধানে

মক্কায় তখন উৎসব চলছে। পূজার উৎসব। কাবা চত্বরে হাজারো মানুষের ভিড়। আরবের দূর-দুরান্ত থেকে বহু মানুষ নানা সাজে, নানা পোষাকে এ উৎসবে যোগদান করেছে। নারীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও এসেছে সেজেগুজে, রং-বেরংয়ের পোষাকে সজ্জিত হয়ে। অনেকে তনুমন দিয়ে একনিষ্ঠভাবে মূর্তিপূজায় আত্মহারা হয়েছে। অনেকে আবার মূর্তির সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দূর-দুরান্ত থেকে টেনে আনা পশুগুলোকে বেদিমূলে বলি দিচ্ছে। সবাই মূর্তির সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাকুল।

সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। মূর্তির সন্তুষ্টি অর্জন, বালা-মসিবত থেকে পরিত্রাণ, সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন, আর ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি সাধন।

কিন্তু যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল। মক্কার এক দুরন্ত যুবক। কথাবার্তা, চলাফেরা সব কিছুতেই তার এক ব্যতিক্রমধর্মী ভাব। চলমান সমাজের সাথে সে খাপ খায় না। মিশতে পারে না। তাই অদূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছে। চোখে তার এক আকাশ বিস্ময়। চিন্তা-জগতে তার মহা আলোড়ন। অদম্য বিপ্লব। ভাবছে, মানুষগুলো এ কী করছে! নিশ্চল নির্জীব হাতে গড়া এই মূর্তিগুলোর তো কোন শক্তি নেই। সৃষ্টির সেরা মানুষ কেন এদের সামনে মাথা নত করবে? কেন এদের পূজা-অর্চনা করবে? হায় হায়! মানুষগুলোর কি এতটুকুও বুদ্ধি নেই? এতটুকুও সমঝ নেই?

আত্মসংবরণ করতে পারল না। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। ধীরস্থির পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। কাবার দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর দৃপ্ত ও উচ্চকণ্ঠে বলল,

হে কুরাইশ সরদাররা,

হে দূর দূরান্ত থেকে আগত মানুষেরা,

আমি একটা কথা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমাদের এই বলির পশুগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ

Scanned by CamScanner

করেছেন। তারা তা পান করে পিপাসা নিবারণ করেছে। তাদের জন্য তিনি জমিনে ঘাস উৎপন্ন করেছেন। তারা তা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছে। এরপর তোমরা এই বোবা পশুগুলোকে ধরে এনে মূর্তির নামে বলি দিচ্ছো। মুহূর্তের জন্যও কি বিষয়টি ভেবে দেখেছো? একবারও কি সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো?

কথার মাঝেই হযরত উমর রা. এর পিতা খাত্তাব তার দিকে তেড়ে এলো। রোষ-কষায়িত তার চোখ। যেন আগুন ঝরে পড়ছে। সজোরে তার গালে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে বলল,

উজবুক্ কোথাকার, তুই মরিস্ না কেন? আর কতোদিন তোর এই বাজে কথা শুনে মুখ বুজে থাকতে হবে?

তারপর মক্কার কিছু দুষ্ট যুবককে লেলিয়ে দিল। তারা তাকে মারধর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। খাত্তাবের ক্রোধ এতেও প্রশমিত হল না। সে বখাটে যুবকদলকে হুকুম দিল, তারা যেন তাকে যেখানেই পায় মারধর করে। উত্ত্যক্ত বিরক্ত করে। ফলে যায়েদ ইবনে আমরের জীবনে অশান্তির অমানিশা নেমে এল।

অস্পৃশ্যের ন্যায় সমাজচ্যুত হয়ে গেল। ফলে বাধ্য হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল। পর্বতের সরীসৃপ, পশুপাখি আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপলখণ্ডগুলোই তার বন্ধু। তার আপনজন। মাঝে মাঝে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। অশ্রু ছলছল চোখে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দূর আকাশের নীলিমায় চেয়ে থাকে। ভাবাবেগে মনটা তার গুমরে গুমরে কাঁদে।

হে আল্লাহ, কতো সুন্দর করে এ ভুবনকে সৃষ্টি করলে। ঐ তো নীল আকাশের কোলে ভাসমান মেঘমালারা সাদা সাদা ডানা মেলে তোমারই নির্দেশে অজানার উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছে। সকাল-সন্ধায় পাখ-পাখালীর সুমধুর কাকলিতে বিস্ময়ে মনটা বিমোহিত হয়ে উঠে। পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার বন্যায় মনটা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে। বলেন,

হে আল্লাহ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এ পৃথিবীকে কেন সৃষ্টি করলে? কী তোমার উদ্দেশ্য? হে আল্লাহ, আমাকে তোমার সন্তুষ্টির সন্ধান দাও। হিদায়াত কর। সরল সঠিক পথের দিশা দাও।

Scanned by CamScanner

এভাবে আলো-আঁধারের মাঝে, সুখ-দুঃখের মাঝে তার দিন কেটে যায়। মাঝেমাঝে লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত সন্তর্পণে মক্কায় প্রবেশ করে। আবার সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায়। কেউ টের পায় না। খবরও পায় না।

দারুণ নাদওয়া। মক্কার আলোচ্য বিষয়ের কোন লাগাম নেই। গোটা আরবের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। মক্কার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। মূর্তিপূজার বাড়াবাড়ি ও অসারতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হল এই গোপন মজলিশে।একদিনের ঘটনা। যায়েদ ইবনে অআমর গোপনে মক্কায় প্রবেশ করল। প্রিয়জনদের সাথে গিয়ে এক মজলিশে মিলিত হল। মজলিশে উপস্থিত ওয়াকারাকা ইবনে নাওপার, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনে হাসেম, উমাইয়া বিনতে মুত্তালিব ও যায়েদ ইবনে আমরনিজে। পাঁচ জনের

অবশেষে যায়েদ ইবনে আমর বিনয় বিজরিত কণ্ঠে বলল, আল্লাহ শপথ করে বলছি, নিঃসন্দেহে তোমরা জান, আরবরা চরম গোমরাহী ও পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। ইবরাহীম আ. এর তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে শিরকের মহা গোমরাহীতে ডুবে আছে। এভাবে চলতে থাকলে ইহকালে ও পরকালে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমার আকুল আবেদন, যদি তোমরা পরকালের মুক্তির আশা কর, যদি জীবন সাধনায় কামিয়াব হতে চাও, তাহলে চির সত্য ও সঠিক ইবরাহীমি ধর্মের অনুসন্ধান কর। তাঁরই অনুকরণে ও তাঁরই অনুসরণে জীবন উৎসর্গ কর।

যায়েদ ইবনে আমেরের আবেগ বিজড়িত, উষ্ণতায় লালিত কথাগুলো উপস্থিত সকলের হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল। এরপর তারা আর উদাস থাকতে পারেনি। সত্য ও সঠিক ইবরাহীমী ধর্মের অনুসন্ধানে তারা তাদের হৃদয় ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে রইল।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল সত্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করল। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও উসমান ইবনে হারেস বিশুদ্ধ ইবরাহীমী ধর্মের অনেক অনুসন্ধান করল। বহু জায়গায়, বহু অঞ্চলে ভ্রমণ করে অগণিত পণ্ডিতব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করল। ধর্ম

Scanned by CamScanner

বিষয়ে আলোচনাও প্রচুর হল। কিন্তু ইবরাহীমী ধর্মের সন্ধান তারা পেল না।

তবে যায়েদ ইবনে আমর ছিল এ ব্যাপারে দূর্বার দুর্দম। জীবনের বিনিময়ে হলেও ইবরাহীমী তাওহীদী ধর্মের অনুসন্ধান তাকে করতেই হবে। এ পথে দিগন্ত বিস্তৃত মরু বিয়াবানের ভয়াবহতা তাকে রোধ করতে পারল না। সুউচ্চ পর্বতমালার প্রাকৃতিক প্রাচীরও তাকে আটকে রাখতে পারল না। ছুটে চললেন আর চললেন। বিরামহীন তার চলার গতি। অদম্য তার প্রকৃতি। তবে জীবন সায়াহ্নে তিনি রাসূলের সন্ধান পেয়েও দু'চোখ ভরে তাঁকে দেখে হৃদয়কে শান্ত করতে পারলেন না। মাঝ পথেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী আজ তার মুখেই আমরা শুনব। তিনি বলেন, আমি প্রথমে ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলাম। ইহুদীদের বড় বড় ধর্মগুরুদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ধর্মের শিক্ষা অর্জন করতে লাগলাম। এ উদ্দেশ্যে শহরের পর শহরে, নগরের পর নগরে ঘুরতে লাগলাম। ইহুদী ধর্মবিশারদ পণ্ডিতদের সাথে সাক্ষাৎ করতে লাগলাম। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে অনুধাবন করলাম, এ ধর্মেরও একই অবস্থা। কালের বিবর্তনে, পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনে আল্লাহর কিতাব বানচাল হয়ে গেছে। তাওহীদের স্থানে শিরক এসে জেঁকে বসেছে। আমার হৃদয় তখন দারুণ অস্থির। অত্যন্ত বেচাইন। শহরের পর শহর চষতে চষতে অবশেষে শামের এক প্রাচীন শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। লোকেরা আমাকে আসমানী কিতাবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এক পাদ্রীর সন্ধান দিল। আমি তার নিকট ছুটে গেলাম। আমার অবস্থা, আমার আবেগ, আমার অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার কথা তাঁকে প্রাণ খুলে বললাম।

আমার কথা শেষ হলে তাঁর দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবনার জগতে ঘুরতে ঘুরতে তিনি বহু দূর চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তার চোখের পাতা দু'টি খুলে গেল। ডাগর নয়নে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ মধুর হাসি। বললেন, হে সত্যানুসন্ধানী মক্কাবাসী, আমার মনে হচ্ছে তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামের একত্ববাদের ধর্ম তালাশ করছো। পাদ্রীর কথা আমার

Scanned by CamScanner

দু'কানে মধু বর্ষণ করল। আনন্দের আতিশয্যে দু'চোখ ছেপে অশ্রু নেমে এল। তিরতির করে আমার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল। বললাম, হ্যাঁ, আমি তারই অনুসন্ধান করছি।

এরপর পাদ্রীর কথায় বিষণ্নতা ফুটে উঠলেও আশার আলোতে তা উদ্ভাসিত। তিনি বললেন, শোন, হে বৎস, দুনিয়াতে বহু আগে সে ধর্মের বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন কোথাও তুমি আর তা খুঁজে পাবে না। বরং তুমি তোমার জন্মভূমি মক্কায় ফিরে যাও। একজন নতুন রাসূল আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমার গোত্রের মাঝে আল্লাহ সে রাসূলকে পাঠাবেন। তিনি হবেন বিশ্বনবী। সর্বশেষ নবী। সে নবীর অনুসন্ধান পেলে তুমি তাঁকে অনুসরণ করবে। তাঁর উপর ঈমান আনবে। তিনিই তোমাকে পরকালীন সফলতার পথে পরিচালিত করবেন।

যায়েদ ইবনে আমেরের অন্তরে তখন আনন্দের প্রমত্ত ঊর্মিমালা। মুহূর্তকালের জন্যও তিনি আর শামে থাকতে পারলেন না। প্রতিশ্রুত নবীর সাক্ষাতের প্রত্যাশায় তার হৃদয়-মন তখন অস্থির, বেচাইন। দেহ ফেলেই তাঁর মন উড়ে উড়ে মক্কায় চলে আসতে চায়। তাই শাম পশ্চাতে ফেলে মক্কার পথে ছুটে চললেন। বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। বিরতি নেই। ছুটছেন আর ছুটছেন।

ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মক্কার লোকদের একত্ববাদের দিকে আহ্বান করলেন। তারপর দারুণ তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। বিসংবাদ, বিসংবাদ আর বিসংবাদ। এর যেন আর শেষ নেই।

যায়েদ ইবনে আমর ছুটে আসছেন। তীরতীব্র তার গতি । একের পর এক শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ আর পল্লী পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। মরু অঞ্চল অতিক্রম কালে একদল দল দস্যু তাকে আক্রমণ করল। প্রচণ্ড আঘাতে তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরাশায়ী করল। ছিনিয়ে নিল তার সামান্য পাথেয়। ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা ছুটল। মরুর বুক রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শরীর নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। চোখের আলো ঘোর অন্ধকারে হারিয়ে যেতে

Scanned by CamScanner

লাগল। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে তিনি গভীর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, মক্কার সেই নবীকে দেখার সাধ আর বাস্তবায়িত হবে না। অন্তিম সময় তার সমাগত। তাই নীল আকাশ পানে অশ্রুছলছল চোখ তুলে ধরলেন। ধীরে ধীরে ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, হে বিশ্বচরাচরের মালিক, অবশেষে আমাকে রাসূলের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করলে। এতে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে আমার আশা, আমার ছেলে সাঈদকে তুমি তা থেকে বঞ্চিত করো না।

হ্যাঁ, তাওহীদের পিয়াসী এই পূণ্যাত্মার দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করলেন। ফলে শত বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যারা ঈমান এনেছিলেন, যায়েদের ছেলে সাঈদ ছিলেন তাদের অন্যতম।

এই সাঈদ ইবনে যায়েদই ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. এর বোন ফাতেমার স্বামী। ইসলাম গ্রহণ করার পর এই দম্পতি চুপে চুপে হযরত খাব্বাব রা. এ নিকট কুরআন শিখতেন। ইসলামের বিধি-বিধান শিখতেন।

একদিন খাব্বাব রা. তাঁদেরকে কুরআন শিখাচ্ছিলেন। ঠিক তখন সেখানে খোলা তরবারি হাতে উমর রা. গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর ঘটনা প্রবাহের এক পর্যায়ে তিনি রাসূলের দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. সুয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা
যায়েদ ইবনে আমর রা. এর জীবনী
তৃতীয় খণ্ড, দারুণ নাফায়েস লেবানন।

Scanned by CamScanner

আবু জাহেলের হিংসা

রাতের শেষ প্রহর। চারদিকে আবছা অন্ধকার। পূর্বাকাশে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। আবু কুবাইস পর্বতকোলের পাখপাখালিরা এখনো জেগে উঠেনি। জেগে উঠেনি ঘুমন্ত মক্কার লোকেরা। নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ চারিদিক। যেন নিঝুমপুরীর এক যাদুর দেশ। এক মায়াময় দেশ।

এমনি স্বর্গীয় মুহূর্তে বাইতুল্লায় নামাযে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সুললিত, মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে চলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। শব্দের তালে তালে ঢেউ তুলে মন্থর গতিতে তিলাওয়াত করে চলেছেন। সে এক মোহনীয় জান্নাতি পরিবেশ। ঠিক তখন রাসূলের পানে বাইতুল্লাহর চারদিক থেকে চারটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। একটু আবছা অন্ধকারময় আবডালে লুকিয়ে পড়ল। তারপর আত্মহারা হয়ে রাসূলের তিলাওয়াত শুনতে লাগল। শব্দের ঝংকার, ভাব-গাম্ভীর্যে তারা একেবারে তন্ময় হয়ে গেল। তবে তারা অত্যন্ত উৎকর্ণ। কেউ যেন তাদের আগমনের কথা জানতে না পারে সে ব্যাপারে খুব সচেতন। বহুক্ষণ তারা তিলাওয়াত শ্রবণ করল। তবুও যেন তার মধু শেষ হয় না।

ইতোমধ্যে পূর্বাকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। চাপ-চাপ অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে। দূর থেকে পাখির কল-কাকলি ভেসে আসছে। খেজুর পাতায় বাতাসের কানাকানি শোনা যাচ্ছে। তখন তারা সচেতন হয়ে উঠল। জিরাফের মত ঘাড় উঁচু করে উঁকি মেরে চারদিক দেখল।

Scanned by CamScanner

না কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখনই সরে পড়া দরকার। অত্যন্ত সন্তর্পণে আবার অন্ধকারে মিলে গেল। আঁকা-বাঁকা গলি পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কিছুদুর অগ্রসর হতেই অকস্মাৎ ছায়ামূর্তিগুলো মুখোমুখি হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়াল সবাই। বিস্ময়ে বিমূঢ়। মুখ চাওয়া-চাওয়ির পালা শেষ হলে দেখা গেল, এরা আরবের শীর্ষস্থানীয় চার সরদার। রাসূলের ঘোর দুশমন। আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান, আখনাস ইবনে শুরাইক ও হানিফ ইবনে যোহরা।

দিনের আলোতে এরা দলবল নিয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। রাসূলকে পাগল, মাতাল, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে গালমন্দ করে। দুর্বল অসহায় মুসলমানদের উপর উল্লাস করে নির্যাতন করে। দারুন নাদওয়ায় বসে নানা ষড়যন্ত্রের ফর্দ তৈরী করে। কিন্তু দিবা শেষে দিন-মণি পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে গেলে রাতের আনন্দ-উল্লাস শেষ করে যখন বিছানায় যায়, তখন শ্বাশত সত্যের আহ্বানগুলো তাদের বিবেচনাশক্তিকে অস্থির করে তোলে। বেকারার করে তুলে। সত্যের আহ্বান দুর্বার থেকে দুর্বারতর হতে থাকে। ফলে ছুটে আসে অর্গল খুলে। সন্তর্পণে এসে দাঁড়ায় রাসূলের অদূরে। আড়ালে, আবডালে। বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে শুনে রাসূলের তিলাওয়াত। কুরআনের মহাবাণী।

এদের প্রত্যেকে ভেবেছে, সে বুঝি একাই রাসূলের তিলাওয়াত শুনতে এসেছে। কিন্তু অকস্মাৎ এই সাক্ষাতে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। অপরাধ আর লজ্জাবোধে তারা এতটুকুন হয়ে গেল। অবনত মস্তকে আর কখনো না আসার প্রতিজ্ঞা করে আপন গন্তব্য পথে ফিরে এল।

পরের দিনের ঘটনা। নিঝুম রাত। চার সর্দার বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। রাসূলের সেই সুললিত কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে অস্থির হয়ে উঠল তাদের মন। অত্যন্ত সন্তর্পণে এগিয়ে এল বাইতুল্লাহর দিকে। মনের শঙ্কা, ভয় সত্ত্বেও কুরআনের তীব্র আকর্ষণ আর সূর মূর্ছনায় ব্যাকুল আত্মহারা হয়ে ছুটে এল। আড়ালে-আবডালে দাঁড়িয়ে রাসূলের কণ্ঠ নিঃসৃত কুরআন তিলাওয়াত শুনতে লাগল।

Scanned by CamScanner

ফেরার পথে আবার দেখা হয়ে গেল চারজনের। লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, আমরা আর এভাবে লুকিয়ে কুরআন শুনব না।

তৃতীয় রাতের ঘটনা। চারদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার। কোথাও সাড়া শব্দ নেই। একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। কর্ম-ক্লান্ত লোকেরা সুপ্তির কোলে ঘুমে অচেতন। কিন্তু কুরাইশের সেই চার সরদারের চোখে ঘুম নেই। রাসূলের মুখ নিঃসৃত সেই মধুময় আয়াতগুলো তাদের মনে দারুণ কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। মূর্তিপূজার অসাড়তার কথাও তাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে। মনের মাঝে যেন আলোর নাচন শুরু হয়ে গেছে। অতীন্দ্রিয় এক দুর্বার আকর্ষণে আবার তারা বিছানা ছেড়ে ছুটে এল বাইতুল্লাহর সেই পরিচিত জায়গায়। আজও তারা লুকিয়ে লুকিয়ে এল। আবডালে থেকে রাতভর রাসূলের মধুঝরা কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে ফেরার পথে হঠাৎ তাদের দেখা হয়ে গেল।

কিন্তু আজ তাদের বলার কিছুই রইল না। যদি এ কাণ্ড ফাঁস হয়ে যায় তবে আর রক্ষে নেই। মক্কার সাধারণ মানুষেরা তাদের থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। মুহাম্মাদের নৈতিক বিজয় অনিবার্য হয়ে পড়বে। তাই দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না। এভাবে আর হচ্ছে না। এসো আমরা লাত-মানাতের শপথ করি। অত্যন্ত কঠিন শপথ করি। আর কখনো আমরা কেউ এভাবে লুকিয়ে এসে মুহাম্মাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনব না। সত্যই তারা সেদিন অত্যন্ত কঠিন শপথ করে যার যার বাড়িতে ফিরে গেল।

পরদিন, আলো ঝলমল সকালে আখনাস ঘুম থেকে উঠল। ভারী আনচান করছে তার অবাধ্য মনটা। বারবার মন-মুকুরে ভেসে উঠছে, মুহাম্মাদ যা বলছে তা তো সত্য। সত্যের আলোতেই তো সে মানুষের অন্তর আলোকিত করতে চায়। মিথ্যার ঘোর অন্ধকার থেকে সে মানুষদেরকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু আমরা কী করছি? কেন আমরা তাঁর উপর অযথা নির্যাতন চালাচ্ছি? এধরনের নানা প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছে নেই। তাই ছুটে এল বন্ধু আবু সুফিয়ানের কাছে। বলল, আবু সুফিয়ান, মুহাম্মাদের অনেক কথাই তো লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলে, কিন্তু বুঝলে কী? একটু বলবে?

Scanned by CamScanner

আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে দোটানা আত্মবিশ্বাস। বলল, শোন আখনাস, আমি যা শুনেছি তার কিছু মর্মসহই বুঝেছি, বাকি অংশের কিছুই বুঝিনি। আবু সুফিয়ানের কথায় আখনাসের মন শান্ত হল না। পরিতৃপ্ত হল না। তাই ছুটে গেল সরদার আবু জাহেলের নিকট। বলল, হে আবুল হাকাম, লুকিয়ে লুকিয়ে তো মুহাম্মাদের অনেক কথাই শুনলে। কিন্তু কী বুঝলে তা বল না বন্ধু?

আবু জাহেল এ ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তাই করেনি, তাই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। ভাবনার সাগরে হারিয়ে গেল। ক্ষণকাল পর মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, শোন, আমার মনে হয়, মুহাম্মাদের কথাগুলো ঐশী বাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আসল কথা হল, আমরা আর বনু আবদে মানাফ মর্যাদার লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলাম। দেখো না, তারা কাঙালী ভোজের আয়োজন করে তাই আমরাও তা করি। তারা জনগণের সেবা করে, তাই আমরাও তা করি। তারা দান-সদকা করে আমরা তাই করি। তাদের পায়ে-পায়ে পালা দিয়ে আমরা এগিয়ে আসছিলাম। কিন্তু যখনই তাঁরা দাবী করল, আমাদের মাঝে নবী আছে তখনই আমরা হেরে গেলাম। কারণ আমাদের তো আর নবী নেই। তাই আমরা কিছুতেই তাঁর অনুসরণ করব না। তাঁকে বিশ্বাস করব না।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

Scanned by CamScanner

অবরোধের তিনটি বছর

নবুয়তের সপ্তম সাল। মক্কার অবস্থা টালমাটাল। গোত্রপতি ও নেতারা দারুণ দিশেহারা। অত্যন্ত অস্থির। দুশ্চিন্তার ঘন ধুলিঝড়ে ছেয়ে গেছে তাদের চিন্তার বিস্তৃত আকাশ। মানব জীবনে মাঝে মধ্যে ব্যর্থতার আঁধার নেমে এলেও পরক্ষণেই আবার সফলতার সূর্য হেসে উঠে। এই তো ধরার লীলা। এই তো পৃথিবীর খেলা। কিন্তু এ কী খেলা শুরু হল মক্কায়! এতগুলো মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও কিছুই হচ্ছে না। আবু তালেবের ভাতিজার ঐ ক্ষুদ্র দলটির একগুয়েমী মনোভাব আর বোধ-বিশ্বাসকে কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না। দিনের পর দিন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর অনুসারীর দল বেড়েই চলেছে। তাই হাজারো চিন্তার মরুঝড় বইছে সর্দারদের চিন্তার মরু সাহারায়।

আজ আবার গণপরামর্শগৃহ দারুন নাদওয়ার গণকাউন্সিল বসেছে। মক্কার আপামর জনতা সেখানে উপস্থিত। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আরো অনেকে। বৈঠক শুরুর পূর্বেই ঝড়ের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। সবার চেহারায় কাঠিন্য কাঠিন্য ভাব ফুটে উঠেছে।

নেতৃস্থানীয়দের একজন দাঁড়াল। তেজোদৃপ্ত তার কণ্ঠ । বলল, আজকের আলোচ্যবিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক ঃ মক্কার বীর সন্তান হামযাকে হারিয়ে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। এবার আমরা হারালাম সর্দার খাত্তাবের সন্তান, মক্কার ও কুরাইশের অহঙ্কার উমরকে। আর সহজেই অনুমেয় যে, তার ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেছে। তারা আর গোপনে থাকতে রাজি নয়। তাই উমরের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে বাইতুল্লায় এসে নামায আদায় করে গেছে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এর উত্তর অত্যন্ত কঠোর ও শিক্ষণীয় হতে হবে।

দুই ঃ আবিসিনিয়ার রাজসভা থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের নিস্ফল প্রত্যাবর্তন ও মুসলমানদের কূটনৈতিক বিজয়। এ দু'টি

Scanned by CamScanner

বিষয়ের আলোচনার পর আমাদের যা করণীয় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারপর তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর কর্মসূচী নিতে হবে।

জনৈক শ্রোতার কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময়। বলল, আরে সর্দার! খাত্তাবের ঐ বীর ছেলেটিও মুহাম্মাদের দলে ভিড়েছে। সেদিন শুনে গেলাম, সে মুহাম্মাদকে কতল করতে রওয়ানা হয়েছে। আর আজ আবার তুমি এ কি শুনালে?

উপস্থাপকের তেজোদৃপ্ত কণ্ঠ আবার ভেসে এল। বলল, আমাদের এ কথা অকপটেই স্বীকার করতে হবে যে, উমরের ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এটা এক চরম আঘাত। আপনাদের অবশ্যই স্মরণ থাকার কথা, সেদিন উমর নাঙ্গা তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদকে কতল করার জন্যই বেরিয়েছিল। তখন আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আরো অনেকেই উপস্থিত ছিল। শুনেছি, উমর বেরিয়ে যাওয়ার পরই পথে শুনতে পায় তার বোন ফাতেমা ও তার ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করা পূর্ব-কর্তব্য মনে করে বোনের বাসায় ছুটে গিয়েছিল। সেখানে গিয়েই তার ভাবান্তর ঘটল। কি করতে কী হল বুঝতেই পারলাম না। উমর তার বোনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা আরকামের বাড়িতে উপস্থিত হল এবং মুহাম্মাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করল।

উমরের ইসলাম গ্রহণ মক্কায় দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এখন অনেকেরই তা আলোচনার বিষয়। তারা বলছে, মুহাম্মাদের কথাই সত্য। তা না হলে উমর কেন ইসলাম গ্রহণ করল। মুহাম্মাদের কুরআনের ঐ বাণীটি যা পড়ে উমর মুসলমান হয়েছে তা জানার জন্য সবার মনে চরম অনুসন্ধিৎসা, প্রবল ঔৎসুক্য।

শ্রোতাদের আরেকজনের কণ্ঠে বিস্ময় ভাব ঝরে পড়ল। বলল, আচ্ছা, আমরা পরামর্শ করে আরবের অত্যন্ত দূরদর্শী কূটনৈতিক দুই প্রতিনিধি আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবী রবিয়াকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করলাম। তারা কেন বিফল হয়ে ফিরে এল আর

Scanned by CamScanner

মুসলমানরা কিভাবে আবিসিনিয়ার রাজ দরবারে প্রভাব সৃষ্টি করল, তা জানতে চাই।

গণবৈঠকে উপস্থিত সবার গুঞ্জন ছাপিয়ে আবার উপস্থাপকের কণ্ঠে ভেসে এল। বলল, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আমার জানা নেই। তবে একেবারেই যে কিছু জানি না তা নয়। শুনেছি, আমর ইবনে আস অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিল। রাজদরবারের অনেককেই হাত করে নিয়েছিল। রাজাকেও প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু আবু তালিবের বাগ্মীপুত্র জা'ফর সব সর্বনাশ করে দিয়েছে। সে রাজার সামনে মুহাম্মাদের ঐ কুরআনের বাণী পাঠ করে এমন এক বক্তৃতা দিল যে, আমাদের সকল প্রয়াস পণ্ড হল। অবশেষে তারাই রাজ দরবারে আশ্রয় পেল। শুধু কি তাই! সে দেশে থাকার অবাধ অনুমতিও পেল।

উৎবা বলল, আরো একটি বিস্ময়কর ঘটনা কিন্তু ইতোমধ্যে মক্কায় ঘটেছে। সম্ভবত আমাদের অনেকেরই তা জানা নেই। আউস গোত্রপতি তুফাইল ইবনে আমের এই কিছুদিন পূর্বে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে মক্কায় এসেছিল। আমারা তাকে দেখে সমাদর ও আপ্যায়ন করলাম। মুহাম্মাদের কথা বুঝালাম। বললাম, সে আমাদের মাঝে দারুণ অশান্তি সৃষ্টি করেছে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের ঐক্য ও ঐতিহ্যে কুঠারাঘাত করেছে। আপনি একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ। তথাপি স্বনামধন্য কবি ও গোত্রপতি। তার যাদুময় কথা আপনাকে যেকোন সময় মোহগ্রস্ত করতে পারে। এতে আপনার দারুণ ক্ষতি হবে। সে আমাদের কথা মেনে নিল। শুধু তাই নয়, কানে তুলা দিয়ে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে গেল। কিন্তু একবার সে অসতর্কভাবে ক্বাবা যিয়ারত করতে গিয়ে দেখল, মুহাম্মাদ প্রার্থনারত। তারপর কি হল বলতে পারব না। সে মুহাম্মাদের সাথে দু'চারটি কথা বলল। মুহাম্মাদ তাকে কুরআনের বাণী শুনাল। তারপরই তুফাইলের আক্কেল পাল্টে গেল। সে তখনই মুসলমান হল। কয়েকদিন তার কাছে থেকে কী যেন তালীম নিল।

তারপর তার গোত্রে ফিরে গেল।

Scanned by CamScanner

সে একজন স্বভাবকবি। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অভাব নেই তার মাথায়। ভাষার যাদু বলে মুহূর্তেই সে মানুষকে মোহিত করে তোলে। শুনেছি ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে সে মুহাম্মাদ থেকে এক যাদু নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার লাঠির মাথায় এক উজ্জ্বল প্রদীপের আলো লোকেরা দেখতে পেয়েছিল। ইতোমধ্যে সে তার পরিবারের সবাইকে মুসলমান বানিয়েছে। তারপর তারা গোত্রের প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। এখনো তার কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চলছে।

উপস্থিত জনৈক শ্রোতার কণ্ঠ চিরে কর্কশ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। বলল, তাহলে সত্যই তোমরা মুহাম্মাদকে ধরে রাখতে পারবে না। না, না, তা হতেই পারে না। আজকেই এর একটা চূড়ান্ত ফায়সালা নিতে হবে।

অগ্নিঝরা আরেকটি কণ্ঠ ভেসে এল। আরে ঐ বৃদ্ধ আবু তালেবের জন্যই তো কিছু করা যাচ্ছে না। তাকে কিছুতেই আমরা বাগে আনতে পারছি না। ভাতিজার দিকেই তার সব টান। আর বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব তাকে আশকারা দিচ্ছে। আমরা একবার এক প্রস্তাব নিয়ে বনু হাশিমের কাছে গেলাম। বললাম, মুহাম্মাদ যে অনাসৃষ্টি বাঁধিয়েছে তোমরা সবাই তা জান। তাই আমরা একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। মুহাম্মাদের রক্তের বিনিময় আমাদের নিকট যতগুণ বেশি চাইবে আমরা তা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বনু হাশেম তাতে নারাজ। তারপর আমরা আবু তালেবের নিকট গেলাম। বললাম, কুরাইশের যেই যুবককেই আপনার পছন্দ হয় তাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করুন আর মুহাম্মাদকে আমাদের নিকট সমর্পণ করুন। কিন্তু আবু তালেব তাতে রাজি হল না। বরং রোষভরা কণ্ঠে বলল, আমার ভাতিজাকে তোমরা হত্যা করবে আর আমি কিনা অন্যের ছেলেকে নিয়ে ভাতিজার আশা মিটাবো, তা হতে পারে না।

এতোক্ষণ পর আবু জাহেল মুখ খুলল। শান্ত তার কণ্ঠ। নেতাসুলভ তার বচনভঙ্গি। বলল, তার বিরুদ্ধে আমাদের দৈহিক বল প্রয়োগ ও আর্থিক বল প্রয়োগ এখনো ফলপ্রসূ হয়নি। আমরা উভয় ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে চলেছি। কিন্তু তাতে হতাশ হলে চলবে না। বিজয়

Scanned by CamScanner

আমাদের হতেই হবে। তোমাদের জানা আছে, আমি একবার ক্বাবা গৃহেই প্রার্থনারত মুহাম্মাদের মাথা পাথর মেরে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। আমার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। উমর তার বিরুদ্ধে কতো কঠোর ছিল তোমরা তা জান। সে-ই তো একা বেরিয়েছিল মুহাম্মাদকে হত্যা করতে। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার! সে এখন তাঁর অনুসারী। এই তো গতকাল আমি তার এক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলাম। বলতে ইতস্তত করছি। হয়তো তোমরা হাসাহাসি করবে। পাগল বলবে।

আবু সুফিয়ানের মুখে শ্লেষভরা মুচকি হাসি। বলল, আচ্ছা, আবারো তুমি মুহাম্মাদের কবলে পড়েছিলে?

আবু জাহেল বলল, হ্যাঁ ভাই। গতকাল আমি তাকে আমার গৃহে দেখলাম। আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। বলল, কী? একেবারে তোমার গৃহে। সে আবার কেমন কথা!?

আসওয়াদ ইবনে আবদে গাওসের অট্টহাসির আওয়াজ শুনা গেল। সবার দৃষ্টি আবু সুফিয়ানকে ছেড়ে তার দিকেই ছুটল। সে বলল, হ্যাঁ মুহাম্মাদ আবু জাহেলের বাড়ীতে সত্যই গিয়েছিল। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।

আবু জাহেল অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বলল, আচ্ছা, তাই নাকি! তাহলে তোমার ঘটনাটিই আগে বল। তারপর আমি বলব।

আসওয়াদ বলল, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আবু জাহেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বৈঠকখানায় তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে এক বেদুঈন এল। চেহারায় ফ্যাকাশে ভাব। বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার ছায়া। বলল, নিশ্চয় আপনারা আবু জাহেলের বন্ধু। আমার জন্য কি একটু সুপারিশ করবেন? আবু জাহেল আমার থেকে একটি উট ক্রয় করেছিল। কিন্তু দিবো দিচ্ছি করে এখনো তার দাম পরিশোধ করছে না। আমি তার টাকাটা পেলেই গোত্রে ফিরে যাবো। তাই আপনারা তাকে একটু অনুরোধ করলে তিনি হয়তো আমার টাকাটা দিয়ে দিবেন।

Scanned by CamScanner

বেদুঈনের সাথে যখন কথা হচ্ছিল ঠিক তখনই দেখলাম, মুহাম্মাদ কিছুটা দূরে হাটা-হাটি করছে। দুষ্টুমির একটা বাতিক আমার মাথায় চেপে বসল। বললাম, আরে ভায়া, ঐ যে লোকটা দেখছো না, ঐ তার কাছে যাও। আবু জাহেলের গালাগালি সম্পর্কে তাকে গিয়ে বল। দেখবে কী মজা! আবু জাহেল তোমার টাকা না দিয়ে কূল-কিনারাও পাবে না।

স্থুল বুদ্ধির বেদুঈন আমার রসিকতা বুঝল না। তৎক্ষণাৎ সে মুহাম্মাদের নিকট ছুটে গেল এবং তাকে তার পাওনা টাকাগুলো আদায় করে দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাল। আমরা তাদের কথাবার্তা শুনছিলাম। মুহাম্মাদ বেদুঈনকে আশ্বাস দিয়ে সাথে নিয়ে এগিয়ে এল। আমরাও মনে করেছিলাম, হয়তো বেদুঈনকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে সে ফিরে যাবে। কিন্তু না, আমাদের সাথে সে কোন কথাই বলল না। আমাদের অতিক্রম করে সোজা আবু জাহেলের ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনলাম।

ঃ আবু জাহেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে?

ঃ আমি মুহাম্মাদ।

দরজাটি সামান্য ফাঁক করে আবু জাহেল বাইরে উঁকি দিল। মুহাম্মদ বলল, এই লোকটির পাওনা টাকা শীঘ্রই দিয়ে দাও। আবু জাহেলের কণ্ঠে ভয়ার্ত সুর ফুটে উঠল। এখনই দিয়ে দিচ্ছি বলে অন্দরে চলে গেল।

মুহাম্মাদ ও বেদুঈন দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই আবু জাহেল টাকার একটি থলে নিয়ে উপস্থিত হল এবং বেদুঈনকে থলেটি দিয়ে সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিল।

মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করল, সব টাকা পেলে তো?

বেদুঈন গুণে বলল, হ্যাঁ, সব পেয়েছি। তারপর বেদুঈন মুহাম্মাদকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। আমরা আবু জাহেলের কাণ্ড দেখে নির্বাক। দীর্ঘক্ষণ আমাদের চোখের তারায় বিস্ময়ের ঘোর লেগে

Scanned by CamScanner

রইল। অবশেষে বাধ্য হয়ে চোখে দেখা এ অবিশ্বাস্য বিষয়টি আমাদের বিশ্বাস করতে হল।

এরপর আবু জাহেলের কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, ঘটনার বাকি অংশটুকু বলছি। আমি যখন মুহাম্মাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তখন অন্তরে ভীষণ ভয়ের উপস্থিতি অনুভব করলাম। শরীর যেন আমার অবাধ্য হয়ে কাঁপছে। মাত্র কয়েকদিন আগে পঠিত মুহাম্মাদের ঐ আয়াতটির কথা আমার মনে পড়ে গেল।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

"ঐ দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন আমি ভয়ঙ্করভাবে পাকড়াও করব। নিশ্চয় সেদিন আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।"

(সূরা দুখান ঃ ১৬)

এ আয়াতটি আমার মনে ভেসে উঠার সাথে সাথে আমি দরজা খুলে দিলাম। তারপর যা দেখলাম তাতে আমি রীতিমতো ভড়কে গেলাম। হৃদয় আমার শুকিয়ে চৌচির। দেখলাম, মুহাম্মাদের মাথার উপর একটা উষ্ট্রের বিরাট ভয়ঙ্কর মাথা। জ্বলজ্বল করছে তার গোলাকার চোখ দু'টি। রোষ কষায়িত দৃষ্টিসহ সেই মাথাটি আমার দিকে চেয়ে দাঁত কিড়মিড় করছে।

লাত আর উয্যার কসম করে বলছি, যদি আমি তাকে মন্দ কিছু বলতাম বা অপমান করার চেষ্টা করতাম তাহলে আমার আর রক্ষা ছিল না। উষ্ট্রের ঐ মাথাটি আমাকে ছিঁড়ে ফেলত। টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলত।

আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে একরাশ বিরক্তি। বলল, আমিও লাত আর উয্যার কসম করে বলছি, আসলে তখন উষ্ট্রের মাথা আর দাঁত বলতে কিছুই ছিল না। তোমার মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আজেবাজে কি সব চিন্তা করতে তাই হয়তো তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

সর্দার গোছের আরেকজন লোক নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। বলল, শোন আবু সুফিয়ান, আমার একটি কথা আছে। কিন্তু তার কথা ছাপিয়ে উৎবার কণ্ঠ সবার কানে গিয়ে পৌঁছল। সে বলল, তুমি

Scanned by CamScanner

ঠিকই বলেছ। আবু জাহেলের মত মক্কার হাজারো মানুষের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ফলে মুহাম্মাদ সহজেই তাদের ভক্ত বানাচ্ছে। টেনে নিয়ে তার দলে ভিড়াচ্ছে। এমন কি কাবা প্রাঙ্গনে এসে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার সাহস পাচ্ছে। এ কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে। সময়ের সঠিক পদক্ষেপ আজই নিতে হবে।

অশান্ত মক্কা নগরীকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা পর্যালোচনা চলল। মক্কার এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণবৈঠকের সবাই আজ একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে রাজি।

পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা আজ বদ্ধপরিকর। যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী দিতে স্বতঃস্ফূর্ত। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর্থ-সামাজিকভাবে কঠোর বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করা হয়। চুক্তিনামার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

১. মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের মাঝে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না।

২. তাদের নিকট থেকে কোন কিছু ক্রয় করা যাবে না।

৩. তাদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক আদান-প্রদান করা যাবে না।

৪. কেউ তাদের সাথে কারো কন্যাকে বিয়ে দিবে না বা তাদের কন্যাকে বিয়ে করবে না।

উপস্থিত সবাই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করল। তারপর আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এক বিরাট মিছিলসহ কাবা প্রাঙ্গনে এল এবং কাবা গৃহে চুক্তিনামাটি টাঙ্গিয়ে দিল ও চুক্তিনামা মেনে চলার জন্য মূর্তির সামনে গিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করল।

* * * *

শুরু হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে বয়কট। সত্যের বিরুদ্ধে বাতিলের আগ্রাসী অভিযান। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরী শক্তির সম্মিলিত আক্রমণ। মুশরিকরা তাদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় অটল অবিচল। চারদিক

Scanned by CamScanner

থেকে খাদ্য সামগ্রীর আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ দুঃখ কষ্টের মাঝে দিন কাটতে লাগল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেল। তাই বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে ডেকে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হল, শহর থেকে কিছুটা বাইরে আবু তালিব উপত্যকায় সংঘবদ্ধভাবে থাকতে পারলে বিপদ কিছুটা কম হবে। গোপনে খাদ্যদ্রব্যেরও ব্যবস্থা সম্ভব হবে। তাই বৃদ্ধ আবু তালিবের নেতৃত্বে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের লোকেরা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীরা সেখানে আত্মনির্বাসন গ্রহণ করলেন।

আবু তালিব উপত্যকায় একটি ছোট অট্টালিকা ছিল। তার আশে পাশে তাবু টাঙ্গিয়ে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে তারা কালাতিপাত করতে লাগলেন। শহরের বন্ধু স্বজনরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাঝেমধ্যে খাবার নিয়ে আসতো। সবাই মিলে তা বন্টন করে খেত। দিনে দিনে তাদের খাবার সরবরাহ হ্রাস পেতে লাগল। ফলে আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাস আরো অটল-অবিচল হতে লাগল। সকাল-সন্ধ্যায় কুরআন তিলাওয়াতের মোহনীয় গুঞ্জন উপত্যকার আকাশ-বাতাসকে আরো মোহময় করে তুলল। জামাতে নামায ও তারপর দু'আয় রোনাজারির ফলে শরীর যতই দুর্বল হোক না, মনোবল তাদের শতগুণ বৃদ্ধি পেল। ঈমানী শক্তি দুর্দমনীয় হয়ে উঠল।

এদিকে কাফের সর্দাররা আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করল। আবু তালেব উপত্যকার চারপাশে দিবা-নিশি প্রহরা বসাল। কেউ খাবার নিয়ে সেদিকে গেলে তার খাবার ছিনিয়ে নেয়। কেউ অবরুদ্ধ কারো সাথে দেখা করতে চাইলে তাকে বেদম প্রহার করে। ফলে খাদ্য সরবরাহের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষুধার্ত শিশু-কিশোরদের কান্নার আওয়াজে উপত্যকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে এল। গাছের ছাল, পাতা ইত্যাদি খেয়ে তারা কোন রকমে প্রাণ প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, এক রাতে আমি পেশাব করতে বাইরে গেলাম। পথে উটের এক টুকরা শুষ্ক চামড়া কুড়িয়ে পেলাম। আমি তা এনে

Scanned by CamScanner

পানি দ্বারা ধুয়ে পরিস্কার করলাম। তারপর আগুনে পুড়ে পিশে ছাতু বানিয়ে ফেললাম এবং তিনদিন পর্যন্ত তা খেয়ে রইলাম।

এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হতে হতে প্রায় তিনটি বৎসর কেটে যাওয়ার উপক্রম হল। খাবার পানীয়ের অভাবে সবাই দুর্বল, শীর্ণকায়, রোগাক্রান্ত। কিন্তু ঈমানী বলে তারা বলিয়ান। দ্বীনের জন্য, ঈমান ও ইসলামের জন্য তারা যে কোন কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তবুও ঈমান ও ইসলামকে ছাড়তে তারা প্রস্তুত নয়। এভাবে আল্লাহ বিশ্বনেতৃত্ব সাহাবায়ে কেরামের হাতে তুলে দেয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করেছিলেন। ঈমানী বলে বলিয়ান করে তোলেছিলেন।

এদিকে মক্কার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ঘরে বাইরে সর্বত্র সবার মুখে মুসলমানদের আলোচনা। চলতে চলতে পরিচিত দু'জনের দেখা হলে একে অপরকে বলে, আরে ভাই, আমার তো মনে হয়, মুহাম্মাদের অনুরাসীরা নিশ্চয়ই স্বর্গীয়। যদি তা না হত, তাহলে তারা এতো কষ্ট কীভাবে নীরবে সয়ে যাচ্ছে।

উত্তরে অপরজন বলে, আরে ভাই, আমিও তো তাই বিশ্বাস করি। আমি ঐ উপত্যকা ঘুরতে গিয়ে মুসলমানদের নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি ধর্ম-কর্ম দেখে খুব বিমুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছি। তারপর সে ইনিয়ে-বিনিয়ে তার বর্ণনা দিতে লাগল।

একদিনের ঘটনা হাকীম ইবনে হিশাম তার ফুফু খাদীজা রা. এর জন্য কিছু খাবার নিয়ে উপত্যকার দিকে যাচ্ছিল। কাকতালীয়ভাবে পথিমধ্যে আবু জাহেলের সাথে দেখা। আবু জাহেল তো খাবারসহ তাকে দেখেই আগুন। ক্ষীপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। রে হাকীম, তুই বুঝি বনু হাশেমের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিস? আমি তোকে যেতে দিব না। সবার সামনে তোকে লাঞ্ছিত করে তবে ছাড়ব। ইতোমধ্যে আবুল বুখতারী এসে উপস্থিত। সব শুনে সে আবু জাহেলকে বলল, এ কেমন কথা, এক ব্যক্তি তার ফুফুর জন্য কিছু খাবার নিয়ে যাবে আর তুমি কি না তাকে বাঁধা দিচ্ছো। এতো ভারী অন্যায়।

Scanned by CamScanner

আবুল বুখতারীর কথা শুনে আবু জাহেল অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করল। এদিকে গালাগালি আর বচসার আওয়াজ পেয়ে হামজা রা. এসে অদূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। আবু জাহেলের অশ্লীল গালাগালি সহ্য করতে না পেরে আবুল বুখতারী দৌড়ে একটি উটের হাড় কুড়িয়ে এনে আবু জাহেলের মাথায় আঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করে চলে গেল। লজ্জিত আবু জাহেল। লাঞ্ছিত আবু জাহেল। আড়নয়নে হামযা রা. কে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় লাঞ্ছনায় একেবারে কুঁকড়ে গেল। বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে মক্কায় ফিরে এল।

হিশাম ইবনে আমর। দয়া মায়ায় ভরা তার হৃদয়। মানুষের দুঃখে দুঃখী। মানুষের সুখে সুখী। মানুষের কল্যাণ ও সেবাসাধনই তার প্রধান ধর্ম। মুসলমানদের এই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, জর্জরিত। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। তবুও তার ভাবনার যেন শেষ নেই। একদিন ভাবতে ভাবতে তার মনে এল, আমরা ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী পরিজন নিয়ে কতো সুখে দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু আমাদের অদূরে আবু তালেব উপত্যকার ঐ নির্বাসিত মানুষগুলো কতো অমানুষিক কষ্ট ভোগ করছে। ক্ষুধায় ক্ষুধায় বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের দেহ। চোখ কোটরে বসে গেছে। আহ্, তাদের সাথে কতই না আন্তরিকতা ছিল। দু'চোখের তারায় পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি ভেসে উঠল। হৃদয় চিরে কান্না বেরিয়ে এল। চোখ ফেটে অশ্রুর ধারা নেমে এল। আর ভাবতে পারল না। দারুণ অস্থির ও বেকারার অবস্থায় সারাটা দিন কাটল। রাতের আঁধারে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য নিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই আবার মক্কায় ফিরে এল। মুসলমানদের করুণ দশা স্বচক্ষে দেখে সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। শপথ করল, যে করেই হোক মুসলমানদের এ অবরোধ থেকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে।

মক্কায় পৌঁছে সে তার বন্ধু যুহাইরের নিকট গেল। আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল, বন্ধু যুহাইর, তোমার মাতা আতিকা ও তোমার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দয়া ও সহমর্মিতার কথা আরবের সবাই জানে।

Scanned by CamScanner

তুমি কি ভুলে গেছো, তারা পক্ষিকুলের প্রতিও এমন দয়ালু ছিলেন যে, প্রত্যহ পাহাড়ের চূড়ায় খাবার রেখে আসতেন। তোমার শিরায় শিরায় তো তাদেরই খুন বইছে। তুমিও তো তেমনি সহমর্মী। কিন্তু কীভাবে তুমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছো আর তোমার মামার বংশের লোকেরা ঐ উপত্যকায় না খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে? কোথায় তোমার বীরত্ব? কোথায় তোমার দয়া-মায়া আর সহানুভূতির দাবী? শোন! যদি আবু জাহেলের মামাদের বিরুদ্ধে আরবের লোকেরা এই বয়কট করত তাহলে কিন্তু আবু জাহেল কিছুতেই তা মেনে নিত না।

যুহাইরের কণ্ঠে অসহায়ত্বের সুর। বলল, আমিও এ বিষয়ে চিন্তা করে করে মরমে মরছি। কিন্তু আমি একা, কী করব? ভেবে কোন কূল পাচ্ছি না।

হিশাম বলল, বেশ তাহলে তুমি প্রস্তুত থাক। আমি যাচ্ছি। দেখি কী করা যায়। তোমার কিন্তু আমার সাথে থাকতে হবে। এরপর সে মুতইম, আবুল বুখতারী ও জাম'আর নিকট পর্যায়ক্রমে গিয়ে একই আলোচনার অবতারণা করল। তারপর তারা একত্রে বসল। গভীর রাত পর্যন্ত গোপনে বৈঠক করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, ঐ চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলতে হবে। যুহাইর যেমন নির্ভীক ঠিক তেমনি বাগ্মী। কথার ফুলঝুড়িতে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিজের অনুসারী বানিয়ে ফেলে। সে বলল, আগামীকাল সকালে কাবা প্রাঙ্গনে কুরাইশ সর্দাররা ও অন্যান্য লোকেরা সমবেত হলে আমিই আলোচনা শুরু করব।

পরদিন কাবা চত্বরে তুমুল হট্টগোল শুরু হল। দূর দূরান্ত পর্যন্ত বচসার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। তার সূচনা করেছিল যুহাইর। কাবা চত্বরে যখন লোক সমাগম শুরু হয়েছে, তখন যুহাইর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল। উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, ভাইয়েরা আমার, হে মক্কার অধিবাসীরা, আমাদের এ কেমন বিচার? আমরা সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি, মূল্যবান কাপড় পরছি, অথচ আমাদের ভাইয়েরা বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের লোকেরা খাবারের অভাবে আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা হতে পারে না। আমরা কিছুতেই এ কাজের

Scanned by CamScanner

সমর্থন করতে পারি না। আল্লাহর কসম, ঐ চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত আমি আর শান্ত হচ্ছি না।

বন্ধুগণ, যারা ভাল কথা বলে, ভাল কাজ করে, যারা ধনীর ধন গরীবের মাঝে বিলিয়ে দিতে বলে, যারা দাসকে মুক্ত করতে উৎসাহিত করে, যারা দুর্বলকে সাহায্য করে তারা অনাহারে বুভুক্ষু অবস্থায় আমাদের সামনে মৃত্যুবরণ করবে; তা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ভাইয়েরা আমার, কুরাইশের দশটি গোত্রের পাঁচটি গোত্র মুহাম্মাদের দলে যোগ দিয়েছে। তারা এমন মহান ব্যক্তির অনুসরণ করছে যার সত্যতা ও সত্যবাদিতা সর্বজন সুবিদিত। সুতরাং এ চুক্তিপত্র আর অক্ষত রাখা যায় না।

যুহাইরের ভাষণ চলাকালেই আবু জাহেল এসে উপস্থিত হল। যুহাইরের কথাগুলো আবু জাহেলের কানে অগ্নিবর্ষণ করল। সাথে সাথে তার সারা গায় আগুন ধরে গেল। চিৎকার করে উঠল, কিছুতেই এ চুক্তিপত্র ছিঁড়তে দিব না।

আবু জাহেলের কথা বাতাসের গায়ে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জাম'আর উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, আল্লাহর কসম, আমরা তা ছিঁড়ে ফেলব। এ চুক্তিপত্র লিখার সময় আমরা তাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। এরপরই আবুল বুখতারীর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শোনা গেল। চিৎকার করে বলল, জাম'আ ঠিক বলেছে। আমরা তাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। মুত্‌ইমের কণ্ঠ শোনা গেল। অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলল, এরা সত্য কথা বলেছে। আমরাও রাজি ছিলাম না। এবার হিশাম বলল, আমরা সবাই একমত, এ নির্যাতন, এ নিপীড়ন আর হতে পারবে না। ঐ চুক্তিপত্র আমরা ছিঁড়ে ফেলব।

আবু জাহেল বিস্ময়াহত, হতবাক। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এদিক, সেদিক, চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল। না, তার পক্ষে কথা বলার যে কেউ নেই। সে আজ দারুণ অসহায়। হতাশায় ভরা তার কণ্ঠ । বলল, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এটা রাতের ষড়যন্ত্রের ফসল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ আবু তালেব উপত্যকার দিক থেকে কাবা প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে এলেন। সবার দৃষ্টি তার উপর গিয়ে পড়তেই

Scanned by CamScanner

সবাই নীরব হয়ে গেল। যেন কবরের নীরবতা নেমে এল কাবা প্রাঙ্গণে। সবাই বৃদ্ধ আবু তালেবের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে আরো এগিয়ে এলেন আবু তালেব। একেবারে জনতার নিকট এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ভাইয়েরা আমার! আমি আজ একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদের নিকট হাজির হয়েছি। মুহাম্মাদ আমার ভাতিজা। আপনারা সবাই তাকে চিনেন। সে কখনো মিথ্যে বলেনি। তার কোন কথা বা কাজ আজো মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। আজ সে আমাকে বলেছে, আপনারা যে চুক্তিপত্র লিখেছেন তাতে লিপিবদ্ধ আল্লাহর নাম ছাড়া আর বাকি সব লেখা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। আমি এখন আপনাদের নিকট একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, যদি মুহাম্মাদের কথা সত্য হয়, তাহলে এ নির্মম নিপীড়ন ও অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। আর যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আমি তাকে আপনাদের নিকট সমর্পণ করব। আপনারা তাকে যা ইচ্ছে করতে পারবেন। তাকে মেরে ফেললেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

আবু তালেবের কথায় সমবেত জনতার মাঝে এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। সমস্বরে চিৎকার করে সবাই বলল, "আবু তালেব ঠিক বলেছে। আবু তালেব ঠিক বলেছে। সবাইকে তা মানতে হবে। মানতে হবে।"

স্বতঃস্ফূর্ত জনতার আনন্দ-ধ্বনি পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল। জনতার দল এবার আবু তালেবকে সাথে নিয়ে কাবার দিকে এগিয়ে গেল। হিশাম আজ দারুণ আনন্দিত। তার মনের কামনা, হৃদয়ের তামান্না বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তাই সে চুক্তিনামাটি সহস্তে ছিড়তে দারুণ তৎপর। অত্যন্ত উৎসাহী। কিন্তু চুক্তিনামাটি উঁচু স্থানে টাঙ্গানো। একজন তার দু'হাত একত্রিত করল। হিশাম তাতে পা রেখে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে একটানে চুক্তিনামাটি নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। ঘিরে ধরল তাকে উৎসুক জনতা। সবাই চুক্তিনামাটির হালত দেখতে উদ্বেল।

আবুল বুখতারী চিৎকার করে বলল, দেখ, দেখ, পোকা মাকড় আল্লাহর নাম ছাড়া আর বাকি সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

Scanned by CamScanner

হিশাম বলল, মুহাম্মদ তো একথাই বলেছে।

নাঙ্গা তরবারি ঘুরাতে ঘুরাতে যুহাইর আনন্দে অধীর হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "সত্যবাদী মুহাম্মাদ। আল আমীন মুহাম্মাদ। সত্যবাদী মুহাম্মাদ। আল আমীন মুহাম্মাদ।"

যুহাইরের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা বলে উঠল, সত্যবাদী মুহাম্মাদ। আল আমীন মুহাম্মাদ। সত্যবাদী মুহাম্মাদ। আল আমীন মুহাম্মাদ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।
২. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।
৩. তারীখে তবারী, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।
৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা।
৫. সীরাতে মুস্তফা, ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।
৬. বিশ্বনবী, ১৩২ পৃষ্ঠা।
৭. বিশ্বনবী মুহাম্মাদ, ১০০ পৃষ্ঠা।

Scanned by CamScanner

ক্ষুদে মুজাহিদ

বিস্তৃত মরু প্রান্তর। যেদিকে চোখ যায় শুধু বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উপলখণ্ড। দুপুরের অগ্নিতাপে বালুকণাগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো দুরন্ত বাতাসের সাথে দাপাদাপি, ছুটোছুটি করে। আবার বিকেলের স্নিগ্ধ শীতলতায় হিমেল বায়ু-প্রবাহ ছুটে বেড়ায়।

এই তাপদগ্ধতা আর স্নিগ্ধ শীতলতার কোলে ছোট একটি মরুদ্যান। মদীনা নগরী। খর্জুর বৃক্ষের সবুজ প্রান্তরের বুকে বহু কষ্ট-ক্লেশ, বহু চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

শুক্লপক্ষ। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মুখে তার নিটোল হাসি। নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী। ঊর্ধ্বলোকের বাতায়ন খুলে তারারা পিটপিট করে তাকিয়ে আছে। শুভ্র মেঘালারা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। অজানা তাদের উদ্দেশ্য। এ স্নিগ্ধ স্বর্গীয় সুষমায় সিক্ত মদীনা নগরীও তখন ঘুমে অচেতন। ক্রমে রাত গড়িয়ে সুবহে সাদিক হল। পূর্বাকাশ আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

ঠিক তখন অপসৃয়মান অন্ধকারের বুক চিড়ে একটি দরাজ কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল মদীনার অলিতে গলিতে। "হে মুজাহিদরা, হে রাসূলের সাহাবীরা, ইসলাম আজ বড় দুর্দিনে। তোমাদের উষ্ণ রক্তে ধন্য হতে চাইছে। শত্রুরা ইসলামকে স্তব্ধ করতে সমবেত হয়েছে। তাই জিহাদে চলো ....., জি-হা-দে চ-লো...।" বিলাল রা. এর দরাজ ডাকে অচেতন মদীনা নগরী শিউরে উঠল। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিলাল রা. এর কণ্ঠস্বর ক্রমে দূরে বহু দূরে মিলিয়ে গেল।

পথের বাঁকে এক জীর্ণ কুটিরে এক বিধবা মহিলা একমাত্র পুত্র সন্তানকে বুকে নিয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল। বিলাল রা. এর কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জিহাদের ডাকে হৃদয়টা ছাঁৎ করে উঠল। অশ্রুভারে চক্ষুদ্বয় ঝাঁপসা হয়ে এল। মানসপটে ভেসে উঠল প্রাণপ্রিয় স্বামীর বিদায় লগ্নের স্মৃতি বিজড়িত মুহূর্তগুলো। শাণিত তরবারি তুলে

Scanned by CamScanner

দিচ্ছিল স্বামীর হাতে। বর্ম পরিয়ে দিলেন নিজ হাতে। তারপর অশ্বের পদাঘাতে ধূলিঝড় উড়িয়ে বিদায় নিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন বদর অভিমুখে।

কিন্তু তারপর আর তিনি ফিরে আসেন নি। শহীদের খুনরাঙ্গা আবরণে ফিরে এসেছিল তাঁর লাশ। তখনো তাঁর অধরে লেগেছিল অপূর্ব জান্নাতী হাসির ঝিলিক, রক্তে ছিল জান্নাতের খোশবু। হায়! তিনি আজ বহু দূরে জান্নাতের অশেষ নিয়ামতে। চির সুখী তিনি। কিন্তু আমি...? আমি বুঝি চির বিরহিনী, চির দুঃখিনী হয়েই থাকব।

কল্পনার অসহ্য যাতনায় দুচোখ ছেপে অশ্রু ঝরতে লাগল। ডুকরে কেঁদে উঠল বিধবা মহিলাটি। অশ্রুর উষ্ণ পরশে, গুমরে উঠা কান্নার গমকে এতিম বালকটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। হতবিহ্বল হয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। নিষ্পলক নেত্রে মায়ের মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো। তারপর কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল, মা, কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার? আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। ওষ্ঠাধর কাঁপতে লাগলো। আর কিছুই বলতে পারল না।

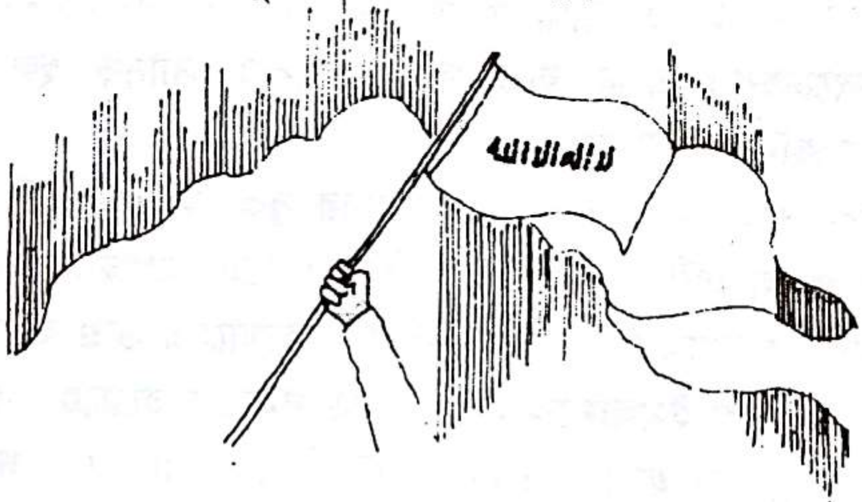

মা ছেলের কপালে গভীর মমত্বের চুমু এঁকে দিলেন। সস্নেহে মাথার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, বাবা, আজ ইসলামের দুর্দিন। জিহাদের ডাক এসেছে। তোর আব্বা থাকলে তাঁকে জিহাদে পাঠাতাম। তিনি আজ দুনিয়াতে নেই। আর তুই তো ছোট বালক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে কাকে পাঠাব?

Scanned by CamScanner

বালকটি শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এজন্য কি কাঁদতে হয় মা! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে নিয়ে চলুন। যদি তিনি আমাকে জিহাদের জন্য কবুল করেন, তবে তো তা মহাসৌভাগ্য। আর যদি ফিরিয়ে দেন, তবে সওয়াব থেকে তো আপনি বঞ্চিত হবেন না। ছেলের কথায় মায়ের অবারিত হৃদয়পট খুলে স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দারুণ আনন্দিত হলেন। চুমু খেলেন। স্বস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

ফজরের পর মসজিদ চত্বরে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। সারিবদ্ধ মুজাহিদ দলের পাশে নবীন মুজাহিদদের একটি ক্ষুদে দলও উপস্থিত। এরা বয়সে ছোট হলেও বুকে তাদের অসীম সাহস। চোখে-মুখে তাদের বীরত্বের ছাপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সেনাপতি। আল্লাহ তাদের পরিচালক। ফেরেশতা তাদের সহায়ক। সুতরাং বিজয় তো তাদেরই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। কিশোর মুজাহিদদের আদরে-সোহাগে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এমন সময় বিধবা মহিলাটি তাঁর ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত। আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে তাঁর মন। আলো-আঁধারের এক অপূর্ব মিলন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মুখাবয়বে। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বললেন,

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ছেলেটি আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার আর কোন সন্তান নেই। ওর পিতা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাই এখন আমার আন্তরিক নিবেদন, দয়া করে ওকে জিহাদে নিলে আমি কিয়ামত দিবসে মুজাহিদদের মায়ের সাথে দাঁড়াতে পারতাম।”

ত্যাগের দীপ্ত চেতনায় স্ফুরিত মহিলার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। সাহাবীরাও মুগ্ধ হলেন। শহীদ পিতার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ আবেগাপ্লুত হলেন। ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন। আদর করে চুমু খেলেন। তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, তুমি এখনো ছোট, তাই না? আরেকটু বড় হলে, যুবক হলে তোমাকে জিহাদে নিয়ে যাব।

Scanned by CamScanner

ছেলেটি তখন আবেদনের স্বরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আম্মা যখন চুলায় আগুন ধরান তখন ছোট ছোট খড়িগুলো আগে দেন, সুতরাং আমিও কি জিহাদের ময়দানে একটি ছোট খড়ি হতে পারব না?

ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা ও উচ্ছ্বসিত আবেগে রাসূল দারুণ বিস্মিত হলেন। সাহাবীদেরও একই অবস্থা। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ ছেলেটির মুখপানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একরাশ প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর চোখের তারা। আনন্দে মধুর হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বললেন, হে ভাগ্যবতী নারী, ফিরে যাও। ফিরে যাও। আল্লাহ তোমার ছেলেকে কবুল করেছেন। তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কিয়ামত দিবসে মুজাহিদদের মায়েদের সাথেই থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মাসিক ইকরা, (আরবী)
২য় সংখ্যা, ৩য় পৃষ্ঠা।

Scanned by CamScanner

কিশোরদের জিহাদ

ধূলিঝড় উড়িয়ে মক্কা থেকে সশস্ত্র এক হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে। জিঘাংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাদের চোখের তারায় তারায়। তীর গতিতে এগিয়ে আসছে। তাদের ইচ্ছা, মুসলমানদের নির্মূল করা। অরক্ষিত শহর মদীনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা। মক্কার সর্দার, সাক্ষাৎ ইবলিসের দোসর আবু জাহেল ইবনে হিশাম তাদের সেনাপতি।

বাতাসের পিঠে চড়ে সংবাদটি চোখের পলকে গোটা মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার কানে কানে গিয়ে পৌঁছল। শিশু-কিশোররাও শুনল। সবার মুখে মুখে এ খবর। নানা জল্পনা-কল্পনা এসে এ সংবাদে যোগ দিল। কিন্তু কারো চেহারায় কোন ভয়-ভীতি, বা আতঙ্কের চিহ্ন নেই। মদীনার লোকেরা মৃত্যুকে ভয় করে না। বরং মৃত্যুর সন্ধানে ছুটে। পরম উল্লাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। মৃত্যুর অমীয় সুধা পানে তারা পাগলপারা। কারণ এই মৃত্যু-সেতু পাড়ি দিলেই ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই। আর কোন কষ্ট নেই। আর কোন ঝক্কি-ঝামেলা নেই। সেখানে রয়েছে আল্লাহর চির সান্নিধ্য। হুর-গিলমান আর অফুরন্ত আনন্দ। আরো কত কী!

তাই মদীনার কিশোর-বালকদেরও আজ আনন্দের শেষ নেই। উল্লাসের কমতি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের অদূরে দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ করবে। আল্লাহর দুশমনদের শিরে আঘাত হানবে। বাতিলের কণ্ঠ চির স্তব্ধ করবে। হকের আওয়াজ বুলন্দ করবে। বুকে তাদের অনন্ত আশা। চোখে তাদের রঙ্গিন স্বপ্ন। চলাফেরা আর পদক্ষেপে বীর বীর ভাব। জিহাদের ডাকে তারাও ছুটে এল। হাতে তলোয়ার। পিঠে তীরাধার। চোখে শাহাদাতের অনন্ত পিয়াসা।

কারো কাছে বলা নেই। কারো কাছে কওয়া নেই। এসেই মসজিদে নববীর চত্বরে সাহাবীদের সারির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ল।

Scanned by CamScanner

জিহাদে তারা যাবেই। যুদ্ধ তারা করবেই। এমনই একটি বিশ্বাস, একটি ভাব তাদের চোখে-মুখে ওষ্ঠাধরে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আজ অন্য বেশে। অন্য পোশাকে। একজন বীর সেনাপতির বেশে। মাথায় শিরস্ত্রাণ। হাতে ঢাল-তলোয়ার। মুখভাব দারুণ কঠিন। তিনি আজ বাতিলের শিরকে অবনমিত করবেন-ই। তাই ইস্পাত-কঠিন তাঁর প্রতিজ্ঞা। দৃঢ় তাঁর পদক্ষেপ। রহস্যময় তাঁর চাউনি। কঠিন তাঁর হৃদয়।

মসজিদে নববীর চত্বর। চারদিকে থমথমে পরিবেশ। কোন সাড়া শব্দ নেই। নীরব-নিস্তব্ধ। রাসূলের দৃষ্টি এক পলকে চার দিক ঘুরে এল। নিখুঁত সন্ধানী দৃষ্টি। সেনাপতির সতর্ক চাউনি। সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চোখ বুলালেন। সাহাবীদের হৃদয়ের প্রতিজ্ঞা, স্পৃহা আর জিহাদের জয্বা অনুভব করলেন। তাঁর মাথাটি একটু দুলে উঠল। বললেন, হাঁ... এদের নিয়েই জিহাদে যাব। ঈমানের আলোয় উজ্জ্বল এদের হৃদয়। শাহাদাতের তামান্নায় অস্থির এদের অন্তর। এরাই আল্লাহর প্রতিশ্রুত বাহিনী। এরাই আল্লাহর রাহের একনিষ্ঠ সৈনিক।

পরক্ষণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা আনন্দে আলোকময় হয়ে উঠল। যেন দিবসের আগমনী বার্তা নিয়ে পূর্বাকাশ সুবহে সাদেকের আলোয় ফক্‌ফক্‌ করে উঠেছে। বিস্ময় বিমুগ্ধতায় যেন তিনি তন্ময়। আচ্ছা, কিশোর-বালকরাও বুঝি জিহাদে যাবে! ঐ তো সারির ফাঁকে ফাঁকে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। এরা তো শক্ত করে তলোয়ারও ধরতে পারবে না। আহ্‌ কী নির্মল পবিত্র এদের মন! কী কুসুম-কোমল আর পেলব এদের হৃদয়! নব কিশলয়ের কচি কাণ্ডের মতই তো এদের শরীর। তবুও আকাশ ছুঁইছুঁই এদের আশা। ইস্পাত-কঠিন এদের প্রতিজ্ঞা। এরা বাতিলের উদ্ধত শিরকে পদানত করবে। ইসলামের বিজয় ডংকা নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু এখনো যে এদের সময় আসেনি। এরা তো ভবিষ্যতের সৈনিক। এরা অনাগত দিনের দুর্দম নির্ভীক মুজাহিদ। এরা রিজার্ভ ফোর্স। ভবিষ্যতে এরা ইসলামের মানচিত্রকে সুদূর দিগন্তে নিয়ে

Scanned by CamScanner

যাবে। শান্তির অমীয় বাণী প্রচার করবে পৃথিবীর সব দেশে। চির শৃঙ্খলিত মানবতাকে মুক্ত করবে। স্বাধীন করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। কিশোরদের কাছে ডাকলেন। খুব আদর করলেন। সে আদরে কোন খাঁদ নেই। কোন খুঁত নেই। মুঠি মুঠি স্নেহ-মমতা তাদের মাথায় ঢেলে দিলেন। মায়াময় মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, তোমরা তো এখনো অনেক ছোট। আর জিহাদ তো বড়দের কাজ। এখন বড়রা জিহাদ করবে। যুদ্ধ করবে। তোমরা বড় হলে তোমাদেরকেও জিহাদে নিয়ে যাব। যুদ্ধে নিয়ে যাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোমল মোলায়েম কথাগুলো তাদের কচি হৃদয়কে আলিঙ্গন করল। তারা তাদের মাথা দুলালো। সত্যিই তো আমরা অনেক ছোট। তলোয়ার নিয়ে জিহাদের শক্তি আমাদের নেই। তাহলে বড় হলেই আমরা রাসূলের সাথে জিহাদে যাব।

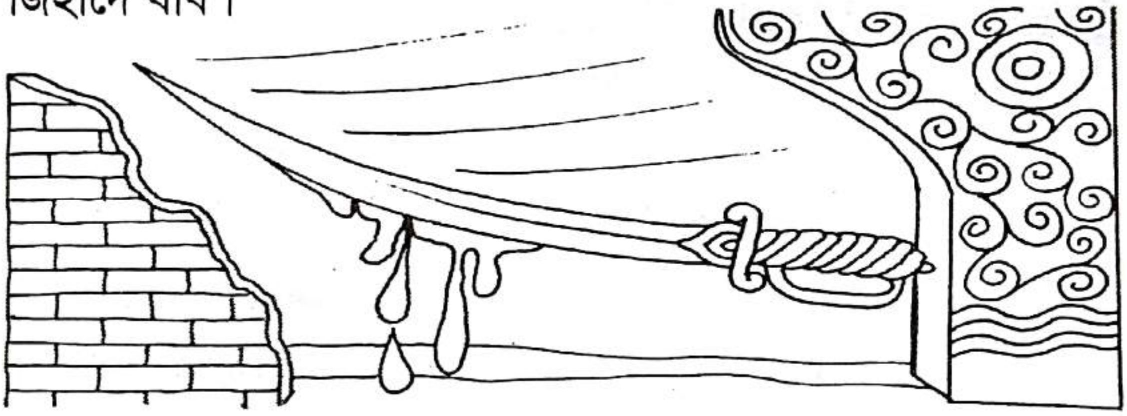

প্রত্যাশার ঝলমলে আনন্দ-রেখা তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল। তারা আবার যার যার বাড়িতে ফিরে চলল। তারা এখন হরিণছানার মত উল্লসিত, আনন্দিত, উৎফুল্ল। আনন্দে উতলা তাদের মন-প্রাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলেছেন, তোমরাই আগামী দিনের সৈনিক। ভবিষ্যতের সিপাহ্সালার।

কিন্তু সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এর ছোট ভাই উমাইর ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এর বয়স তখন মাত্র ছ'বৎসর। তিনি বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও ফিরিয়ে দিবেন। তাই আত্মগোপন করে মুজাহিদদের মাঝে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাসূলের দৃষ্টির অগোচরে থাকা অসম্ভব।

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে কাছে ডাকলেন। তাকেও সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করে ফিরে যেতে বললেন। উমাইর কোন প্রতিবাদ করলেন না। টু'শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু তার দু'চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। শাহাদাতের স্পৃহায় মন তার উতলা। হৃদয় তার ভারাক্রান্ত। অন্তর তার অস্থির। অবস্থা দেখে রাসূলের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। ফলে এ যুদ্ধেই জিহাদ করতে করতে তিনি শাহাদাতের শরাব পান করলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২. আস সিরাতুন নাবাবীয়্যাহ, সৈয়দ আবুল হাসান নদভী কর্তৃক রচিত, ২১৭পৃষ্ঠা।

Scanned by CamScanner

দুই কিশোরের বীরত্ব

আবু জাহেল। এই গলীজ নামটি শুনলেই হৃদয় ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে নিশপিশ করতে থাকে। শিরায় শিরায় রক্তেরা যেন মিছিল করতে করতে মস্তিস্কের দিকে ধাবিত হয়। তাদের এক দাবী, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে। কারণ সে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর দুশমন। প্রাণের শত্রু। মক্কায় তাকে মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেয়নি। শান্তি দেয়নি। অসহায় সাহাবীদের নির্মমভাবে মেরেছে। নির্যাতন করেছে। অনেককে শহীদ করেছে।

বাইতুল্লাহ। আল্লাহর ঘর। এই ঘরের স্নিগ্ধ মনোরম চত্বর সবার জন্য উন্মুক্ত। সবার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানে মারামারি কাটাকাটি নিষেধ। হত্যা-বিগ্রহ নিষেধ। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ চত্বরে উপস্থিত হলেন। নামায পড়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন। মক্কার কাফেরদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করবেন। রুকুর পর সিজদায় গিয়ে আত্মহারা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাসবীহ পাঠ করছিলেন, ঠিক তখন এই দুরাত্মা, এই নরাধম উপস্থিত হল। হাতে উটের এক ইয়া বড় ভূঁড়ি। সে তা রাসূলের মাথায় চেপে দিল। সংবাদ শুনে হযরত ফাতেমা রা. ছুটে এলেন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন।

আরেকদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখে দম্ভভরে শাসিয়ে বলল, শোন হে আবু তালেবের ভাতিজা, আবার যদি তোমাকে বাইতুল্লায় সেজদারত পাই, তাহলে আর মোটেই সহ্য করব না। তোমার দফা চিরতরে রফা করে ছাড়ব। এ ধরনের হাজারো নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনী শুনে শুনে মদীনার কিশোর, যুবক আর নারী-পুরুষরা এ পাপিষ্ঠের উপর দারুণ ক্ষিপ্ত।

Scanned by CamScanner

সবাই এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করে বীরত্বের শিরোপা অর্জন করতে দারুণ আগ্রহী।

বদর যুদ্ধে তাদের সেই অপূর্ব সুযোগ এসে গেল। আবু জাহেল একেবারে মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হল। সাথে তার হাজারের উর্ধ্বে মক্কার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। প্রত্যেকে বল্লম, নেজা, আর বর্মে সজ্জিত। এ বিরাট শক্তির সেনাপতি স্বয়ং আবু জাহেল। তার ইচ্ছা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, সাহাবীদেরকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়া। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে চিরতরে রহিত করা। হিদায়াতের আলোকমালাকে নিভিয়ে দেয়া।

তাদের এ সৈন্যবল, অস্ত্রবল দেখে সাহাবীরা কিন্তু তাদের মনোবল হারিয়ে ফেললেন না। তারাও দৃঢ় পদে এগিয়ে এলেন। সংখ্যায় তারা মাত্র তিনশত তের জন। তাদের কাছে গোনা কয়েকটি তরবারি। একটি মাত্র ঘোড়া। কারো হাতে শক্ত লাঠিও শোভা পাচ্ছে। কিন্তু তবুও তারা নির্ভীক। অকুতোভয়। প্রশান্তি আর স্ফুর্তির এক অপূর্ব মউজ তরঙ্গায়িত হচ্ছে তাদের চোখে-মুখে, ওষ্ঠাধরে।

সত্য-মিথ্যার এ লড়াই শুরু হবে হবে অবস্থা। ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের কাতার তৈরি হচ্ছে। সত্যের সৈনিক আর মিথ্যার ধ্বজাধারী মুশরিকদের বাহিনী মুখোমুখি। ঠিক তখন আনসারী দুই কিশোর ধীর গতিতে এসে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর দু'পাশে দাঁড়াল। একজন ডান পাশে, আরেকজন বাম পাশে। হাতে শাণিত তরবারি। উজ্জ্বল দীপ্ত ললাট। সাহসিকতা আর বীরত্বের দ্যুতি তাঁদের চোখের তারায়। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। ভাবতে লাগলেন, দুই পুঁচকে ছেলে কোত্থেকে এসে দু'পাশে দাঁড়াল? দুই বীর যোদ্ধা হলেই না তিনজন মিলে কাফেরদের তাড়িয়ে নেয়া যেত। যুদ্ধের সাধ তাদের চিরতরে মিটিয়ে দেয়া সম্ভব হত। দুশ্চিন্তার এক হালকা মেঘ খণ্ড তার মনের আকাশে উড়তে লাগল। ঠিক তখন একজনের ক্ষীণ অথচ উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠ তাঁর কানে ভেসে এল। বলল, চাচা, আবু জাহেলকে কি আপনি চিনেন? আমি শপথ করেছি, তাকে হত্যা না করে মদীনায় ফিরব না। কিন্তু আমি তো তাকে চিনি না। আমাকে একটু চিনিয়ে দিবেন কি? আমি তাকে

Scanned by CamScanner

আশ্বাস দিতে না দিতেই অপরজনও আমাকে সেই একই ধরনের প্রশ্ন করল। আমি তাঁকেও আশ্বাস দিলাম।

যুদ্ধ শুরু হল। মরণপণ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সহসা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. অদূরেই আবু জাহেলকে দেখতে পেলেন। তিনি আর দেরি করলেন না। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ তো আবু জাহেল। অমনিই ধক্ করে জ্বলে উঠল তাদের চক্ষুদ্বয়। শাণিত তরবারি শক্ত হাতে ধরে বাজপাখির ন্যায় দু'জনেই ছুটে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই কিশোরের উপর্যুপরি আক্রমণের তোড়ে পাপিষ্ঠ আর স্থির থাকতে পারল না। ধপাস্ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল। শরীরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গভীর-অগভীর বহু ক্ষতস্থান। গোটা দেহ থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

আবু জাহেল মুমূর্ষু। রাসূলের দুশমন ও শয়তানের বন্ধু আবু জাহেলকে ধরাশয়ী করেছে। মক্কায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিপীড়নে নির্যাতনে জর্জরিত করেছিল সে এখন বদরের মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ দৃশ্য তাদের হৃদয়ে আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দিল। তারা এখন অধীর, খুশীতে আটখানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আনন্দের সংবাদ দিতে ছুটে এল।

তাঁরা পৌঁছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদের বললেন, তোমাদের মাঝে কে আছে যে গিয়ে আবু জাহেলের নির্মম পরিণতি দেখে আসবে?

এদিকে শাণিত তরবারি নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ফিরে আসছিলেন। এদিকে সেদিকে কাফেরদের মৃতদেহ, কর্তিত অঙ্গ। সতর্ক পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল একটি মুমূর্ষু অবয়বের দিকে। সার্চ লাইটের মত প্রখর দৃষ্টি তাঁর আরো প্রখর হয়ে গেল। আরে! এতো কাফের সর্দার আবু জাহেল। এগিয়ে গেলেন। আরো এগিয়ে গেলেন। একেবারে শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালেন। তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে ভরা তাঁর কণ্ঠ। বললেন, আরে! তুই না সেই আবু জাহেল? তোর এই পরিণতি!

Scanned by CamScanner

আবু জাহেলের মিথ্যা অহমিকা আর অহঙ্কার উসকে উঠল। শ্যেণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। দম্ভ আর গর্বে ভরা কণ্ঠ । বলল, স্বগোত্রের কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাতে অন্যের গর্বের কী আছে?

অহঙ্কারী, দাম্ভিক ও দর্পিত আবু জাহেলের কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. দারুণ বিস্মিত হলেন। মুমূর্ষু মরণোন্মুখ এই মানুষটি এখনো দম্ভ আর দর্প ছাড়তে পারল না। ভাবনার দোলায় দোল খেতে খেতে তিনি সুদূর অতীতে চলে গেলেন। মনের আরশিতে একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল নির্যাতন, নিপীড়নের বেদনাবিধুর চিত্র। কিন্তু একটি চিত্র যেন তার মনের আরশিতে এসে নিশ্চল হল।

বাইতুল্লাহর স্নিগ্ধ মায়াময় চত্বর। শান্তির পরশে তাঁর হৃদয় প্রশান্ত। নির্জন সুনসান পরিবেশ। হৃদয়ে তাঁর প্রচুর আবেগ। ধীরে ধীরে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। আল্লাহর বাণী পাঠ করছেন। কী মধুর! কী মোহময়! মাঝে মাঝে তিনি আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন। আবার পড়ছেন। ঠিক তখন এই আবু জাহেল এসে উপস্থিত হল। যেন সাক্ষাৎ যম। সাথে তার কেউ নেই। কুরআনের আওয়াজ শুনেই সে আগুন হয়ে গেল। গা কাঁপতে লাগল। লাল চোখ দু'টি বুঝি এখনই কোটর থেকে লাফিয়ে পড়বে। অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে লাগল।

রাখাল ইবনে মাসউদ। খেটে খাওয়া মানুষ। মক্কার ধনী সর্দারদের কাজ করেই তার জীবন চলে। তাই নীরব রইলেন। কিছুই উত্তর দিলেন না। কিন্তু আবু জাহেলের একেকটি কথা যেন তীর হয়ে তার হৃদয়ে বিঁধতে লাগল। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। ধৈর্যের মাত্রাও শেষ হয়ে এল। তিনি চারদিকে একটি বারের মত চোখ বুলিয়ে নিলেন। না, আশে পাশে কেউ নেই। নির্জনতার এই মহা সুযোগ সাথে সাথে লুফে নিলেন। হঠাৎ তেড়ে এসে আবু জাহেলের গালে কষে দিলেন এক ভীষণ চড়। থতমত আবু জাহেল। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দু'চোখে তার শর্ষেফুল। এদিকে ইবনে মাসউদ রা. চম্পট। সাহাবীদের গোপন আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ দিলেন।

Scanned by CamScanner

ঘটনা শুনে সবাই হতবাক। আতঙ্কিত। ইবনে মাসউদ মেরেছে আবু জাহেলকে। হায় হায় আর তো রক্ষে নেই। জীবনটা বুঝি তার এখানেই শেষ হয়ে যাবে। সবার এক কথা। এক পরামর্শ। এক মুহূর্তের জন্যও আর মক্কায় থাকা যাবে না। পালাও। পালাও। এখনই আবিসিনিয়ায় হিজরত কর। ইবনে মাসউদ রা. ও বুঝলেন, এখনই যম তার পিছুপিছু ছুটে আসবে। তারপর যে কী হবে সে চিন্তায় তিনিও আতঙ্কিত। তাই এখনই তাঁকে পালাতে হবে। আবিসিনিয়ার হিজরত করতে হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেখে যে কোথাও মন যেতে চায় না। কিন্তু তবুও তার যেতেই হবে। পালাতেই হবে। সেই বিচ্ছেদ-বেদনার করুণ চিত্র তাকে ব্যাকুল করে তুলল। তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। আর সহ্য করতে পারলেন না। তলোয়ারের একটি আঘাতে আবু জাহেলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন।

খুশিতে ডগমগ দুই সহোদর কিশোর মায়াজ ও মুয়াজ। রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলেন। রাসূল তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। দারুণ বিমোহিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কে আবু জাহেলকে হত্যা করেছে? উভয়ে বলল আমি করেছি। আমি করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখি তোমাদের তরবারি দু'টি। তারপর তিনি তাদের রক্তাক্ত তরবারি দু'টিতে দৃষ্টি বুলালেন। ধীরে ধীরে এক ঝলক আনন্দ-দ্যুতি তাঁর দু'চোখের তারায় ফুটে উঠল। তিনি বললেন, সত্যই তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছো।

ইতোমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এলেন। হাতে একটি ছিন্ন মস্তক। বললেন, ইয়া রাসূলালাহ, এই তো আবু জাহেলের ছিন্ন মস্তক। রাসূল দেখলেন। আনন্দিত হলেন। বললেন, আল্লাহুল্লাজি লা ইলাহা গাইরুহু। আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই তাঁর শত্রুকে নিঃশেষ করেছেন। রাসূলের আনন্দে ইবনে মাসউদ রা. আনন্দিত হলেন। রাসূলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন 'আল্লাহুল্লাজি লা ইলাহা গাইরুহু।'

Scanned by CamScanner

রাসূলের চির দুশমন, আল্লাহর চির শত্রুর এই পরিণতি দেখে সাহাবীরাও খুশি হলেন। সবাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

তথ্যসূত্র ঃ
১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়ায়ে বদর অধ্যায়।
২. আস সিরাতুন নববীয়্যাহ, সৈয়দ আবু হাসান নদভী, পৃষ্ঠা নং ২২৪।

Scanned by CamScanner

বাহ্ কি চমৎকার!

রাসূলের এক সাহাবী। আনসারী সাহাবী। অত্যন্ত পূণ্যময় সাহাবী। ঈমান আনার পর থেকেই তিনি রাসূলের পাশে পাশে থাকেন। দূরে কোথাও যান না। নিয়মিত রাসূলের মজলিসে বসেন। নীরবে আত্মনিমগ্ন হয়ে রাসূলের উপদেশ-বাণী শুনেন। জান্নাতের কথা শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হন। চোখে-মুখে প্রশান্তির আভা ফুটে উঠে। আর জাহান্নামের কথা শুনে আঁতকে উঠেন। ভয়-ভীতি আর দুশ্চিন্তার কালো ছায়া তাঁর চেহারায় ফুটে উঠে। দুনিয়ার জিন্দেগী অসাড় মনে হয়। আবার জিহাদের ফযীলতের কথা শুনে শহীদ হওয়ার জন্য তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে কাঁদে। ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি হলেন উমাইর ইবনে হুমাম আল আনসারী রা.।

তাঁর জীবন ও সাধনা ছিল অত্যন্ত পূণ্যময়। ব্যক্তিগত জীবনে অন্যান্য সাহাবীদের মতো হলেও তিনি এমন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন যার কথা শুনলে সবাই চমকে উঠে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। আর মনে মনে তামান্না করে, হায় যদি সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতাম! সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারতাম।

অবশ্য তাঁর বৈশিষ্ট্যটি জীবনের শেষ মুহূর্তের সংঘটিত একটি ঈমানী ঘটনার সাথে ওতপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সেই ঘটনাটিই এখন বলছি।

বদরের ময়দান। ঈমান ও কুফরির, সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হবে আজ। শয়তান ও কুফরির পতাকাবাহী মক্কার প্রভাবশালী ও

Scanned by CamScanner

ঐশ্বর্যশালী নেতা আবু জাহেলের নেতৃত্বে এসেছে এক বিশাল বাহিনী। হাজারের বেশি সশস্ত্র যোদ্ধা। এদের দু'শ জনই দুর্বার অশ্বারোহী যোদ্ধা। ঢাল তলোয়ার আর তীর বল্লমের কোন কমতি নেই। কোন অভাব নেই।

অপর দিকে ঈমান ও তাওহীদের পতাকাবাহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব এসেছেন মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী। সাথে দু'টি ঘোড়া, ৭০টি উট আর নামেমাত্র কিছু ঢাল তলোয়ার। আবার কারো কারো হাতে গাছের শক্ত ডালও বিদ্যমান। বাহ্যিক অস্ত্র ও জনবলে তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় পরিদৃষ্ট হলেও ঈমানের বলে ছিল তাঁরা অত্যন্ত বলিয়ান। আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে তারা দারুণ শক্তিমান। তাই অন্তরে তাদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই যেন তাঁরা রণক্ষেত্রে নেমে এসেছেন। যুদ্ধ-ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সব কিছু পরিদর্শন করতে করতে এগিয়ে এলেন। সাহাবীদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি তার কুফরী শক্তির দিকে। তাদের জনবল ও অস্ত্রবলের দিকে। কিন্তু না, তেমন বিকার ঘটল না। কোন ভাবান্তর সৃষ্টি হল না। আল্লাহর সাহায্য ও নুসরাতের প্রত্যাশায় তিনি আজ চিন্তামুক্ত। তারপর তাঁর কণ্ঠ চিরে একটি উৎসাহমূলক বাণী বেরিয়ে এলো। উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যার প্রস্থ সপ্ত আকাশ আর পৃথিবী।'

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন হযরত উমাইর ইবনে হুমাম রা.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তা কি এমন এমন জান্নাত যার প্রস্থ সপ্ত আকাশ আর পৃথিবী?

প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে তাকালেন। উমাইরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি। বললেন, হ্যাঁ।

উত্তর শুনে উমাইর রা. এর অন্তরে আনন্দ আর উল্লাসের ফল্গুধারা উথলে উঠল। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কণ্ঠ চিরে উপচে পড়ল তার কণ্ঠস্বর। বললেন, বাহ্ ভারী চমৎকার!!

উমাইর রা. এর আনন্দ আর উৎফুলের অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় বিস্ময়। প্রশ্নবোধক চিহ্ন

Scanned by CamScanner

দেখা দিল। বিস্ময়ভরা কণ্ঠেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আরে উমাইর! এই কঠিন মুহূর্তে তুমি 'ভারী চমৎকার, ভারী চমৎকার' বলে চিৎকার করছো কেন? তোমার কী হয়েছে?

উমাইর রা. বললেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ, অন্য কোন কারণে নয়। তবে জান্নাতী হওয়ার আশায়-ই এমন আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনলেন এবং মুহূর্তে তিনি যেন এক সুদূরপ্রসারী তন্ময়তায় হারিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, তুমি জান্নাতী হে উমাইর,

জান্নাতের সুসংবাদে উমাইর রা. সত্যিই বিমুগ্ধ বিহ্বল হলেন। থলেতে রাখা খেজুর নিয়ে টপাটপ খেতে লাগলেন। কিন্তু না, বেশিক্ষণ খেতে পারলেন না। অস্থির কণ্ঠে বললেন, আরে এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকা তো দীর্ঘ জীবন। না আর দেরি নয়। তারপর খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

উমাইর ইবনে হুমাম রা. যেন এক ক্ষুধার্ত শার্দুল। ভীম বেগে আক্রমণ করে একের পর এক কাফেরকে ধরাশায়ী করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। সত্যই তিনি জান্নাতী হয়ে গেলেন।

এই উমাইর ইবনে হুমাম রা. ই ছিলেন আনসারী সাহাবীদের মাঝে সর্বপ্রথম শহীদ সাহাবী। তাঁর পূর্বে আনসারীদের মাঝে কেউ শহীদ হয়নি। এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাই মদীনার লোকেরা আজো তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার কবর জিয়ারত করে পূণ্য অর্জন করে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সহীহ মুসলিম।
২. হায়াতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।
৩. বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা।
৪. বায়হাকী, ৯ম খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।
৫. আল মুসতাদরাক লিল হাকীম, ৩য় খণ্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা।
৬. তাকাতুল কুবরা।

Scanned by CamScanner

মুজাহিদের দু'আ

মদীনার এক পল্লীতে বাস করতেন এক পঙ্গু সাহাবী। নাম আমর ইবনে জুমুহ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতেন। বড় কষ্ট হত। তাঁর ছিল চার ছেলে। সবাই নওজোয়ান। পেশীতে অফুরন্ত শক্তি। চেহারায় তাদের ঈমানের নির্মল দীপ্তি। দ্বীনের জন্য জীবন কুরবান করতে সদা প্রস্তুত। বাধার বিন্ধ্যাচল মাড়িয়ে তাওহীদের বাণী দিকদিগন্তে পৌঁছে দিতে সদা দুর্বার।

জিহাদে যেতে হবে। উহুদের যুদ্ধ। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত আলোড়ন শুরু করল। চনমনিয়ে উঠল গোটা দেহ। ছুটে এল পিতা-মাতার কাছে। অনুমতি প্রার্থনা করল বিনীত কণ্ঠে। তারপর তাঁরা ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল মসজিদে নববীর পথে।

পিতা ডাগর চোখ মেলে সে মধুর দৃশ্য অবলোকন করলেন। হৃদয় দিয়ে তাদের অন্তরের আবেগ, উষ্ণতা আর উত্তাপ অনুধাবন করলেন। আহ্, তাদের চোখ-মুখে ওষ্ঠাধরে শাহাদাতের এ কী কামনা! এ কী তামান্না! সত্যই রণবেশে যদি আজ তাহাদের সাথে যেতে পারতাম। ভাবতে ভাবতে মনটা তার অস্থির হয়ে উঠল। আহ্ ছেলেরা বুঝি আমার আগেই পরলোকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবে আর আমি এই বুড়ো বয়সেও দুনিয়ার মহব্বতের ঊর্মিমালায় হাবুডুবু খেতে থাকবো! দুনিয়ার বন্ধনকে ছাড়তে পারব না! অনুশোচনার এক মর্মজ্বালা তাকে অস্থির, বেকারার করে তুলল। নিজেই নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিরস্কার করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে দেখলেন তার বাড়ির সম্মুখ দিয়েই একটি কিশোর বালক মসজিদে নববীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। তরবারি বইতে পারছে না। তবুও ছুটছে জিহাদের উদ্দেশ্যে। বীর দর্পে।

বালকটির স্পৃহা, উচ্ছ্বাস আর মনোবল আমর ইবনে জুমুহ রা. কে আরো অধীর করে তুলল। আরো অস্থির করে তুলল। কিছুক্ষণ উঠানে পায়চারী করে ফিরে এলেন। দুঃসহ বেদনায় তার হৃদয় তখন মথিত।

Scanned by CamScanner

স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ওগো, শুনেছো, আমি কিন্তু জিহাদে যাচ্ছি। তুমি কী বল?

ঃ বারে, এ আবার কেমন কথা! এক পা নিয়ে যিনি একাই চলতে পারেন না, তিনি আবার জিহাদে যাবেন? ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

ঃ তাতে কী হয়েছে! দেখছো না, কিশোর বালকরাও জিহাদে যাচ্ছে; তাহলে আমি কেন ঘরে বসে থাকব?

ঃ আপনার চার ছেলে তো গেছে। তারাই তো যথেষ্ট। তা ছাড়া আপনি তো...

ঃ না-না, অমন কথা বলো না। আমি চাই, শহীদদের পতাকাতলে শামিল হতে। যারা নিজেদের খুনের বিনিময়ে শিরক ও কুফরের গাঢ় অন্ধকার দূর করবে। যারা তমসাচ্ছন্ন এই পৃথিবীকে তাওহীদ ও একত্ববাদের আলোকমালায় উদ্ভাসিত করবে।

ঃ বেশ যান, তবে একবার আপনার পা'টির কথা ভেবে দেখুন। তারপর...

ঃ চুপ থাকো। অমন অলক্ষুণে কথা কিন্তু আর মুখে আনবে না। জিহাদে আজ আমি যাবই যাব।

ঃ বেশ ভাল কথা। এক্ষুণি যান। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। তবে আমার মনে হয় আমি যেন দেখছি, আপনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসছেন।

ঃ স্ত্রীর রসিকতা আর পরিহাসপূর্ণ কথায় তার হৃদয়-তটে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ল। তারপরই আশার বর্ণালী প্রদীপ শিখা তাঁর নয়ন তারায় জ্বলে উঠল। তরবারি নিয়ে সোজা উঠানে এসে দাঁড়ালেন। অশ্রুছল্‌ছল্‌ তার চোখ। আবেগ আর কান্নার গমকে তিরতির করে কাঁপছে তার অধর।

দু'হাত তুললেন। হে আল্লাহ, হে আমার রব, আমাকে আর উহুদ প্রান্তর থেকে ফিরিয়ে এনো না। আমার শাহাদাতের পিয়াসা-জ্বালা তুমি চিরতরে শীতল কর।

উহুদ প্রান্তর। সারিবদ্ধ সাহাবীদের সাথে এসে দাঁড়ালেন সাহাবী আমর ইবনে জুমুহ রা.। তাওহীদী কাফেলার এক পঙ্গু সিপাহী। হৃদয়

Scanned by CamScanner

তাঁর ঈমানে টইটম্বুর। চোখে শাহাদাতের অনন্ত পিয়াসা। মুখে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হাতে ঝলমলে শাণিত তরবারি।

আবু তালহা রা. একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি বলেন, আমি আমর ইবনে জুমুহকে দেখলাম, বিপুল বিক্রমে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যূহ ভেদ করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি বলছেন, আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের পিয়াসী। আমি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী। তাঁর পিছুপিছু তার এক ছেলে খালেদও ছুটে গেল। মরণপণ যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা শহীদ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষ। চারদিকে থমথমে পরিবেশ। মদীনার আকাশ-বাতাস আজ শহীদ সাহাবীদের বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু তবুও সবাই প্রশান্ত। সবাই নিশ্চিন্ত। ছেলেকে হারিয়ে যখন মায়ের বুক খালি হয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে যখন স্ত্রী অভিভাবক শূন্য হয়েছে। সন্তানকে হারিয়ে পিতা একাকীত্বের যাতনা সইছে, তখনো তাঁরা প্রশান্ত। তখনো তাঁরা স্থিরচিত্ত। তাদের হৃদয়ে কিন্তু কোন গ্লানির অপছায়া নেই। কোন বিচ্ছেদ-বেদনার করুণ কান্না নেই।

আমর ইবনে জুমুহের স্ত্রী তার স্বামীর ও তার চার ছেলের শাহাদাতের সংবাদ শুনলেন। মনটা তার আনন্দের ফল্গুধারায় ভরে উঠল। বুকটা তার গর্বে উন্নত হল। ইস্ কী ভাগ্য! সে এখন চার শহীদের মা! শহীদ স্বামীর স্ত্রী! এ যে বিরাট মর্যাদা! কার ভাগ্যে এ মর্যাদা জুটে!

একটি উট নিয়ে উহুদ প্রান্তরে এলেন। শহীদ স্বামী আর সন্তানদের লাশ মদীনায় নিয়ে যাবেন। মদীনায় তাঁদের দাফন করবেন। তাঁদের লাশ তুলে যেই না উটটিকে মদীনার দিকে নিয়ে যেতে চাইলেন, অমনি বেঁকে বসল উট। মদীনার দিকে যায় না। মদীনার দিকে অগ্রসর হয় না। মেরে টেনেও তাকে মদীনার অভিমুখে নেয়া যাচ্ছে না। এখন কী করা! ভাবনার ঘোড়া ছুটাল অনেক দিকে। কিন্তু কোন লাভ হল না।

অবশেষে এলেন রাসূলের কাছে। উটের বিস্ময়কর কাণ্ডটি তার নিকট খুলে বললেন। রাসূল শুনে বিস্মিত হলেন। বিষন্নতায় ভরা চোখ মেলে মুক্ত আকাশের পানে তাকালেন। পেঁজা তুলোর মত শুভ্র

Scanned by CamScanner

মেঘমালা পেরিয়ে আকাশের নীলিমা ভেদ করে এক অজানা লোকে গিয়ে পৌঁছল তাঁর দৃষ্টি। তারপর মোহময় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর অধর জুড়ে। দুলে উঠল তাঁর শির।

বললেন ঃ হ্যাঁ... উটটিকে তো এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। আচ্ছা, জিহাদে যাওয়ার আগে সে কি কিছু বলে গেছে?

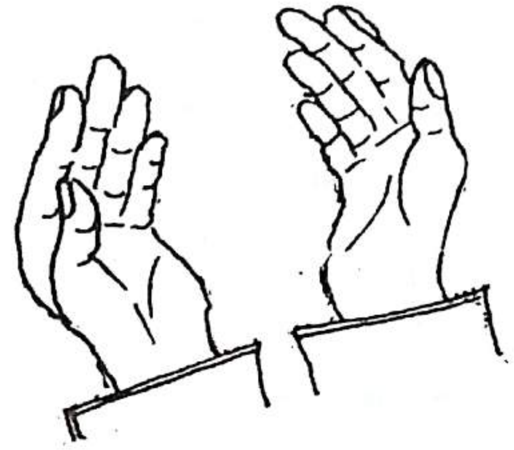

ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি দু'আ করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, হে আমার রব, আমাকে আর উহুদ প্রান্তর থেকে ফিরিয়ে এনো না।

মৃদু হাওয়ায় দোল খাওয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় রাসূলের শির আবার দুলে উঠল। বললেন, আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেছেন। তাঁর লাশ আর মদীনায় ফিরে যাবে না। সুতরাং হে বীর মহীয়সী, উহুদের রক্তাক্ত কোমল কোলেই তুমি তোমার স্বামীকে শুইয়ে দাও। সে এখানেই থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ছুয়ারুম মিন হায়িাতিস সাহাবা, ৭৬ পৃষ্ঠা।
দারুল আদব আল ইসলামী। মিশর।

Scanned by CamScanner

শুঁটকি সমাচার

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর গোটা আরবে শান্তির স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। সন্ধির শর্ত মোতাবেক ভালোয় ভালোয় দু'টি বৎসর কেটে গেল। কোন দ্বন্দ্ব নেই। কোন যুদ্ধ নেই। কোন রক্তপাত নেই। যেন অন্য জগত। আরেক দুনিয়া। মুসলমানদের ব্যবহার, আচার-আচরণ ও লেন-দেনে মুগ্ধ হয়ে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বময় ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য রোম ও পারস্য সম্রাটসহ পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত-পত্রসহ দূত প্রেরণ করলেন। ইসলাম এখন আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার আয়োজনে ব্যস্ত।

ইতোমধ্যে একদিন আমর ইবনে সালেম খুজায়ী মক্কা থেকে মদীনায় এসে উপস্থিত হল। এলোমেলো উস্কোখুস্কো চুল। দীর্ঘ সফরে বিধ্বস্ত চেহারা। মলিন বসন। ক্লিষ্ট মুখাবয়ব। কেঁদে কেঁদে রাসূলকে কুরাইশদের সন্ধিভঙ্গের কাহিনী শুনালেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা হোদায়বিয়ার সন্ধিতে আপনার সাথে থাকার কারণে কুরাইশরা বনু বকরের সাথে মিলে রাতের অন্ধকারে আমাদের পল্লীতে আক্রমণ করেছে। আমাদের নর-নারীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পবিত্র কাবা চত্বরে আশ্রয় নিয়েও আমরা রক্ষা পাই নি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনার সাহায্য কামনা করছি। আমরা এর সুবিচার চাই।

শান্তির নবী শান্তিকেই ভালবাসেন। তাই মক্কায় শান্তির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু তাতেও কোন ফলোদয় হল না। ফলে মক্কা আক্রমণ অনিবার্য হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন, কালক্ষেপণ করে কোন ফায়দা নেই। তাই অনতিবিলম্বে যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। সমস্ত আয়োজন চলছে। সৈন্য সংগ্রহও চলছে।

Scanned by CamScanner

অষ্টম হিজরীর রজব মাস। চর মারফত রাসূল সংবাদ পেলেন, কুরাইশদের এক বিরাট কাফেলা লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে যাচ্ছে। রাসূল ভাবলেন, মক্কায় আক্রমণের পূর্বে তাদের বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করে অর্থনৈতিকভাবে তাদের পঙ্গু করে দিতে হবে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? একটি বাহিনী প্রেরণে যে অর্থের প্রয়োজন, তার কিছুই যে রাসূলের নিকট নেই। তবুও রাসূল তাঁর ইচ্ছায় দৃঢ়। অত্যন্ত অনড়।

রাসূল তিনশত যোদ্ধার একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত করলেন। হযরত উমর রা.ও এ বাহিনীতে বিদ্যমান। মুহাজির ও আনসারদের থেকে বাছাই করে রাসূল এই বাহিনী প্রস্তুত করলেন। তারপর আবু উবাইদা রা.কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। সমুদ্রোপকূলে জুহাইনা গোত্রের আবাস। সেখানে যেতে হবে।

বিদায়লগ্নে রাসূল তাদেরকে এক থলে করে খেজুর দিলেন। দু'আ করে বললেন, আল্লাহ তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। মুজাহিদ বাহিনী যাত্রা শুরু করল। পথেই খাবারের সংকট দেখা দিল। তখন আবু উবাইদা রা. যার কাছে যতটুকু খাবার ছিল তা এনে একত্রিত করলেন। তারপর প্রত্যেককে দিনে একটি করে খেজুর খেতে দিতেন। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর তা-ও শেষ হয়ে গেল। এবার উপায়? কী খেয়ে জীবন ধারণ করবেন। একজন দু'জন হলে না হয় একটা ব্যবস্থা হত। তিনশত মানুষ। কোথা থেকে খাবারের ব্যবস্থা করবেন!?

আরব সর্দার কাইস ইবনে সা'আদ। দানশীলতায় তাঁর বেশ নামডাক। তিনি মদীনায় ফিরে মূল্য পরিশোধের শর্তে তিনটি উট ক্রয় করে খাবারের ব্যবস্থা করলেন। তার পরদিনও তা-ই করলেন। তার পরদিনও তাই করলেন। মাত্র তিন দিনে নয়টি উট শেষ হয়ে গেল। সেনাপতি আবু উবাইদা দেখলেন, এভাবে উট জবাহ হতে থাকলে মদীনায় ফিরে যাওয়ার বাহনও বাকি থাককে না। তাই তিনি উট জবাহ করতে নিষেধ করে দিলেন।

Scanned by CamScanner

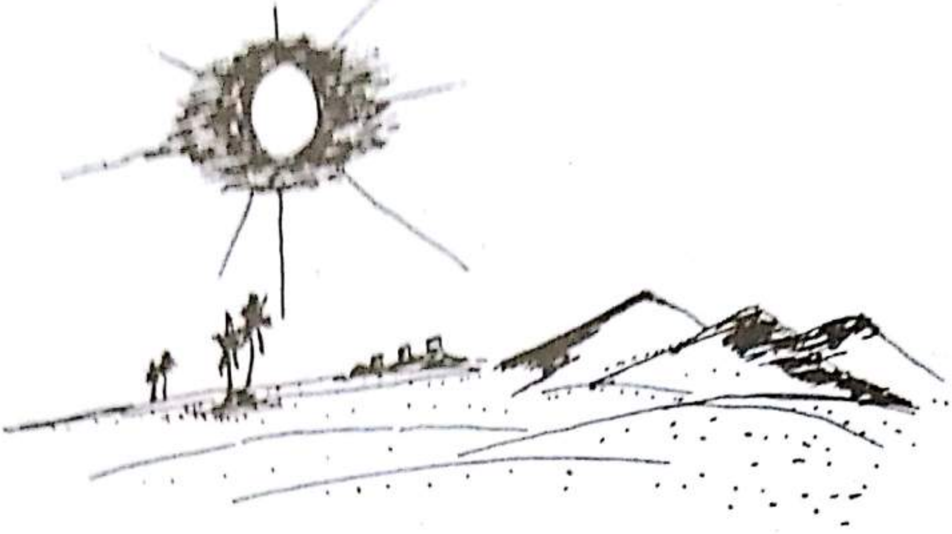

সবার মুখে মুখে এবার প্রশ্ন, তাহলে বাঁচার উপায় কী? বাহ্যিক কোন সমাধান না থাকলেও সমুদ্রোপকূলে তাদের পৌঁছতেই হবে। তাই যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

ক্ষুধায় অতিষ্ঠ সাহাবীরা তখন গাছের পাতা পেরে পেরে খেতে শুরু করলেন। ফলে মুখ ও মাড়ি ছিলে গেল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অবস্থা এতো কঠিন হল যে, গাছের পাতা খাওয়ার কারণে সাহাবীরা বকরি ও উটের ন্যায় কঠিন পায়খানা করতে লাগলেন। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। চলাফেরায় দারুণ কষ্ট অনুভূত হতে লাগল।

এভাবে চলতে চলতে তারা সমুদ্রোপকূলে গিয়ে পৌঁছলেন। সামনে লোহিত সাগর। দূরদিগন্ত থেকে বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার পর ঊর্মিমালা ধেয়ে এসে উপকূলে আছড়ে পড়ছে। শোঁ শোঁ রব তুলে বাতাস বয়ে চলছে। সমুদ্রের রং-বেরংয়ের পাখিরা ডানা মেলে ওড়ে ওড়ে এদিক সেদিকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিচিত্র রব তুলে ডাকছে। সে এক ভিন্ন জগৎ। মরু আরবের সাথে তার কোন মিল নেই। কোন সাদৃশ্য নেই।

হঠাৎ সমুদ্রের বুকে এক বিরাট তরঙ্গের সৃষ্টি হল। তীব্র গতিতে তা উপকূলের দিকে ছুটে এল। তরঙ্গটি ডাঙ্গায় উঠে আবার নেমে গেল। কিন্তু রেখে গেল বিরাট এক মাছ। সে কী বিশাল মাছ!! এ যেন মাছ নয়, চক্‌চকে বালির এক প্রকাণ্ড টিলা।

Scanned by CamScanner

বিস্মিত সাহাবায়ে কেরাম। বিস্ফারিত তাঁদের নেত্র। আল্লাহপ্রদত্ত অপ্রত্যাশিত এই নেয়ামত পেয়ে সাহাবীদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। খুশিতে তারা বাগবাগ। তিনশত সাহাবী আঠারো দিন সে মাছ খেলেন। অনেকে আবার তা টুকরো টুকরো করে শুঁটকি বানিয়ে থলে বোঝাই করে নিলেন। মাছ খেয়ে খেয়ে সাহাবীরা তাঁদের হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেল। চেহারায় অপসৃয়মান লাবণ্য ফিরে এলো।

ফিরে আসার পূর্বে আবু উবাইদা রা. সে মাছের কোটরে তেরজন সাহাবীকে বসিয়ে দিলেন। আর তার পাঁজরের কাটাকে দাঁড় করালেন। তারপর সবচেয়ে বড় উটে সবচেয়ে দীর্ঘ একজনকে বসিয়ে মাছের সেই পাঁজরের নিচ দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। মাথা নিচু না করেই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দতার সাথে সে চলে গেল।

এভাবে আঠারো দিন সমুদ্রপোকূলে থাকার পর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই তারা মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে যখন সেই মাছের কথা বললেন, তখন রাসূলের অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। হৃদয়ের আনন্দকে তিনি আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বললেন, সেটা আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক, তিনি তা তোমাদের দান করেছেন। আমাদের খাওয়ার জন্য সেই মাছের কিছু কি তোমাদের নিকট আছে?

জাবির রা. বলেন, তখন আমরা রাসূলকে সেই শুঁটকি দিলাম। তিনি তা অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে তৃপ্তির সাথে আহার করলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তবাকাতুল কুবা, ২য় খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা
২. সীরাতে মুস্তফা, ২য় খণ্ড, ৭৬৪ পৃষ্ঠা
৩. বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা
৪. হায়াতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৭-৪৬৯ পৃষ্ঠা

Scanned by CamScanner

অপূর্ব আপ্যায়ন

মদীনার আকাশে আবার অশান্তির ঘনঘটা। যুদ্ধের কালোমেঘ ক্রমশ ধেয়ে আসছে মদীনার দিকে। মক্কার অবিসংবাদিত নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী ছোট্ট নগরী মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে। সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে দারুণ আত্মবিশ্বাস। যেন নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কথা-বার্তায়, চলা-ফেরায় গর্বগর্ব ভাব। হিজাজের মানুষ ইতোপূর্বে এতো বিশাল বাহিনী দেখেনি। দশ হাজার যোদ্ধার বিশাল বাহিনী। তাই তাদের আত্মবিশ্বাস, এবার বিজয় তাদের পদ চুম্বন অবশ্যই করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ শুনে বিমর্ষ হলেন। এক আকাশ চিন্তা যেন তাঁর মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। এবার উপায়? কীভাবে এ বিশাল বাহিনীর আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষা করা যাবে? কীভাবে এদের প্রতিরোধ করা হবে? জরুরী, অত্যন্ত জরুরী পরামর্শ সভা ডাকলেন। বিশিষ্ট সাহাবীরা ছুটে এলেন। সবার চেহারায় উৎকণ্ঠা আর বিমর্ষের ছাপ। সবার মুখে মুখে একটি প্রশ্ন, এবার উপায়!

অনেকে অনেক মত পেশ করলেন। অবশেষে সালমান ফারসী রা. উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একজন বর্ষিয়ান সাহাবী। দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতায় শীর্ষস্থানীয়। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পারস্যের লোকেরা এ ধরণের পরিস্থিতিতে শহরের চতুর্পার্শ্বে পরিখা খনন করে জরুরী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। আমাদেরও এখন তা ছাড়া আর উপায় নেই।

তার কথা শেষ হতে না হতেই সবার মাথা নড়ে উঠল। সবাই সমর্থন জানালেন এ প্রস্তাবের। অবশেষে এটাই সিদ্ধান্ত হল।

তবে মদীনার চারদিকে পরিখা খননের প্রয়োজন নেই। পশ্চিম দিকে আলওয়া পর্বত। কাজেই ওদিকটা সুরক্ষিত। বাকি তিন দিকের সর্বত্রও খননের প্রয়োজন নেই। দূর্গ ও প্রাচীর দ্বারা কিছু স্থান পূর্ব থেকেই সুরক্ষিত। বাকি উন্মুক্ত স্থানগুলোর খনন কাজ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

হিসাব কষে দেখা গেল, প্রায় দশ হাত গভীর, দশ হাত প্রস্থ ও ছয় হাজার হাত দীর্ঘ পরিখা খনন করতে হবে।

প্রত্যুষে যখন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েনি, যখন ঝিরঝিরে শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এবং চোখে-মুখে হিমেল হাওয়ার আলতো ঝাপ্টা লাগছে, ঠিক তখন প্রায় তিন হাজার সাহাবী পরিখা খনন শুরু করলেন। প্রতি দশজনকে লম্বায় ৪০০ মিটার খননের দায়িত্ব দেয়া হল। সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ কোদাল দিয়ে মাটি খনন করছেন। কেউ ঝুড়িতে ভরছেন। কেউ তা দূরে ফেলে আসছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বসে নেই। তিনিও এটা সেটা করছেন। তদারকি করছেন। খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমরা পরিখা খনন করছিলাম। তখন হঠাৎ অত্যন্ত শক্ত ভূ-স্তর বেরিয়ে এল। কেউ তা খনন করতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন। সালমান ফারসী রা. কে সাথে নিয়ে এলেন। “আল্লাহু আকবার” বলে কোদাল দিয়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে তা ঝুরঝুরে বালু হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই ভূ-স্তরটিতে আঘাত করছিলেন, জাবির রা. তখন নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখলেন, রাসূলের পেটে পাথর বাঁধা। অসহনীয় ক্ষুধার কারণে তিনি তা করেছেন। হৃদয়টা তাঁর ছ্যাঁৎ করে উঠল। আহ! আল্লাহর রাসূলের এতো কষ্ট! দিনের পর দিন ক্ষুধায় কাতর থেকে অবশেষে অসহ্য হয়ে পেটে পাথর বেঁধেছেন। তিনি আর ভাবতে পারলেন না। এগিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন।

অনুমতি পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে এলেন। বুকে তাঁর দারুণ কষ্ট। স্ত্রীকে বললেন, আমি আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। তাই ছুটে এলাম। ঘরে কি কোন খাবার আছে? শুনেই তার স্ত্রীর চোখ ছানাবড়া। বলেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেটে পাথর

Scanned by CamScanner

বেঁধেছেন। স্ত্রী ছুটে গেল ঘরে। একটি চামড়ার থলে বের করে আনল। তাতে প্রায় তিন সের যব আছে। জাবির রা. বললেন, ছাগল ছানাটি আমি জবেহ করে আনছি। তুমি যব পিষতে থাক।

জাবির রা. বলেন, গোশত কেটে ডেকচিতে রেখে দেখলাম, স্ত্রীর যব পেশাও শেষ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে এলাম। আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অল্প কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। দু'একজনকে নিয়ে চলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকালেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর চোখে। আমার চেহারার রেখায় রেখায় তিনি যেন কী পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা জাবির, বলো তো কী পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছো?

জাবির রা. বলেন, আমার কণ্ঠ অত্যন্ত বিনীত। বললাম, একটি ছাগল ছানা জবেহ করেছি আর বাড়িতে এক সা' যব ছিল, আমার স্ত্রী তা পিষেছে।

আমার কথা শুনে রাসূলের চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল। বেশ উল্লসিত হলেন। বললেন, বাহ্ অনেক খাবার তো! দারুণ খাবার দেখছি!! বললেন, যাও, দ্রুত বাড়িতে ফিরে যাও। গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেকচিটি যেন চুলা থেকে না নামায়। আর রুটি বানানো আরম্ভ না করে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ কণ্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 'হে খন্দকের লোকেরা, সবাই এসো। জাবির আজ তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। মহা ভোজের আয়োজন করেছে। উঠ, চল তার ঐ ভোজসভায়।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা শুনে জাবির রা. বিচলিত হলেন। অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কি হতে কী হয়ে গেল তিনি কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু করার তো তাঁর কিছুই নেই। রাসূলের নির্দেশ, তাই দ্রুত বাড়ি পৌঁছলেন। স্ত্রীকে রাসূলের হুকুম দু'টি জানালেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির, আনসার ও অন্য সবাইকে আপ্যায়নের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছেন।

Scanned by CamScanner

এবার জাবির রা. এর স্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত ও অস্থির হলেন। বললেন হায়! হায়! একী কথা! আল্লাহর রাসূল এতগুলো লোক নিয়ে আসছেন, এখন কী হবে! ভাবতেই যেন তার চিন্তাশক্তি খেই হারিয়ে ফেলল। নিজেকে সংযত করে কঠিন কণ্ঠে স্বামীকে বলল, আচ্ছা বলতো, তুমি রাসূলকে কী বলেছিলে? কেন রাসূল এতগুলো মানুষ নিয়ে আসছেন?

জাবির রা. বললেন, তুমি যা বলতে বলেছিলে, ঠিক তা-ই বলেছি। আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা রাসূল কি তোমাকে খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন? জাবির রা. বললেন, হাঁ, করেছেন।

হঠাৎ ভোজবাজির মতো কি যেন হয়ে গেল। জাবির রা. এর স্ত্রী এবার যেন চিরশান্ত, কোন উত্তেজনা নেই। কোন শঙ্কা নেই। দুশ্চিন্তার কোন লেশ নেই। নিমিষে যেন সব কোথায় উবে গেছে। অত্যন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। নিশ্চয় এর পশ্চাতে একটা রহস্য আছে।

কিছুক্ষণ পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির, আনসার ও অন্যান্যদের নিয়ে জাবির রা. এর বাড়িতে পৌঁছলেন। জাবির রা. এর স্ত্রী মথানো আটা বের করে দিলেন। রাসূল তাতে বরকতের দু'আ করে ফুঁ দিলেন। তারপর গোশতের ডেকচিতে ফুঁ দিয়ে বরকতের দু'আ করলেন। এরপর বললেন, একজন মহিলা ডেকে আন। সে জাবিরের স্ত্রীর সাথে রুটি বানাবে।

তারপর রাসূল তন্দুর ঢেকে দিয়ে একপাশ থেকে কিছু রুটি বের করলেন। তারপর তা ঢেকে দিলেন। ডেকচির একপাশ একটু সরিয়ে পেয়ালা দিয়ে কিছু গোশত বের করলেন ও ডেকচিটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর রুটিগুলো টুকরো টুকরো করে তার উপর গোশত রেখে সাহাবীদের খেতে দিলেন। এভাবে রুটি গোশত বের করে করে সাহাবীদের পরিবেশন করতে লাগলেন। দলের পর দল আনসার, মুহাজির ও অন্যান্যদের পরিতৃপ্ত করে আপ্যায়ন করালেন। এক হাজার সাহাবী পরিতৃপ্ত হয়ে জাবির রা. এর বাড়ি থেকে ফিরে এলেন।

Scanned by CamScanner

জাবির রা. বলেন, আল্লাহর কসম, সকলের খাওয়া শেষ হওয়ার পরও আমাদের গোশতের ডেকচি টগবগ করে ফুটছিল আর ছানা আটা হতে রুটি তৈরি হচ্ছিল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হেসে জাবির রা. এর স্ত্রীকে বললেন, এবার তুমি নিজে আহার কর এবং প্রতিবেশীদের জন্য হাদিয়া পাঠাও।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা ৫৮৮- ৫৮৯
২. রিয়াজুস সালেহীন, হাদীস নং ৫১৮

Scanned by CamScanner

গেরিলা যুদ্ধ

এক, দুই, তিন, এভাবে দীর্ঘ ছয়টি বছর কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। একের পর এক কত ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটেছে। মক্কার কুরাইশদের সাথে বারবার যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মদীনায় ইসলাম তার আপন মহিমায় টিকে আছে। ইসলামের স্নিগ্ধ আলোতে মদীনার চারপাশ আলোকিত। শান্তির সুবাসিত সমীরণে চারদিক বিমুগ্ধ-বিমোহিত।

কিন্তু রাসূলের মনে যেন কিসের শূন্যতা বিরাজমান। বার বার যেন তাঁকে উদাস মনে হয়। কিসের চিন্তায় যেন তিনি মাঝেমধ্যে হারিয়ে যান। অনেক সাহাবীর মনের অবস্থাও তাই। নিশ্চিন্তে একাকী বসলেই জন্মভূমি মক্কার স্মৃতি একরে পর এক মানসপটে ভেসে ওঠে। চির স্নিগ্ধ কা'বার চত্বর। যমযম কূপের সেই সুপেয় পানি। সাফা-মারওয়ার সেই চির প্রাণবন্ত দৃশ্য। আবু কুবাইসের কোলে ভোরের পাখির কলকাকলি। আরও কত কি! একের পর এক স্মৃতিগুলো যখন মানসপটে ভেসে আসতে থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনমনা হয়ে যান। সাহাবীরাও ব্যাকুল-চঞ্চল হয়ে পড়েন। বাইতুল্লায় যিয়ারতের জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। খন্দক যুদ্ধের পর থেকে এ অবস্থা-ই রাসূলের ও তাঁর সাহাবীদের অন্তরে মরুর ঝড় তুলতে থাকে।

একদিন কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আর বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে পারব না?

সাহাবীদের এই প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে গভীর দাগ কাটল। হৃদয়ে তাঁর মরুর সাইমুম উঠল। চোখের কোণে তাঁর টলটলায়মান অশ্রু। হৃদয়ের বেদনা থেকে থেকে যেন হৃদয়কেই পিষ্ট করতে থাকে। কাঁপা কাঁপা জড়ানো তাঁর কণ্ঠ। বললেন, চিন্তিত হয়ো না। একটু সবুর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

Scanned by CamScanner

জিলকদ মাস। আরবের পবিত্র মাসগুলোর অন্যতম এই মাস। এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষেধ। পিতৃহন্তাকে হাতের মুঠোয় পেলেও কিছু করা যাবে না। কিছু বলা যাবে না। তাই এ মাসগুলোতে গোটা আরবে শান্তির সমীরণ প্রবাহিত হতে থাকে। যে কোন গোত্রের, যে কোন ধর্মের লোক এ সময়ে মক্কায় এসে হজপালন করতে পারে। বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে পারে। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে,

"তিনি মক্কায় প্রবেশ করে তার স্মৃতি বিজড়িত অলিগলিতে ঘুরছেন। বাইতুল্লাহ তওয়াফ করছেন।"

এ স্বপ্ন যেন তার হৃদয়ের আবেগকে শত ধারায় প্লাবিত করল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাহাবীদের মাঝে তা বর্ণনা করলেন। সাহাবীরা আবেগে আপুত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন, এই পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষেধ। সুতরাং এবারই হজে যেতে হবে।

মদীনার জরাজীর্ণ খেজুর পাতার ছাউনী দেয়া মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন, এ বছর হজে যাব। যারা যেতে চাও, প্রস্তুত হও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনক্ষণ স্থির করে দিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে সাজসাজ রব পড়ে গেল। সবাই ইহরামের কাপড় ধুয়ে পরিস্কার করে নিলেন। প্রয়োজনীয় পাথেয়রও ব্যবস্থা করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সবাই প্রস্তুত হয়ে এলেন। গোসল করে পূতপবিত্র হয়ে সাদা পোশাকে দেহ আবৃত করে উন্মুক্ত শিরে ১৫০০ সাহাবী সমবেত হলেন মদীনার এক উন্মুক্ত প্রান্তে। যেন উর্দ্ধলোকের ফেরেস্তাকুল আজ ধূলির ধরায় সমবেত। আল কাসওয়ার পৃষ্ঠ চড়ে এগিয়ে এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সে কী অপূর্ব দৃশ্য! লাব্বাইক! আল্লাহুম্মা লাব্বাইক!! এর ধ্বনি উঠল সাহাবীদের মুখে মুখে। ইথারের পরতে পরতে আন্দোলন সৃষ্টি করে সুদৃঢ় বিস্তৃত অঞ্চল প্রকম্পিত করে এগিয়ে চলল এই হজ কাফেলা। পরম প্রিয় রবের গৃহপানে মরুর বুক চিরে এগিয়ে চলল এই হজকাফেলা। সাথে

Scanned by CamScanner

কুরবানীর সত্তরটি উট। আত্মরক্ষার সামান্য অস্ত্র। হৃদয়ে কোন দুরভিসন্ধি নেই। হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতা নেই। লাভ-ক্ষতির চিন্তা নেই। আল্লাহর প্রেম, পরকালের চিন্তা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এর স্মৃতি বিজরিত বাইতুল্লাহর জিয়ারতের স্পৃহায় আকুলিত, উদ্বেলিত তাদের হৃদয়। রুক্ষ মরুর বুক চিরে কাটাগুল্ম আর পাথুরে অঞ্চল পশ্চাতে ফেলে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' এর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে এ পবিত্র কাফেলা এগিয়ে চলল।

হঠাৎ শান্ত মক্কা নগরী অশান্ত হয়ে উঠল। সর্বত্র ছুটোছুটি। সাজ সাজ রব। শাণিত অস্ত্রকে আরো শাণিত করা হচ্ছে। পবিত্র মাসের পবিত্রতা নষ্ট করতে মক্কার নেতৃবৃন্দ আজ বদ্ধপরিকর। যেভাবেই হোক মদীনার এই কাফেলাকে রোধ করতে হবে। দু'শ মরণপণ অশ্বরোহী যোদ্ধা নিমিষেই প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের চোখে চোখে আগুনের গোলা। হৃদয়ে হৃদয়ে হিংস্রতার নির্মমতা। খালিদ ও ইকরিমার নেতৃত্বে ধূলিঝড় উড়িয়ে তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। সুযোগ পেলেই আক্রমণ। পবিত্র কাফেলার নিরস্ত্র মানুষগুলোকে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। লাত, ওযযা আর মানাতের বিরুদ্ধে শক্তিকে ধূলিস্মাৎ করে ফেলতে হবে। এই তাদের পণ। এই তাদের প্রতিজ্ঞা।

'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' এর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে ওসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সংবাদ এল, মক্কার কুরাইশরা ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। কিছুতেই তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচলিত হলেন না। ঘাবড়ালেন না। বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। ভিন্ন পথ ধরে একেবারে মক্কার উপকণ্ঠে হোদায়বিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন। মক্কায় সংবাদ পৌঁছল। উত্তেজনা আরো তীব্র আকার ধারণ করল। সবাই রণসাজে সজ্জিত হয়ে নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় রইল।

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তির প্রায়াসী। যুদ্ধ হানাহানি তিনি পছন্দ করেন না। এর জন্য তিনি আসেনও নি। আল্লাহর ঘর যিয়ারত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করলেন। যুদ্ধ এড়িয়ে কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় এ চিন্তা, এ ভাবনাই তাঁর মাথায়। অবশেষে হযরত উসমান রা. কে দূতরূপে মক্কায় পাঠালেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কেউ তার প্রস্তাবে কর্ণপাত করল না। উপরন্ত তারা তাঁকে বন্দি করে রাখল।

উসমান রা. এর প্রত্যাবর্তনের যতই বিলম্ব ঘটতে লাগল, সাহাবীদের মাঝে ততই উদ্বেগ, আশঙ্কা বেড়ে চলল। ঠিক এ সময়ে সংবাদ পৌঁছল, হযরত উসমান রা. শহীদ হয়েছেন। সাহাবীরা মর্মাহত হলেন। হৃদয় তাঁদের উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন তাঁদের শিরায় শিরায় জ্বলে উঠল। মাংসপেশীগুলো যেন আজ আগ্নেয়গিরি। যে কোন সময় তার উত্তপ্ত লাভা সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এ হত্যা শুধুমাত্র হযরত উসমান রা. এর হত্যা নয়। এ হত্যা সত্য-মিথ্যার চিরন্তন সংঘাতের বিকাশ। এ আঘাতকে নীরবে সহ্য করা যাবে না। কিছুতেই মেনে নেয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবলা গাছের নিচে দাঁড়ালেন। সাহাবীরা তাঁর হাতে আমরণ জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এখন আর হজের পশু কুরবানী নয়। আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক-এর এই তো দাবী। আল্লাহ তো এটাই চান। সাহাবীদের মাঝে যখন চরম উত্তেজনা চলছে, ঠিক তখন হযরত উসমান রা. ফিরে এলেন।

বিশ্ব শান্তির মহান দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও সন্ধির প্রয়াস চালিয়ে গেলেন। অবশেষে কুরাইশ দলপতিগণ সন্ধি করতে রাজি হল। তারা সুহাইল ইবনে আমরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠাল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হযরত আলী রা. সন্ধিপত্র লেখা আরম্ভ করলেন। লিখলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অমনি সোহাইল চিৎকার করে উঠল। আরে, থামো, থামো। ঐ

Scanned by CamScanner

'রহমান' শব্দটি কি তা তো আমরা জানি না। বরং লিখ, বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা। সাহাবীদের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিলেন। তারপর বললেন, লিখ,

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ও কুরাইশদের মাঝে এক সন্ধি হচ্ছে।'

সুহাইল অমনি বাধা দিয়ে বলল, আমরা যদি বিশ্বাস করতাম, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমরা তাঁকে বাইতুল্লাহ যিয়ারতে বাধা দিতাম না। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হতাম না। বরং লিখ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। সুহাইল ইবনে আমরের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন। বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বললেও আমি কিন্তু আল্লাহর রাসূল। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর আমি যে আব্দুল্লাহর পুত্র একথাও মিথ্যা নয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে সেখানে "মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ" লিখতে আলী রা. কে নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী রা. তখন বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এই শব্দটি কাটতে পারব না। তারপর রাসূলকে দেখিয়ে দিলে তিনি নিজ হাতে তা কেটে ফেলেন। এরপর সন্ধির শর্তসমূহ লিখা হল।

'মুসলমানরা এবার উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবে। আগামী বৎসর এসে উমরা পালন করবে। আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণ অস্ত্র প্রয়োজন, তা-ই সাথে আনতে পারবে। তবে তা কোষবদ্ধ

অবস্থায় আনতে হবে।

মক্কার কোন ব্যক্তি মদীনায় মুসলমান হয়ে গেলেও তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। আর মদীনা থেকে কেউ চলে এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।'

মুসলমানরা এ প্রস্তাব শুনে বিস্ময়ে হতবাক। এ কেমন জুলুম! মুসলমান হয়ে মদীনায় এলেও তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে! অসম্ভব, কিছুতেই তা হতে পারে না।

বিষয়টি নিয়ে যখন উত্তপ্ত আলোচনা চলছে ঠিক তখন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল রা. লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায়

Scanned by CamScanner

হামাগুড়ি দিয়ে কোন মতে মুসলমানদের মাঝে উপস্থিত হলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে দীর্ঘদিন যাবত তাঁর উপর আত্মীয়-স্বজনরা নির্মম নির্যাতন করছিল। আজ সে পালিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরণাপন্ন হয়েছে।

আবু জান্দালকে দেখেই তার নিষ্ঠুর পিতা বেঁকে বসল। বলল, মুহাম্মাদ, সন্ধির শর্তসমূহের ব্যাপারে এবার তোমার আন্তরিকতার পরীক্ষা উপস্থিত। তুমি এখন আবু জান্দালকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখনও তো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়নি, তাকে আমাদের সাথে যেতে দাও। আমার খাতিরে তাকে মুক্ত করে দাও। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমরের হৃদয় একেবারে পাষাণ। কোন কিছুতেই তা নরম হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৃদয়ের আবেগ, উচ্ছ্বাস আর কান্নাকে হৃদয়ের গভীরেই চাপা দিয়ে বৃহৎ স্বার্থের কারণে ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে আবু জান্দালকে তিনি কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন। এদিকে আবু জান্দাল রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত শুনে কেঁদে কেঁদে আকুল। অশ্রুতে তার বুক ভেসে যায়। রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে থাকেন, হে মুসলিম ভাইয়েরা, আমাকে কি আবার মুশরিকদের নিপীড়নের জিন্দানখানায় ফিরিয়ে দিবে? অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত আমার দেহ কি তোমাদের হৃদয়ে একটুও দয়া হচ্ছে না?

আবু জান্দালের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে এল। সাহাবীদের হৃদয়ে কান্নার ঝড় বইতে লাগল। তাঁরা আর সহ্য করতে পারছিলেন না। পরিবেশ থমথমে। মাঝে মাঝে কান্নার চাপা আওয়াজ পরিবেশকে আরো অসহনীয় করে তুলছে।

ঠিক তখন উমর রা. বিগলিত অশ্রু মুছে এগিয়ে এলেন। রাসূলকে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি সত্য নবী নন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, আমি সত্য নবী।

Scanned by CamScanner

উমর রা. বললেন, আমরা কি সত্যের উপর নই আর আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার উপর নয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ...

উমর রা বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মে নীচুতা ও লাঞ্ছনার কালিমা লেপন করব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠ এবার আবেগে আপ্লুত। বললেন, শোন ওমর, আমি আল্লাহর রাসূল। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর আমি আল্লাহর অবাধ্যও হব না। নিশ্চয় তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সন্ধিচুক্তি মোতাবেক মক্কার কাফেররা আবু জান্দাল রা.কে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। তাঁর কান্না আর আর্তচিৎকারে হোদায়বিয়ার নিষ্প্রাণ নুড়িপাথরগুলোও অঝোরে কাঁদল। আকাশ-বাতাসও তাঁর বেদনায় বেদনার্ত হল। কিন্তু মক্কার কাফেরদের হৃদয় একটুও বিগলিত হল না। বেদনার্ত হল না।

হোদায়বিয়ার সেই ঐতিহাসিক সন্ধিচুক্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। আল্লাহ তা'আলা এই চুক্তিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' আখ্যায়িত করে আয়াত নাযিল করলেন। إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فتحًا مُبِينًا -"নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

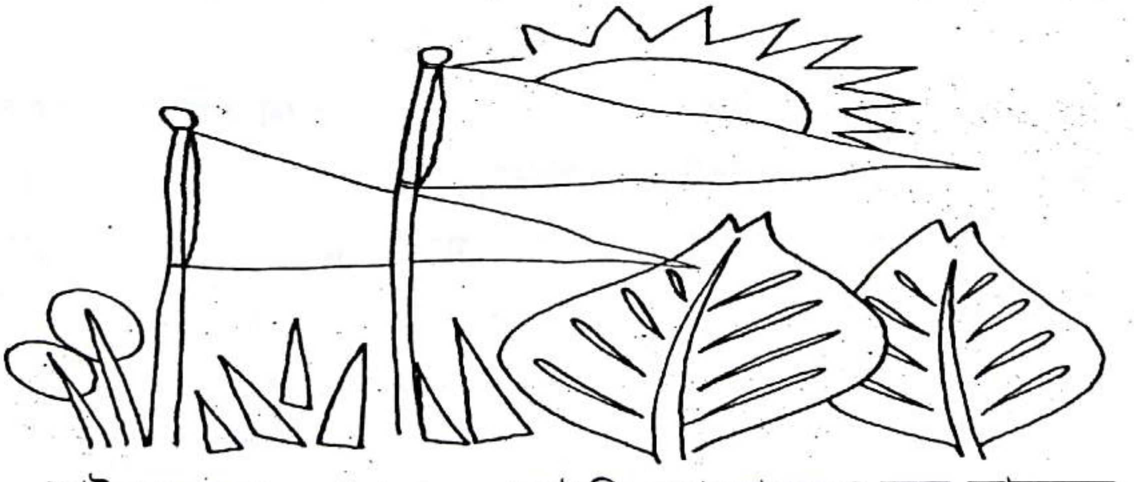

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের মনে আনন্দের জোয়ার। মক্কা তথা গোটা আরব বিজয়ের পথই সুগম হয়েছে। দশ বছর আর কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হবে না। এবার আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত, ইহ-পরকালের শান্তির আহ্বান গোটা আরবের প্রান্তে প্রান্তে

পৌঁছিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, গোটা দুনিয়ায় এর আহ্বান পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এ চিন্তা এ ভাবনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায়।

ইতোমধ্যে আরেক ঘটনা ঘটল। আবুল বাসীর রা. ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে এলেন। ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ফেলে পরকালের মুক্তির অদম্য আশায় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থাকতে মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন।

মক্কায় কাফেরদের মাঝে এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে তারা মদীনায় দু'জন দূত পাঠাল এবং হযরত আবুল বাসীর রা. কে তাদের সাথে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরূপায় হয়ে আবুল বাসীর রা. কে তাদের সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

দূত দু'জন আবুল বাসীর রা.কে নিয়ে মদীনা থেকে ছ'মাইল দূরে 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করল। খেজুর খেতে তারা একটি বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসল। তখন আবুল বাসীর রা. তাদের একজনকে বললেন, 'আরে ভাই, তোমার তরবারিটি তো বেশ মূল্যবান। খুব ধারালো।'

লোকটি তাঁর কথা শুনে অহঙ্কারে ফুলে উঠল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ তরবারিটি যেমনি মূল্যবান তেমনি শাণিত। কতোবার যে আমি তা কতো দেহে পরীক্ষা করেছি, তার ইয়ত্তা নেই।

আবুল বাসীর রা. চরম বিস্ময়ের ভাব কণ্ঠে এনে বললেন, দাও না ভাই, দেখি তোমার তরবারিটি কেমন?

লোকটি তার তরবারি হাতে দেয়া মাত্র তিনি এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। অপর কাফের এই কাণ্ড দেখে ভয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটল মদীনার দিকে। দূর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হল! লোকটি এতো ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছুটে আসছে কেন? ইতোমধ্যে লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, দেখুন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার সাথীকে হত্যা করেছে। এখন আমার পালা। আমাকে রক্ষা করুন।

Scanned by CamScanner

এরপরই আবুল বাসীর রা. এলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

আবুল বাসীর রা. এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাক হয়ে গেলেন। কথা তো সত্য, কিন্তু মক্কার কুরাইশরা কি তা মেনে নেবে? তাহলে উপায় কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ভারি হয়ে এল। আক্ষেপের সুর ভেসে এল তার কণ্ঠ চিরে, বললেন, হায়! হায়! সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। নিহত ব্যক্তিটির সাথে যদি আরও কিছু লোক থাকত, তাহলে তো এমন হত না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এদিকে আবুল বাসীর রা. বুঝে ফেললেন যে, রাসূলের সাহচর্যে মদীনায় থাকা আর সম্ভব নয়। থাকলে হয়তো তাঁকে মক্কার কাফেরদের হাতেই তুলে দেয়া হবে। চিন্তা, ভীষণ চিন্তা তাঁর মাথায়। ধীরে ধীরে পৃথিবী তাঁর চোখের সামনে ছোট হয়ে এল। কোথাও যেন মাথা গুজার ঠাঁইটুকুও নেই। তাহলে কোথায় যাবেন? কী করবেন?

হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কে এক আলোর ঝলক চিকচিক করে উঠল। হাঁ, ঐ তো মদীনার সোজা পশ্চিমে লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে ঈসের জঙ্গল। মানব সমাজে যার স্থান নেই, জঙ্গলের পশু-পাখীদের সাথেই তাঁকে থাকতে হবে। তবুও ঈমান তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। আলোর সন্ধান পেয়ে কিছুতেই আর আঁধারে ফিরে যাওয়া যায় না। যেই চিন্তা সেই কাজ। আবুল বাসীর রা. মদীনার লোকালয় ছেড়ে ঈসের গহীন জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তিনি প্রথমত এক সদস্যের একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেলেন। তিনিই তার সেনাপতি। তিনিই তার সিপাহী।

দিনের আলোতে ঘাপটি মেরে থাকেন। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা এলেই মরণপণ আক্রমণ করে তাদের পণ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নেন। রাতের আঁধারে তিনি ফিরে যান তাঁর সামরিক ঘাঁটিতে। জিরো থেকে এবার আবুল বাসীর রা. হিরো হয়ে গেলেন। মক্কার ঘরে ঘরে সভা-মজলিসে তাঁর আলোচনা, তাঁর দুৎসাহসিক অভিযানের কথা ছড়িয়ে পড়ল।

Scanned by CamScanner

আবু জান্দাল রা. সহ মক্কার নিপীড়িত মুসলমানরাও এ সংবাদ শুনলেন। অকূল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে যেন তারা কাষ্ঠখণ্ড খুঁজে পেলেন। হ্যাঁ, ঈসের জঙ্গলেই গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আবু জান্দাল রা. আর মক্কায় নেই। আবুল বাসীর রা. এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। এভাবে একে একে বেশ কিছু সাহাবী এসে আবুল বাসীর রা. এর সামরিক ঘাঁটিতে আশ্রয় নিলেন। তারা প্রতিজ্ঞা করলেন, আমরা কুরাইশদের বাণিজ্যপথ চিররুদ্ধ করে দিব। সত্যই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা আর শামে যায় না। যেতে সাহসও করে না। এ পথে কোন কাফেলা এলে আর রক্ষে নেই। এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে কী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ! চারদিকে খাদ্যের চরম সংকট। শুধু হাহাকার আর হাহাকার। জান বাঁচানোই দায়।

মক্কার নেতৃবৃন্দ আবার পরামর্শ সভায় বসল। বাঁচার উপায় তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? দীর্ঘ শলাপরামর্শ, বাকবিতণ্ডার পর নিরুপায় হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিল, মদীনায় দূত পাঠিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির সেই শর্তটি রহিত করতে হবে এবং কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে আর মক্কায় ফিরিয়ে আনা হবে না। একথা মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হবে। সাথে সাথে এ আবেদনটিও করা হবে, যেন মুহাম্মাদ ঈসের জঙ্গলের সেই সশস্ত্র যোদ্ধাদের মদীনায় ডেকে আনেন এবং মক্কাবাসীদের বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করে দেন।

মক্কার দূত মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছল। বিনীত কণ্ঠে আবেদন করল। বিষয়টি উপস্থাপন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাদের আবেদন মেনে নিলেন এবং ছোট্ট একটি চিরকুটে আবুল বাসীর রা.-এর নিকট পত্র লিখিয়ে একজন সাহাবীকে ঈসের জঙ্গলে প্রেরণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি যখন ঈসের জঙ্গলে হযরত আবুল বাসীর রা. এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কাফেরদের এক বাণিজ্য কাফেলার আক্রমণ করে

Scanned by CamScanner

আহত হয়েছিলেন। ক্ষত স্থানটি ছিল গভীর। তাই সেরে উঠতে পারেনি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি রাসূলের চিঠি পাঠ করলেন। বিগলিত অশ্রুধারা তাঁর দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষবারের মত দেখার যে আবেগ তাঁর হৃদয়কে উথাল-পাথাল করছিল, তা তিনি আর ব্যক্ত করতে পারলেন না। চিঠিটি বুকের উপর চেপে ধরে একটু প্রশান্তি লাভের নিষ্ফল চেষ্টা করলেন। চিঠির বুক থেকে তিনি রাসূলের হাতের উষ্ণ ছোঁয়া নেয়ার চেষ্টা করলেন। এরপরই তাঁর আয়ু নিঃশেষের প্রান্তসীমা স্পর্শ করে। তিনি পরকালের পথে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ঈসের জঙ্গলের কোথায় আজ আবুল বাসীর রা. চির নিদ্রায় শায়িত আছেন, কেউ তা বলতে পারবে না। ইতিহাসের হাজার হাজার পৃষ্ঠা মন্থন করেও তা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, শোককে শক্তিতে রূপায়িত করে গোটা মক্কাবাসীদের ব্যাকুল ও অস্থির করে তুলেছিলেন, তা চির অক্ষয় চির অমর হয়ে ইতিহাসের পাতায় যুগের পর যুগ জ্বলজ্বল করবে। দিশেহারা নিষ্পেষিত থেতলে যাওয়া হৃদয়ে পুনরায় জিহাদের আগুন জ্বালাবে। বাতিলের জিব টেনে বের করার শক্তি যোগাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা
২. বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা
৩. তাফসীরে কুরতুবী, ১৬তম খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা
৪. হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, ১৪০-১৪৩ পৃষ্ঠা
৫. আসসীরাতুন নবাবীয়্যাহ্, ২৭৩-২৭৮ পৃষ্ঠা
৬. ফী যিলালি সূরাতিত তাওবা, পৃষ্ঠা ৭

Scanned by CamScanner

দূর হ, ওহী আসছে

দশম হিজরী। বিদায় হজের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। কিন্তু আগের সেই প্রাণবন্ত হাসি, সেই প্রশান্তভাব তাঁর চেহারায় নেই। একটা বিষাদের ছায়া তাঁর চেহারাকে মলিন করে আছে। কেমন যেন উন্মনা উন্মনা ভাব। দূর পরপারের আহ্বানের সুর যেন তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে বারবার করুণ ঝংকার তুলছে। তাই আপন বৃত্তে তিনি বারবার হারিয়ে যান। সুদূর নীল আকাশের নীলিমায় পীড়িত দৃষ্টি মেলে ভাব তন্ময়তায় ডুবে যান।

ইতোমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতার মাত্রা ক্রমে বেড়ে চলল। অবশেষে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। মরুর দূরন্ত বায়ুকে পরাজিত করে এ সংবাদ গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়ল। বিষাদের ছায়া নেমে এল আরব উপদ্বীপে। সর্বত্র একই আলোচনা, একই জিজ্ঞাসা।

আসওয়াদ আনাসী। বনু মাদলাজ গোত্রের সর্দার। বিশাল তার বপু। প্রচণ্ড তার দাপট। প্রভূত তার প্রতাপ। অভ্রভেদী তার অহঙ্কার। তীক্ষ্ণ বিশেষণী বুদ্ধির অবাধ বিচরণ তার মস্তিষ্কের টিস্যুতে টিস্যুতে। তদুপরি দক্ষ কথাকার। শ্রোতাকে ভাষার মালা উপহার দিয়ে চোখের পলকে অভিভূত করতে পারে। অনুসৃত বানাতে পারে।

ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল বটে। কিন্তু ঈমানের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়নি তার পাপিষ্ঠ হৃদয়। রিসালাতের নূরে নূরান্বিত হয়নি তার চির অন্ধকার অন্তর। তাই সবার অজান্তে তার মাথায় একটি বিস্ময়কর খাহেশ চাপল। সে নবী হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা-মদীনার নবী আর সে হবে ইয়ামেনের নবী। তারও হাজার হাজার অনুসারী হবে। ভক্ত অনুরক্ত হবে। হাতের ইশারায় নির্দেশ পালন করবে। সে সময় থেকেই নেতৃত্বের শীর্ষে পৌছার একটি খাহেশ তার মাথায় ভনভন করছিল। কিন্তু সে সাহস পাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যেই সংকল্পের তীব্রতায় মুখটি কঠিন হয়ে উঠত। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি প্রতিকূলে। তাই কল্পনার স্বপ্ন ফানুসটি আবার ধীরে ধীরে চুপসে যেত এবং সুযোগের সন্ধানে অপেক্ষায় থাকত।

Scanned by CamScanner

এতদিন পর সেই সুযোগ এল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুশয্যার সংবাদে কচ্ছপের ন্যায় মাথা বের করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তদুপরি এই তো কিছুদিন পূর্বে ইয়ামেনের প্রবল প্রতাপশালী মুসলিম শাসক বাযান ইন্তেকাল করেছে। তার পুত্র শাহর এখন ইয়ামেনের শাসনকর্তা। কিন্তু পিতার স্থানটি পুত্র দ্বারা পূরণ হয়নি। তাই ইয়ামেনে আক্রমণ করলে সে তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি সবই যেন তার অনুকূলে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ। একেই বলে ভাগ্য। সুতরাং আর দেরি নয়, আর বিলম্ব নয়।

আসওয়াদ আনাসী নবুওয়াতের দাবী করে। গোত্রীয় টানে গোত্রের লোকেরা দলে দলে তার অনুগত হয়ে গেল। তারপর সবার অলক্ষ্যে একদিন রাজধানী সানআ আক্রমণ করল। শাহরকে হত্যা করল। রাজপ্রাসাদ দখল করে নিল। শাহরের স্ত্রী আযাদ। পরমা সুন্দরী। নিটোল তার দেহ-সুষমা। মোহময় তার রূপ-লাবণ্য। রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হয়ে আসওয়াদ আনাসী তাকে হত্যা করল না, বরং নিজের শয্যাশায়ীনীরূপে গ্রহণ করল।

রাজধানীতে তার ক্ষমতা এখন পাকাপোক্ত। সম্ভাব্য সকল বিদ্রোহীদের নির্মূল করা হয়েছে। এবার দ্রুত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে তার ক্ষমতার পরিধি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। ইয়ামেনের হাজরামাউত থেকে তায়েফ পর্যন্ত, এডেন থেকে বাহরাইন ও হাসারের বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। তার বাকচাতুর্য ও মোহনীয় কৌশলে প্রবঞ্চনায় সাধারণ লোকেরা তাকে নবীরূপেও বরণ করে নিল।

জীবনের বেলাভূমিতে পৌঁছে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই এই নবীর, এই শয়তানের দোসরের বিজয় যাত্রা দেখে তিনি দারুণ মর্মাহত, মনস্তাপে জর্জরিত। চিন্তার এক খণ্ড মেঘে ছেয়ে গেছে তার চির সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানিতে। কপালে চিন্তার কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠেছে। অনেক কিছু ভাবলেন। ইয়ামেনে আক্রমণের কথা ভাবলেন। কিন্তু মন সেদিকে সায় দিচ্ছে না। কারণ তাতে শান্তির পরিবর্তে হানাহানিই বৃদ্ধি পাবে। হত্যা আর

Scanned by CamScanner

রক্তক্ষয়ই বেশি হবে। আবার তিনি চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন। মুখটি তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। হাঁ, তা-ই করতে হবে। বিন্দুর মাঝেই যেন তিনি সিন্ধুর সন্ধান পেলেন।

ইয়ামেনের এক দুঃসাহসী দুর্ধর্ষ জানবাজ সাহাবীর চেহারা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। ফিরোজ দাইলামী। কুসুমের কোমলতা আর বজ্রের কাঠিন্য মিশে আছে তাঁর চরিত্রে। সত্যের ব্যাপারে যেমন অটল-অবিচল, মিথ্যার বিরুদ্ধে তেমনি বজ্রকঠিন, ভয়ংকর। নিষ্কম্প ঈমানের দীপ শিখায় যেন সর্বদা দীপ্তিময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে ও আরো দশজনের কাছে চিঠি পাঠালেন। লিখলেন, যে কোন কৌশল অবলম্বন করেই হোক, যে কোন ফন্দির মাধ্যমেই হোক, এ ফিতনাকে সূতিকাগারেই দাফন করে দিতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তোমরা এগিয়ে যাও। ইনশাআল্লাহ বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে।

ফিরোজ দাইলামী রা.। রাজ পরিবারের যোগ্য সন্তান। দূরন্ত-দুর্বার, দূরদর্শী ও অসম সাহসী ব্যক্তিত্ব। চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছা মাত্র শিরা উপশিরাগুলোতে উত্তপ্ত খুনেরা মিছিল শুরু করল। আদ্যোপান্ত তিনি পাঠ করলেন। বুঝলেন, স্বপ্নের কুঁড়িটার এখন ফোটার সময় হয়েছে। তাই প্রতিজ্ঞা করলেন। নিটোল তাঁর প্রতিজ্ঞা। ইস্পাত কঠিন তাঁর প্রত্যয়। যেভাবেই হোক শয়তানের দোসর এই ভণ্ডকে হত্যা করতেই হবে। ঈমান নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে দেয়া যায় না। আর অবকাশ দেয়া যায় না। ফিরোজ দাইলামী রা.-এর মুখেই তাঁর বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর ঘটনাটি শুনি।

তিনি বলেন, আসওয়াদ আনাসীর অকস্মাৎ আক্রমণ আমরা প্রতিহত করতে পারিনি। তাই তাকে মেনে নিলেও অন্তরে ছিল আমাদের নিষ্কম্প ঈমান। আমরা বিশ্বাস করতাম, সে ভণ্ড, প্রতারক। তাই আমরা এই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করার নির্দেশ পেয়ে তা আরো তীব্র, আরো কঠিন আকার ধারণ করল। হৃদয় উদ্ভাসিত হল, নব প্রেরণায় প্রদীপ্ত হল।

Scanned by CamScanner

কাইস ইবনে আবদে গাউস। আসওয়াদ আনাসীর প্রধান সেনাপতি। সামরিক কলাকৌশলে পারদর্শী। দারুণ সিদ্ধহস্ত। তার সফল নেতৃত্বের কারণে প্রত্যেকটি যুদ্ধে আসওয়াদ আনাসী বাহিনীর বিজয় হয়েছে। আর তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার পরিধি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেই আসওয়াদ আনাসীর রূপ পাল্টে যায়। অহঙ্কার আর গর্বে তার বুক ফানুসের মত ফুলে উঠল। ধরাকে সরা জ্ঞানে কাইস ইবনে আবদে গাউসের সাথেও দুর্ব্যবহার করতে শুরু করল। ফলে কাইস ইবনে আবদে গাউস দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। সর্বদা একটা অজানা আশংকা ও ভয় তাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। অস্থির বেচাইন তার অবস্থা। কখন যে মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে, সে ভাবনাই তাকে সর্বদা কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছে।

আমি পূর্বেই তা আঁচ করতে পেরেছিলাম। তাই আমার এক চাচাত ভাইকে নিয়ে নির্জনে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমাদের পেয়ে তার চোখেমুখে স্বাগত জানানোর একটা উচ্ছ্বাস ভাব ফুটে উঠল। কথা হল, বহু কথা। আমি তার মনের গতি-প্রকৃতি বুঝে তার হাতে রাসূলের চিঠি তুলে দিলাম। অনুভব করলাম, সে চিঠি পড়ছে আর বিদ্যুতের চমকের মত একটা আলোক রোশনী তার চেহারাকে আলোকিত করছে। পড়া শেষ হলে আমার কণ্ঠে একটা অদ্ভুদ নির্ভরশীলতা ও দাবির সুর ফুটে উঠল। আমি তার নিকট সাহায্য কামনা করলাম। সে একমত হল। আমরা তিনজনে মিলে কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। সবশেষে সিদ্ধান্ত হল, রাজপ্রাসাদেই তাকে হত্যার পথ খুঁজে বের করতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা চাচাত বোন আযাদের সাহায্য নেব, যার স্বামীকে হত্যা করে জোর করে সে তাকে বিয়ে করেছে। আর অন্যান্যরা তখন বাইরে থেকে বিদ্রোহ করে রাজপ্রাসাদে আক্রমণ করবে।

তারপর আমি রাজপ্রসাদের দিকে ছুটলাম। একটা আবেগ, একটা অনুভূতি, একটা তাড়না আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সিংহদ্বার অতিক্রম করে বোনের একান্ত কামরায় গিয়ে তার সাথে দেখা করলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হল। এর মাঝে আমি আসওয়াদ আনাসী সম্পর্কে তার মনোভাব বুঝে

Scanned by CamScanner

ফেললাম। আমার কণ্ঠ এবার আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়ে ভরে উঠল। বললাম, বোন, তুমি জান এই লোকটি আমাদের কী সর্বনাশ করেছে। তোমার স্বামীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের হত্যা করেছে। নারীদের অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করেছে। এই দেখ, আল্লাহর রাসূলের চিঠি আমার নিকট এসে পৌঁছেছে। তাঁর হুকুম, আমরা যেন এই ফিতনাকে সমূলে নিঃশেষ করি। সুতরাং তুমি আমাদের কি সাহায্য করতে পারবে?

আমার কথা শুনে তাঁর গায়ে খুশির দোলা লাগল। আনন্দে চোখ দু'টি চকচক করে উঠল। আর চোখের পাতায় তিরতির করে উঠল এক আকাশ মুক্তির আশা ও আকাঙ্খা। উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে সে বলল, আমি তোমাদের কী সাহায্য করতে পারি? আর তোমরা আমার থেকে কেমন সাহায্য চাও?

আমি কম্পিত কণ্ঠে বললাম, তাকে ইয়ামেন থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই।

মমতা-মাখা দৃষ্টি আমার সারা গায়ে বুলিয়ে দিয়ে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বোন বলল, না, তা হয় না। বরং আমি তোমাদেরকে তাকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

তার কথা শুনে আমার হৃদয় থেকে আনন্দ আর উল্লাস উপচে পড়তে লাগল। বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তা-ই বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু কেমন যেন একটা ভয়, একটা শঙ্কা আমাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরছে। তাই...

আমার কথার মাঝেই তার ঠোটের কোণে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ল। বলল, আল্লাহর শপথ, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি ইসলাম ধর্মে কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিনি। আর এই শয়তানের চেয়ে নিকৃষ্ট ও অধম এ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। আল্লাহর কসম! প্রথম দৃষ্টিতেই আমি অনুধাবন করেছি, সে পাপিষ্ঠ, পাপাচারী, মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড।

আমি বললাম, কীভাবে তাকে হত্যা করা সম্ভব?

সে বলল, লোকটি অত্যন্ত সতর্ক। প্রখর তার অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি। মানুষের চেহারা দেখেই তার মনের কথা বুঝতে পারে।

Scanned by CamScanner

তাই তাকে হত্যা করা খুব কঠিন। এতটুকু বলে সে চিন্তার জগতে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর যেন সমাধান নিয়ে ফিরে এল। বলল, হ্যাঁ, তবে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করা নিরাপদ ও সহজ। কিন্তু প্রহরীদের এই নিচ্ছিদ্র আবেষ্টনী ভেদ করে তার নিকট পৌঁছাও অসম্ভব। তবে একটি কাজ করা যায়। প্রাসাদের যে নির্জন কামরায় সে ঘুমায়, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তোমরা সে কামরার পেছন দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আমি সেখানে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে রাখব। তোমাদের অপেক্ষায় ঐ কামরায় অপেক্ষা করব।

আমার কণ্ঠে তখন বিস্ময়। বললাম, প্রহরীবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের দেয়াল কেটে সুড়ঙ্গ করা কি চাট্টিখানি কথা? প্রহরীদের কেউ টের পেলেই মহাপ্রলয়।

সে বলল, বেশ, তাহলে তোমরা বিশ্বস্ত কাউকে শ্রমিকের বেশে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে দিয়ে দেয়ালের সামান্য কিছু বাকি রেখে সুড়ঙ্গ করে রাখব। রাতে তোমরা এসে একটু আঘাত করলেই তা সুড়ঙ্গ হয়ে যাবে।

আমি উল্লসিত কণ্ঠে বললাম, বেশ তো। দারুণ চমৎকার তোমার বুদ্ধি। তারপর ছোটখাট আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এলাম।

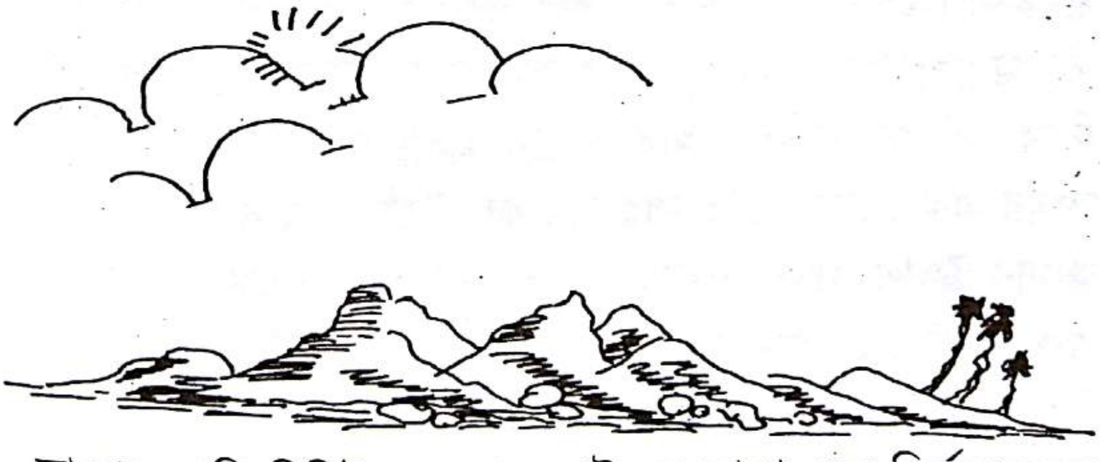

তারপর আমি বিশিষ্ট মুসলমান ভাইদের সাথে এক নির্জন কক্ষে মিলিত হলাম। বললাম, ভাইয়েরা আমার, উচ্ছ্বল-আনন্দে ভেসে বেড়াবার সময় এটা নয়। শয়তানের দোসর আমাদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সাধারণ মানুষেরা ধর্ম ত্যাগ করে জাহান্নামী হচ্ছে। এ মুহূর্তে আর বসে থাকার সময় নেই। এই যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

Scanned by CamScanner

আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি। তাঁর নির্দেশ, যে করেই হোক এই শয়তানকে হত্যা করে ইয়ামেনের মাটিকে পবিত্র করতে হবে। আমার বক্তৃতায় সকলের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত বয়ে গেল। সকলে আবেগে উদ্বেলিত। জিহাদের প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত। অতঃপর আমি আমাদের পরিকল্পনার কথা খুলে বললাম ও আগামীকাল প্রত্যুষে সবাইকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদ আক্রমণের নির্দেশ দিলাম। বললাম, যখন রাজপ্রসাদ থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসবে, তখন মনে করবে আমরা সফল হয়েছি। আর দেরি করবে না। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অস্তাচলে লালিমার কোলে শুয়ে থাকা সূর্যটি অবশেষে অস্তমিত হল। চারদিকে রাতের অন্ধকার নেমে এল। ক্রমেই তা আরো ঘনীভূত হল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ছড়াছড়ি। অনন্ত আকাশে লক্ষ-কোটি যোজন দূরের তারকারা অনিমেষ নয়নে বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। তারা যেন শয়তানের দোসর আসওয়াদ আনাসীর পতন উপভোগ করতে উদগ্রীব, অত্যন্ত উৎসাহী। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আমি আমার সাথীদ্বয়কে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। দুরুদুরু হৃদয়। বিড়ালের মতো সতর্ক আমার পদক্ষেপ। সহজেই সুড়ঙ্গ করে কামরায় প্রবেশ করলাম। অস্ত্রশস্ত্র সবই প্রস্তুত। তাই মুহূর্তকাল দেরি করলাম না। খাপখোলা শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিলাম। প্রদীপের আলো ফেলে আসওয়াদ আনাসীর একান্ত কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আত্মবিশ্বাসে হৃদয় আমার ভরপুর থাকলেও ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত শির শির করে পিঠ বেয়ে নামছে। সতর্ক মন আমার উথাল-পাথাল করছে। কিন্তু তবুও আমি ভড়কে গেলাম না। এক অলৌকিক শক্তি আমাকে চুম্বকের ন্যায় প্রতিনিয়ত সম্মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

গিয়ে দেখলাম, বোন আযাদ দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করছে। আমাদের দেখেই তার হৃদয়ে আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে গেল। তার ইঙ্গিতে আমরা কামরায় প্রবেশ করলাম। শয়তানটি তখন নাক ডেকে গভীর ঘুমে অচেতন।

Scanned by CamScanner

উন্মুক্ত তরবারিটি প্রদীপের আলোতে ঝলমল করে উঠল। কণ্ঠনালী বরাবর একটি প্রচণ্ড আঘাত করলাম। শিরটি ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। ধর থেকে সদ্য যবাইকৃত গরুর ন্যায় ঘরঘর আওয়াজ বের হতে লাগল। রক্তে রক্তে কামরা ভেসে নালা দিয়ে ছুটল তার প্রবাহধারা।

প্রহরীরা আওয়াজ শুনে লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এল। হাতে উন্মুক্ত তরবারি। চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। বোন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ার্ত কণ্ঠে তারা জিজ্ঞেস করল, 'কামরায় এ কিসের আওয়াজ?'

তাদের প্রশ্ন শুনে বোন ধমকে উঠল, কণ্ঠে তার ক্রোধের ঝাঁঝ। বলল, যা! দূর হ এখান থেকে। দেখছিস না, ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। শীঘ্রই দূর হ!

মুহূর্তে চুপসে গেল প্রহরীদের আগ্রহ। নত শীরে যে যার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। সকাল পর্যন্ত আমরা সেখানেই লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দূরবর্তী বৃক্ষ শ্রেণীর শীর্ষে আকাশের খণ্ডিত চাঁদ নিষ্প্রভ দ্যুতিহীন। মিটমিট করে জ্বলছে গুটিকয়েক তারকা। গাছের ডালে ডালে পাখীদের কাকলী শুরু হচ্ছে ধীরে ধীরে। আড়মোড়া দিয়ে গোটা প্রকৃতি যেন ওঠি ওঠি করছে। ঠিক তখন আমি রাজপ্রসাদের এক উঁচু প্রাচীরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আযান দিলাম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার... আশহাদু আন্না আসওয়াদ আনাসী কাজ্জাবুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আসওয়াদ আনাসী মিথ্যাবাদী।

এটা ছিল আমাদের সাংকেতিক বাক্য। আমার আযানের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই মুসলমানরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রাজপ্রসাদের দিকে এগিয়ে এল। প্রাসাদের প্রহরীরাও সশস্ত্রে ছুটে এল। উভয় দল মুখোমুখি। যুদ্ধ শুরু হবে হবে। ঠিক তখন আমি আসওয়াদ আনাসীর ছিন্ন শিরটি উভয় দলের মাঝে ছুঁড়ে মারলাম। আসওয়াদ আনাসীর শিরটি দেখে প্রহরীদের মনোবল চোরাবালির মাঝে নিমজ্জিত হয়ে গেল। আর মুসলমানরা তাকবীর দিতে দিতে ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্য উদয়ের পূর্বেই আমরা রাজপ্রাসাদসহ বিস্তীর্ণ

Scanned by CamScanner

এলাকা দখল করে নিলাম। আমাদের এই সফলতার সংবাদে নতুন আশায় মুকুলিত হল মানুষের মন। হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমে এল রাজপ্রাসাদের চারপাশে। সকালের মিষ্টি রোদে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে তারা আমাদের বিজয় উপভোগ করল।

রাসূলের নিকট সংবাদ পৌঁছাতে হবে। আল্লাহর শত্রু, শয়তানের দোসর আসওয়াদ আনাসীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাতে হবে। তাই সকালের বিমল আলো ছড়িয়ে পড়তেই মদীনায় দূত পাঠান হল।

দূতরা যেদিন মদীনায় পৌঁছল, ঠিক তার আগের দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। দুনিয়া ছেড়ে পরলোকে চলে গেছেন। তবে যে রাতে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করা হয়েছিল, সে রাতে অসুস্থ রাসূলের ঠোটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা খেলতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা এ রহস্যময় হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, আজ রাতে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করা হয়েছে। রাজ পরিবারের এক দুঃসাহসী মুসলমান তাকে হত্যা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলুলাহ, কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি? কী তার নাম?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে ফিরোজ দাইলামী। সে সফল হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়ীন।

Scanned by CamScanner

মদীনায় এক ইহুদী

শামের এক প্যাগোডা। চিত্তহারী তার শোভা-সৌন্দর্য। চমৎকার তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। স্থানে স্থানে মূল্যবান পাথর স্থাপিত। বিস্ময়কর চিত্রাবলীতে তা চিত্রিত। উজ্জ্বল ঝলমলে রত্নখণ্ডে সজ্জিত। বেশ প্রশস্ত এই প্যাগোডায় ইহুদীদের এক জটলা। গোল হয়ে বসেছে সবাই। তন্ময় হয়ে শুনছে এক ইহুদী পুরোহিতের কথা। তিনি তাওরাত পাঠ করছেন। সুললিত তাঁর কণ্ঠ। চমৎকার তাঁর বর্ণনাভঙ্গি আর শব্দপ্রয়োগ। উদ্দীপ্ত তাঁর ভাষণ। তাই বিমুগ্ধ বিমোহিত হয়ে সবাই তাঁর বক্তব্য ও বিশ্লেষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

শনিবার। ইহুদীদের ইবাদত আর উপাসনার দিন। ধার্মিক ইহুদীরা এ দিনটিকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করে। ইবাদত আর আরাধনায় আত্মবিমগ্ন হয়। প্রত্যেক শনিবারে তাওরাত পাঠের এই আসর বসে। দূরদূরান্ত থেকে ইহুদীরা তাঁর বক্তব্য শুনতে ছুটে আসে। আলোর ধারায় স্নাত হয় সবার হৃদয়। হৃষ্টচিত্তে ফিরে যায় যে যার বাড়ি।

এক শনিবারের ঘটনা। সেই ইহুদী পুরোহিত তাওরাত পাঠ করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন। সবাই তন্ময় হয়ে তা শুনছে। হঠাৎ দেখলেন, আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা আর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। চমকে উঠলেন। আরে! এখানে তো আখেরী নবীর পরিচয় আর প্রশংসা বাণী ছিল না। এ আলোচনা এল কোথা থেকে? বিস্ময়ের দোলায় দোল খেতে খেতে অবশেষে এ অংশটুকু বাদ দিয়ে সামনে পড়তে শুরু করলেন। দু'চার পৃষ্ঠা পড়তে না পড়তেই দেখেন সেই একই কাণ্ড। আবার সেই আখেরী নবীর আলোচনা। এবারেও চমকে উঠলেন। ক্ষণিকের তরে পড়া বন্ধ করে দিয়ে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। এভাবে চার জায়গায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয়, আকৃতি, প্রকৃতি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথীদের বর্ণনা পেলেন আর প্রত্যেক জায়গায় তা বাদ দিয়ে সামনে এগিয়ে পড়লেন।

Scanned by CamScanner

শ্রোতার দল বিমুগ্ধ বিমোহিত। বক্তৃতা শুনে যে যার পথ ধরে বাড়ি ফিরে গেল। একাকী পুরোহিত। মনে তার নানা চিন্তার ঝড়। অস্থির বেচাইন তার হৃদয়। কী করবেন, কী করা উচিৎ কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। অবশেষে যে সব স্থানে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ ও প্রশংসাবাণী রয়েছে তা কেটে পুড়ে ফেললেন।

দ্বিতীয় শনিবারের কথা। প্যাগোডা জুড়ে ইহুদীদের বিরাট মিলনমেলা। ইহুদীরা সবাই জড়ো হয়ে বসেছে। ধর্মীয় আমেজে ভরা এই সভাটি দারুণ আকর্ষণীয়। তাদের মাঝে বসে ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন সেই পুরোহিত। কিন্তু এবার চার জায়গায় নয়, আট জায়গায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা ও স্তুতি পেলেন। আর সে জায়গাগুলো বাদ দিয়ে পড়ে গেলেন। ইহুদী পুরোহিত তো বিস্ময়ে হতবাক। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চিন্তার ঘোড়া যেন বার বার হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল। কী করবেন? কাকে এ বিষয়টি খুলে বলবেন? কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবশেষে তাওরাতের সেই স্থানগুলো ছিঁড়ে পুড়ে ফেললেন। কিন্তু মনের অস্থিরতা দূর হল না। মনে কোন স্বস্তি পেলেন না। চিন্তায় চিন্তায় একটি সপ্তাহ কালের গর্ভে হারিয়ে গেল।

আবার এসে উপস্থিত হল পবিত্র দিবস শনিবার। উপস্থিত জনতার ভীড় চিরে পুরোহিত এগিয়ে এলেন। সমাসীন হলেন নিজ আসনে। খুলে বসলেন আসমানী কিতাব তাওরাত। পড়ছেন আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন। কিন্তু সহসা আবার সেই কাণ্ড! কোথা থেকে এল এখানে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় আর প্রশংসাবাণী। এখানে তো এ ধরণের কোন আলোচনা ছিল না। চমকে উঠলেন। হৃদয়টা ধক্ করে উঠল। ক্ষণিকের তরে আবার বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তারপরই পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সামনে পড়তে লাগলেন। এদিন চার বা আট নয়। বরং কয়েক জায়গায় এ ঘটনা ঘটল। পুরোহিতের চিন্তা আর চেতনা জগতে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হল। প্রশস্ত ললাটে ভাবনার বলিরেখা দেখা দিল।

Scanned by CamScanner

আজন্ম লালিত বোধ-বিশ্বাস আর একীনের সুদৃঢ় প্রাসাদগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে লাগল।

পুরোহিত চিন্তা-জগতে হারিয়ে গেলেন। ভাবলেন, যদি প্রত্যেক শনিবারে এমনিভাবে তাওরাতের অংশ কাটতে আর পুড়তে থাকি তাহলে একদিন তো গোটা তাওরাতই তাঁর প্রশংসা আর স্তুতিবাণীতে ভরে যাবে। পুরোহিতের অন্তরে এবার কৌতুহল আর অনুসন্ধিৎসার মাতম শুরু হল। আখেরী নবীকে চিনতেই হবে। তাঁর সম্পর্কে জানতে হবে।

পুরোহিত সঙ্গী-সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, ইনি একজন মিথ্যাবাদী লোক। তোমার জন্য এটাই কল্যাণকর, তুমি তাকে দেখবে না আর সেও তোমাকে দেখবে না। এদের কথা শুনে পুরোহিতের প্রতিজ্ঞা আরো নিটোল হল। আরো দৃঢ় হল। বলল, আমি তাওরাতের কসম খেয়ে বলছি, তোমরা আমাকে তাঁর সাক্ষাতে বাধা দিয়ো না। আমি তাঁকে সচক্ষে দেখতে চাই। তাঁর সাথে কথা বলতে চাই। এরপর ক্রমেই পুরোহিতের হৃদয় অস্থির বেচাইন হয়ে উঠল। কোন কিছুই তার আর ভাল লাগে না। শুধু একই চিন্তা একই ভাবনা।

সত্যই একদিন পুরোহিত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। শাম থেকে মদীনা। বহু দূরের পথ। দুর্গম বন্ধুর পথ। কিন্তু হেদায়াতের আলোকমালা যে হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেছে তা কি আর স্থির থাকতে পারে? দিন-রাত বাহন ছুটে চলছে। কোন বিরাম

Scanned by CamScanner

নেই। কোন বিশ্রাম নেই। শহর, নগর পেরিয়ে মরুর বুক চিরে চলছেন আর চলছেন।

একদিন সত্যই মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন। প্রথমে সালমান ফারসী রা.এর সাথে সাক্ষাত হল। সালমান ফারসী রা. ছিলেন সুশ্রী, সুঠাম। ভারী চমৎকার ছিল তাঁর দৈহিক কাঠামো। পুরোহিত মনে করলেন, ইনিই বুঝি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হায়রে কপাল! নিয়তির খেলা বুঝি এমনই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে! এমনই বেদনাদায়ক হয়ে থাকে! এ ঘটনার মাত্র তিন দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছিলেন।

পুরোহিত এসে হযরত সালমান ফারসী রা. কে সালাম দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মুহাম্মাদ?

পুরোহিতের কথা শুনে সালমান ফারবী রা. কেঁদে ফেললেন। রোরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, না, আমি মুহাম্মাদ নই। আমি তার এক নগণ্য গোলাম।

পুরোহিত বললেন, তিনি কোথায় আছেন? আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে শাম থেকে এসেছি।

সালমান ফারসী রা. ভাবলেন, যদি বলি, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তাহলে হয়তো ফিরেও যেতে পারেন। আর যদি বলি, তিনি জীবিত। তাহলে মিথ্যে কথা বলা হবে। তাই বললেন, আসুন, আমরা তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিকট যাই।

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা মসজিদে নববীতে এসে উপস্থিত হলেন। মসজিদে নববীতে সাহাবীরা তখন রাসূলের বিরহ-বেদনায় মুহ্যমান। হৃদয়ে কান্নার ঢেউগুলো বারবার তরঙ্গায়িত হয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। সবার চেহারা বিষণ্ন, মলিন। চোখ অশ্রু-ছলছল।

পুরোহিত ভাবলেন, নিশ্চয় এদের মাঝেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন। তাই বললেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ।

আগন্তুকের সম্বোধনে সাহাবীদের হৃদয়টা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল। হৃদয়-তন্ত্রীতে বেদনার করুণ সুর বেজে উঠল। কান্নার

Scanned by CamScanner

গমকে হারিয়ে গেল ভাষা। বেদনাময় পরিবেশ আরো বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। আরো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। একজন সাহাবী কোন রকমে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে বললেন, আপনি কে? আপনি তো আমাদের ক্ষত স্থানে আবার ক্ষতের সৃষ্টি করলেন। মনে হয়, আপনি ভিনদেশী মেহমান। আপনি কি জানেন না, তিন দিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

একথা শুনে পুরোহিত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বেদনায় একেবারে মূক হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা চিৎকার করে ঝরঝরিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হায় আফসোস! হায় আমার দুঃখ বেদনা! হায় আমার ব্যর্থ পরিক্রমা! হায় আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন! যখন দিলেন তখন যদি আমি তাওরাত না পড়তাম। যখন পড়লাম তখন যদি আখেরী নবীর নাম ধাম ও গুণাবলী না পেতাম। আর যখন তা পেলামই তখন তাকে যদি একবারের জন্য দেখতে পেতাম। হায় আফসোস! হায় কপাল!! পুরোহিতের কান্নার অদম্য আবেগে সাহাবীরাও কাঁদতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর পুরোহিত কিছুটা ক্লান্ত হলেন। বললেন, এখানে কি আলী আছেন? যিনি আমাকে রাসূলের দৈহিক আকৃতির বর্ণনা শুনাবেন। আলী রা. বললেন, হ্যাঁ।

পুরোহিত বললেন, আপনার নাম কি আলী?

আলী রা. বললেন, হাঁ, আমার নাম আলী?

পুরোহিত বললেন, আমি আপনার নাম তাওরাতে পেয়েছি। তারপর আলী রা. রাসূলের দৈহিক আকৃতি বর্ণনা শুরু করলেন। বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘকায় ছিলেন না। খর্বকায়ও ছিলেন না। তাঁর মাথা ছিল গোলাকৃতির। তিনি উজ্জ্বল ললাটবিশিষ্ট ছিলেন। চক্ষুদ্বয়ের তারকা ছিল ঘোরকৃষ্ণ বর্ণ। তিনি হাসলে সম্মুখের দু'দাতের মধ্য দিয়ে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হত। লোমের একটি সরল রেখা বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত বিলম্বিত ছিল। হাতের তালুদ্বয় ছিল মাংসল। উভয় পায়ের তলার মধ্যভাগ ছিল নীচু। অস্থিগ্রন্থিগুলো ছিল উন্নত ও সুস্পষ্ট। স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে নবুওয়তের মহর ছিল।

Scanned by CamScanner

পুরোহিত বিমোহিত হয়ে আলী রা. এর বর্ণনা শুনলেন। তারপর বললেন, হে আলী, আপনি সত্য বলেছেন। তাওরাতে আমি তার এমনই দৈহিক আকৃতির বর্ণনা পেয়েছি। আচ্ছা, তাঁর কি কোন কাপড় আছে? আমি তাঁর সুঘ্রাণ নিব।

আলী রা. বললেন, হাঁ আছে। আলী রা. সালমান ফারসী রা. এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে সালমান! আপনি ফাতেমার নিকট যান। তাঁকে বলুন, আপনার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুব্বাটি চেয়ে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি। সালমান ফারসী রা. হযরত ফাতেমা রা. এর গৃহের দরজায় এসে বললেন, হে নবীদের সর্দারের পরিবার, হে ওলীদের সৌন্দর্যের পরিবার, তারপর দরজায় আওয়াজ দিলেন।

সালমান ফারসী রা.এর আওয়াজ শুনেই হৃদয় মুচড়ে একটা কান্না ছিটকে ফাতেমা রা. এর কণ্ঠে এল। সেই সঙ্গে চোখ ছাপিয়ে এল অশ্রু। কাঁদকাঁদ কণ্ঠে বললেন, এতীমের দরজায় কে আওয়াজ দিচ্ছে?

সালমান ফারসী রা. বললেন, আমি সালমান। তারপর আলী রা. এর কথা তাঁকে বললেন।

ফাতেমা রা. তখন কেঁদে কেঁদে বললেন, আমার পিতার জুব্বা কে পরবে?

সালমান ফারসী রা. পুরোহিতের ঘটনাটি বর্ণনা করলে ফাতেমা রা. জুব্বাটি বের করে দিলেন। জুব্বাটির সাত জায়গায় খেজুর গাছের ছাল দিয়ে সেলাই করা ছিল।

সালমান ফারসী রা. জুব্বাটি এনে আলী রা. এর হাতে দিলেন। আলী রা. তার সুঘ্রাণ নিলেন। অন্যান্য সাহাবীরাও তার সুঘ্রাণ নিলেন। সবশেষে পুরোহিত তার সুঘ্রাণ নিলেন। বললেন, আহ্ কী চমৎকার! কী বিস্ময়কর সুঘ্রাণ! এরপর পুরোহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারত করতে এলেন। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দু'টি মেলে ধরলেন। মনের মাঝে তখন রিক্ততার প্রবল প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। বললেন, হে আমার রব, হে আল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ সমাধিতে আপনার

Scanned by CamScanner

রাসূল শুয়ে আছেন। আপনার প্রেমাষ্পদ শুয়ে আছেন। আপনি তাঁকে সত্যায়িত করেছেন।

'হে আল্লাহ, যদি আমার ইসলামগ্রহণকে কবুল করে থাকেন, তাহলে এ মুহূর্তে আমাকে আপনার নিকট তুলে নিন।'

একথা বলার সাথে সাথে তিনি মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লেন। বৈচিত্র্যময় দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য ত্যাগ করে, মায়া-মমতাকে পশ্চাতে ফেলে পরকাল পানে ছুটে চললেন।

তার মৃত্যুতে সাহাবায়ে কেরাম একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দারুণ বেদনার্ত হলেন। অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। রাসূলের বিরহ বেদনায় তারা আবার মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। এরপর আলী রা. তাকে গোছল দিলেন। কাফন পড়ালেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ করলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা, ৩৪১।
দারুল কিতাব আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন।

Scanned by CamScanner

চোখে ঘুম নেই

মদীনার আকাশে আজ তারার মেলা। আকাশ জুড়ে শুধু তারা আর তারা। পিটপিট করে যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন রাসূলের শহর মদীনাকে প্রাণভরে দেখছে। আজন্ম সাধ আজ পূরণ করছে। শহরের কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানিতে সে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে আবার দ্রুত গাঢ় নিস্তব্ধতায় মিশে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুরন্ত বায়ুর ঝাপটায় খেজুর পাতায় মর্মর ধ্বনি সৃষ্টি হচ্ছে।

এই মায়াময় মুহূর্তে ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রা. তাঁর কামরায় শুয়ে আছেন। চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করছেন। ঘুম যেন তাঁর চোখ থেকে আজ শত মাইল দূরে পালিয়েছে।

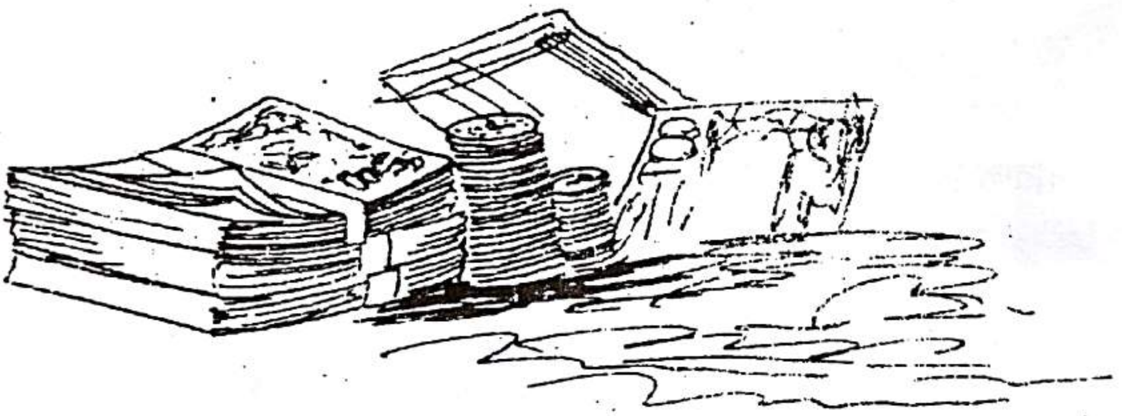

তার মাথায় আজ বিষম চিন্তা। চিন্তার অতল তলে তিনি বার বার হারিয়ে যাচ্ছেন। কোন কূল পাচ্ছেন না। কারণ গতকাল হাজরামাওত থেকে ব্যবসার লভ্যাংশ এসেছে। বিপুল সম্পদ। সাত লক্ষ দিরহাম। এক সাথে এতগুলো দিরহাম দেখে তার অন্তরে একটি ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে। হায়! হায়! রাসূলের যুগে দিনের পর দিন কপর্দকহীন কেটে গেছে। তবুও অন্তরে শান্তি ছিল। সুখ ছিল। দুঃখ-যাতনার সময়গুলোও সুখ-শান্তিতে ভরপুর ছিল। রাসূলের জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে তাকালে তাঁর মুখ-নিসৃত বাণী শুনলে মনের সাগরে এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। হায়! কোথায় সেই দিনগুলো! কোথায় সেই সুখ-শান্তি! অর্থের বিনিময়ে কি তা অর্জন করা সম্ভব?

Scanned by CamScanner

বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে করতে অনেক সময় কেটে গেল। রাত তখন গভীর। তাঁর স্ত্রী হযরত আবু বকর রা. এর কন্যা উম্মে কুলসুম তা আঁচ করলেন। বুঝলেন তার স্বামী যেন কিসের চিন্তায় বিভোর। কোন পেরেশানীর কারণে হয়তো তিনি ঘুমাচ্ছেন না। তাই ছুটে এলেন স্বামীর কামরায়। কণ্ঠে সহমর্মিতার করুণ সুর। বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ, আপনার কী হল? খারাপ কিছু ঘটেছে কি?

ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রা. বললেন, না, তেমন কিছু ঘটেনি। তবে তুমি আমার হৃদয়ের মানুষ। তোমাকে না বলে তো পারছি না। সন্ধ্যা থেকে আমার মাথায় একটি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাকে অস্থির করে ফেলছে। আমি ভাবছি, ঐ ব্যক্তির তার রব সম্পর্কে কী ধারণা হতে পারে যে এই বিপুল সম্পদ ঘরে রেখে নাক ডেকে ঘুমায়?

উম্মে কুলসুম রা. বললেন, বাহ! এতে আবার দুশ্চিন্তার ক আছে? বন্ধু-বান্ধব ও গোত্রের মুহতাজ দরিদ্র মানুষগুলোর কথা কী আপনি ভুলে গেছেন? আর দেরি করবেন না। প্রভাতে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আপনি তা বিলিয়ে দিবেন।

ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রা. এর অন্তরে সান্ত্বনার কোমল বায়ু পরশ খেলে গেল। নিমিষে তার মনের সকল অস্থিরতা দূর হয়ে গেল। বিপুল প্রশান্তিতে তিনি এখন দারুণ প্রশান্ত। বললেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যাই বটে।

প্রভাতের বিমল আলো মদীনার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তেই ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ ছোট ছোট থলে আর পাত্র নিয়ে বসলেন। তারপর একে একে সবগুলো থলে ও পাত্র পরিপূর্ণ করে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারদের মাঝে তা বণ্টন করতে লাগলেন। বণ্টন করতে করতে যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন তাঁর মন প্রশান্ত হল। এক অপূর্ব আনন্দের ফল্গুধারা তাঁর হৃদয়ে বইতে লাগল।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা।
সপ্তম খণ্ড, ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রা. এর জীবনী।
দারুন নাফায়েস, লেবানন।

Scanned by CamScanner

রাসূলের ত্যাজ্যসম্পত্তি

হযরত আবু হুরায়রা রা. বিদ্যাসাগর ও বিদ্যানুরাগী এক মহান ব্যক্তির নাম। যার জীবনের সাধনা ও অধ্যাবসায়ই ছিল ইলম ও জ্ঞানের সন্ধান। তাই ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলকে ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি। ধুলোয়-ধূসরিত হয়ে মসজিদে নববীতে পড়ে থাকেন। এটাই তাঁর আবাসস্থল। এটাই তাঁর দুনিয়া। তাই অনাহারে অর্ধহারে, খেয়ে না খেয়ে এখানেই পড়ে থাকেন। হাট-বাজার বা অন্য কোন চিন্তা নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভিনদেশে যাওয়ার কোন ফিকির নেই। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির বেহুশ হয়ে মসজিদে লুটিয়ে পড়েন। তবুও দূরে কোথাও যান না। ছায়ার মত রাসূলকে অনুসরণ করেন। তৃষ্ণার্তের মতো রাসূলের মুখ পানে তাকিয়ে থাকেন।

একটি মাত্র চেতনার ঢেউ তাঁর হৃদয় সাগরে তরঙ্গায়িত হয়। তাঁকে অস্থির ব্যাকুল করে তোলে। যে করেই হোক রাসূল থেকে প্রভূত ইলম শিখতে হবে। রাসূলের জ্ঞানের শিখায় আলোকোজ্জ্বল হতে হবে। একজন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে হবে। তার সেই জ্ঞান সমাগত বংশধরের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। এই কঠিন সাধনায়, এই অসহনীয় অধ্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সেই সাধনায়, সেই অধ্যবসায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। রাসূলের ইনতিকালের পর পরবর্তী বংশধরের নিকট রাসূলের শিক্ষা-দীক্ষা ও অম্লান আদর্শের এমন জ্যোতি রেখে গেছেন যা চিরকাল আলোকোজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে থাকবে।

বিদ্যানুরাগী অধ্যবসায়ী এই মহান সাহাবীর জীবনের বাঁকে বাঁকে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু একদিনের ঘটনা জনসাধারণকে করেছিল বিমোহিত, বিস্মিত।

মদীনার বাজারে তখন প্রচণ্ড ভিড়। ক্রেতা বিক্রেতার অভাব নেই। পসরা নিয়ে বসেছে ব্যবসায়ীরা এখানে সেখানে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে। ঠিক তখন আবু হুরায়রা রা. সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্রেতা আর বিক্রেতার

Scanned by CamScanner

উপচেপড়া ভিড়। তিনি বিস্মিত হলেন। চোখের তারায় তাঁর রাজ্যের বিস্ময়। চিন্তার জগতে তাঁর অভাবনীয় বিপ্লব। হায়! এ কী হল! রাসূলের ইনতিকালের পর এ ক'দিনেই এতো বিরাট পরিবর্তন। হায়, কোথায় সেই রাসূলের যুগের আসল আখলাক! কোথায় সেই ইলম পিয়াসু মানুষ! মসজিদে নববী জনশূন্য হয়ে পড়ছে আর বাজারে হচ্ছে হাজারো মানুষের ভিড়। আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মানুষ কিভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভাবনার উচ্ছ্বাসে চোখ তাঁর অশ্রু ছলছল। হৃদয়ে বেদনার প্রলয়ংকারী ঝড়ের তাণ্ডব। তিনি এগিয়ে গেলেন। একেবারে মানুষের ভিড়ের মাঝে এসে দাঁড়ালেন।

আবু হুরায়রা রা. কে দেখে লোকেরা বিস্মিত। ভাবনার জগতে তাদের নানা প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। কেন? কী কারণে তিনি বাজারে এলেন? তিনি তো সাধারণত বাজারে আসেন না! তবে কি তিনি কিছু বলবেন, এক মুখ দু'মুখ করে মুখে মুখে এ সংবাদ বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই ছুটে এল আবু হুরায়রা রা. এর দিকে। সবার চোখে মুখে একটি জিজ্ঞাসা, একটি প্রশ্ন। আবু হুরায়রা রা. তো বাজারে আসেন না। আজকে যে তিনি বাজারে? ব্যাপার কী! কী হল!

আবু হুরায়রা রা. চারদিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি ফেললেন। সবার মুখের রেখায় রেখায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, হে মদীনার লোকেরা! তোমাদের কী হল? তোমাদের মাঝে এতো পরিবর্তন কেন? তোমাদের সেই আবেগ, সেই স্পৃহা, সেই চেতনা আজ কোথায় উবে গেছে? রাসূলের যুগে তো তোমরা এমন ছিলে না।

আবু হুরায়রা রা. এর প্রশ্ন শুনে সবার মনে তোলপাড় দেখা দিল। এ কেমন প্রশ্ন? আসলে ব্যাপার কী? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কয়েকজনের বিনীত কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, হে রাসূলের সাহাবী! আমাদের মাঝে আপনি কী পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? কোন ব্যাপারে আমরা নিস্পৃহ হয়ে গেছি? চেতনাহীন হয়ে গেছি?

আবু হুরায়রা রা. এর কণ্ঠে এবার এক আকাশ বিস্ময়। বললেন, হায়... হায়...! তোমরা তাও বুঝতে পারছো না। তোমরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে ডুবে আছো। অথচ রাসূলের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, রাসূলের

Scanned by CamScanner

মহামূল্যবান মীরাস বণ্টন হচ্ছে। তোমরা কি তোমাদের অংশ নিবে না? তোমরা কি চির বঞ্চিত থাকবে? এ কেমন কথা!!

সবার কণ্ঠ এবার বেশ জোড়াল। যেন আগ্রহ উপচে পড়ছে। বলল, হে আবু হুরায়রা, কোথায় তা বণ্টন হচ্ছে? বলুন না, আমরা এখনই সেখানে ছুটে যাব। আবু হুরায়রা রা.-এর কণ্ঠ গম্ভীর, স্থির, শান্ত। বললেন, মসজিদে নববীতে।

আর বিলম্ব নয়। সবাই দৌড়ে গেল মসজিদে নববীতে। এদিকে আবু হুরায়রা রা. নির্বিকার। বাজারেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর লোকেরা ফিরে এল। তাদের কণ্ঠে অনুযোগের সুর! একরাশ আপত্তি। বলল, হে আবু হুরায়রা! আমরা মসজিদে নববীতে গেলাম। ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম। কিন্তু কই? সেখানে তো কিছু বণ্টন হতে দেখলাম না। তাহলে কোথায় তা বণ্টন হচ্ছে?

তাদের প্রশ্ন শুনে আবু হুরায়রা রা. এর শির তিরতির করে দুলে উঠল। বললেন, আচ্ছা, তোমরা কি সেখানে কিছুই দেখতে পাওনি?

লোকেরা বলল, কিছুই যে দেখিনি তা নয়। সেখানে দেখতে পেলাম, কিছু লোক নামায পড়ছে। কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াত করছে। কিছু লোক হালাল-হারাম সম্পর্কে আলোচনা করছে।

এবার আবু হুরায়রা রা.-এর কণ্ঠ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে গেল। ইস্পাত কঠিন হয়ে গেল তাঁর চেহারা। বললেন, ছি, ছি, তোমরা কি এতোই নির্বোধ! এতোই অবুঝ! এগুলোই তো রাসূলের ত্যাজ্যসম্পত্তি। রাসূলের মীরাস। উম্মতের জন্য তো তিনি এগুলোই রেখে গেছেন।

নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত তাদের চিন্তা জগতটি যেন সহসা হাজারো আলোর বিচ্ছুরণে আলোকিত হলে উঠল। তারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করল তাদের বিচ্যুতি। তাদের পথভ্রষ্ঠতা।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাব, ৭ম খণ্ড, দারুন নাফায়েস, লেবানন।
২. জমউল ফাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা।

Scanned by CamScanner

রাত দুপুরে

গভীর রাত। আকাশে তারার মেলা। আকাশ জুড়ে মিটিমিটি হাসছে তারারা। গভীর নিরবতায় ডুবে আছে চারদিক। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নগরবাসীরা ঘুমে অচেতন। নিশ্চিন্ত মনে তারা ঘুমাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির দল উড়ে যাচ্ছে বিচিত্র আওয়াজ তুলে।

গভীর রাতে অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দু'জন ব্যক্তি হেঁটে চলছেন, অলি্গলি আর রাজপথ ধরে। দীর্ঘক্ষণ চলার পরও তারা অপ্রত্যাশিত্ কিছু দেখতে পেলেন না। মদীনা শহর ঘুরে ঘুরে অবশেষে মদীনার বাইরে চলে এলেন।

চারদিক দৃষ্টি ফেললেন। না, কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে সব একাকার। তবে দূরে একটি আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। টিমটিম করে যেন আলো বিকিরণ করছে।

উমর রা. সাথীকে বললেন, চলো আসলাম, আলোটির নিকট। হয়তো কেউ বিপদে আমাদের সাহায্যের ইন্তেজার করছে বা কোন বাণিজ্য কাফেলা শহরে প্রবেশ না করে মরুভূমিতেই রাত কাটাচ্ছে। চলো... তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে আসি।

রাতের অন্ধকার চিরে তাঁরা এগিয়ে চললেন আলোকরশ্মিটি লক্ষ্য করে। নিকট থেকে আরো নিকটতম হলেন। যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ের আতিশয্যে স্তব্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ভেঙ্গে যাওয়া খসে পড়া এক জীর্ণ কুটির। একজন মহিলা বসে রয়েছে। উনুনে আগুন জ্বলছে। কড়াইয়ের উত্তপ্ত পানি ফুটে ফুটে বাষ্প হয়ে অনন্তলোকে আত্মহুতি দিচ্ছে। হাড্ডিসার মহিলার পাশে কয়েকটি ক্ষুধা-কাতর শিশু। ওরা কাঁদছে।

থেকে থেকে তাদের কান্নার বেদনাবিধূর আওয়াজ চারপাশের পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলছে। থমকে দাঁড়িয়ে আছেন ওমর রা.। ভাবনার ঝড় তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বহু দূরে। সোনা ঝরা সেই রাসূলের যুগে। আহা... এতীম, অসহায়দের তিনি কিভাবে বুকে তুলে

Scanned by CamScanner

নিতেন। সে দিন ছিল ঈদের দিন। আনন্দের বন্যা বইছিল মদীনার ঘরে-বাইরে, অলিতে-গলিতে। নতুন পোষাকে সেজে সবাই ঈদগাহে নামায পড়ে বাড়িতে ফিরে আসছে। রাসূলও বাড়িতে ফিরছিলেন। দেখলেন, পথের পাশে দাঁড়িয়ে এক এতীম বালক কাঁদছে।

রাসূল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চুমু খেলেন, অশ্রু মুছে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মানিক আমার, তুমি কাঁদছো কেন? কী হয়েছে?

বালকটি বলল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আজ খুশির দিনে কেউ আমাকে নতুন কাপড় কিনে দেয়নি।

রাসূল তার মাথায় স্নেহভরা হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, শোন, আজ থেকে আমি তোমার আব্বা। চলো আমার সাথে। বাড়িতে এনে তাকে সুন্দর নতুন জামা পরালেন। সুস্বাদু খাবার খাওয়ালেন।

এভাবে একে একে বহু ঘটনা জীবন্ত হয়ে তার চোখের তারায় ভেসে উঠতে লাগল। উমর রা. এর দু'চোখে অশ্রুর বান ছুটল। হৃদয় অস্থির হয়ে উঠল। সারা শরীর বিচলিত হয়ে উঠল। পা দুটো তাঁকে টেনে নিয়ে গেল আরো সম্মুখে। একেবারে মহিলার পাশে। বললেন, মা এরা কাঁদছে কেন?

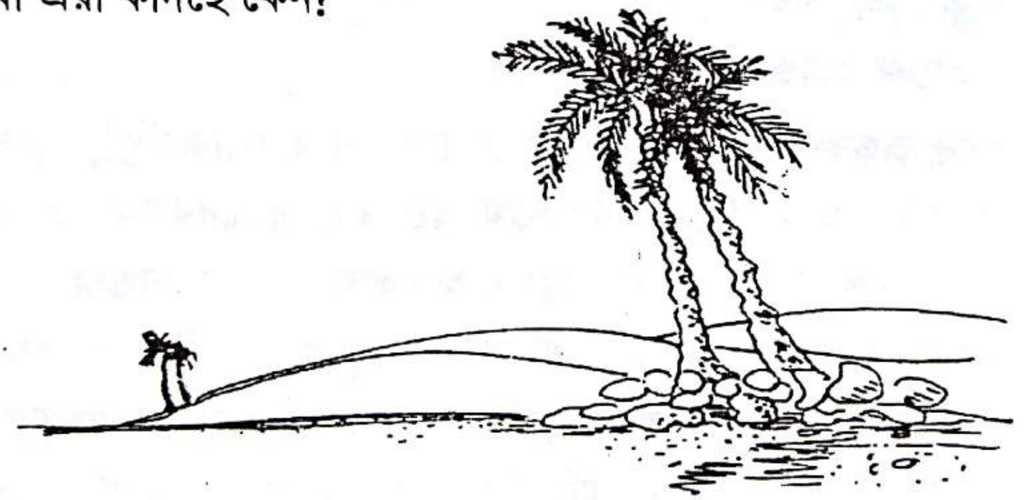

মহিলা বলল, তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে এরা কাঁদছে।

উমর রা. বললেন, পাতিলে কী পাক হচ্ছে?

মহিলা বলল, শুধু পানি গরম হয়ে ফুটছে। ওদের বলছিলাম, এই তো খাবার পাক হয়ে যাবে। আর কেঁদো না। মনে করেছিলাম, খাবারের আশায় ওরা শান্ত হবে এবং ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর বেদনায়

Scanned by CamScanner

ভরা কণ্ঠে মহিলাটি বললো, আমার আর উমরের ফয়সালা হবে কিয়ামত দিবসে। সে আমীরুল মু'মিনীন হয়ে আমাদের কোন খোঁজ খবর নিচ্ছে না।

মহিলার কথা শুনে যেন উমর রা. এর হৃদয়ে এক শক্তিশালী শেলের বিস্ফোরণ ঘটল। তিনি আর আত্মস্থ থাকতে পারলেন না। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, উমর তো আপনার খবর জানে না। জানলে হয়তো ছুটে আসতেন।

ধপ্ করে জ্বলে উঠল মহিলার কোটরাগত চোখ দুটি। বলল, নির্লজ্জের মতো একী বলছ তুমি, আমীরের দায়িত্বই তো ঘুরে ঘুরে জনসাধারণের খোঁজ খবর নেয়া।

মহিলার কথা শুনে অপরাধীর মতো মাথা নত করে রইলেন উমর রা.। অপরাধ বোধের যন্ত্রণা তিনি সইতে পারলেন না। আসলামকে বললেন, চলো ফিরে যাই।

বিশাল ইসলামী রাজ্যের কোষাগার বাইতুল মাল। তাঁরা এসে বাইতুল মালে প্রবেশ করলেন। এখানে সেখানে স্তুপাকৃত মূল্যবান সম্পদ। এগিয়ে গেলেন তাঁরা। আটা, খেজুর, চর্বি, ঘি, কিছু কাপড় ও অর্থ একটি বস্তায় ভরলেন। তারপর আসলামকে বললেন, আসলাম ধরো, বস্তাটি আমার পিঠে তুলে দাও। আসলাম কিছুতেই বস্তাটি তাঁর পিঠে দিতে চাচ্ছিলেন না।

তখন উমরা রা. বললেন ,

"এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের ধারে

আমি লয়ে যাবো বহিয়া এসব দুখিনী মায়ের ঘরে।

বন্ধু আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা

রোজ কিয়ামতের দিন কে বহিবে বল বোঝা?"

ভারি বস্তাটি তুলে নিয়ে উমর রা. নিজেই ছুটে এলেন সেই কুটিরে। আটা, খেজুর, চর্বি দিয়ে খাবার পাকানো হল। তিনি নিজ হাতে শিশুদের খাবার খাওয়ালেন। মহিলাকেও খেতে বললেন। তৃপ্ত শিশুদের আনন্দে মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু ছলছল করছে।

Scanned by CamScanner

কৃতজ্ঞতায় ভরা গদগদ কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ ই আপনাকে বিনিময় দিবেন। উমরের স্থলে আপনিই খলীফা হওয়ার যোগ্য।

উমর রা. এর হৃদয়ে এবার সদ্য বিকশিত হাসনাহেনার হাসি মুখ ফুটে উঠল, বললেন, আগামীকাল সকালে উমরের নিকট অবশ্যই যাবেন। সেখানে আমাকে দেখতে পাবেন। বিদায় নিয়ে চলে এলেন উমর রা.। সামান্য হেটে থামলেন। চোখ ভরে দেখলেন তৃপ্ত শিশুরা আনন্দে ছুটোছুটি করছে। দেখলেন, মায়ের মুখের নিটোল স্বর্গীয় হাসি। তারপর ফিরে এলেন মদীনার পথ ধরে।

Scanned by CamScanner

একটি চুমুর বিনিময়ে

বিশাল রোম সাম্রাজ্য। প্রাচুর্যের শেষ নেই। সম্পদের অন্ত নেই। সেনাশক্তির সীমা নেই। অবর্ণনীয় তার দাপট। অন্তহীন তার শক্তি। অর্ধ দুনিয়া এ সাম্রাজ্যের আওতাধীন। তাই রোম সম্রাটের অহঙ্কারের শেষ নেই। দম্ভের অন্ত নেই।

কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই সেই অহঙ্কারে চির ধরতে শুরু করেছে। সেই দম্ভের প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এতো শক্তি, এতো অস্ত্র, এতো সৈন্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে রোমানরা পরাজিত হচ্ছে আর পরাজিত হচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর হাতে চরমভাবে মার খাচ্ছে। একের পর এক রোমান শাসিত এলাকা মুসলমানরা পদানত করে নিচ্ছে।

তাই সম্রাট কায়সারের চোখে ঘুম নেই। মনে শান্তি নেই। খাবারে রুচি নেই। শুধু চিন্তা আর চিন্তা। এতো কিছু থাকার পরও যেন তার কিছুই নেই। রণাঙ্গন থেকে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে। বীর রোমানরা একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছে। কিন্তু কেন এসব হচ্ছে? চিন্তা করতে করতে মাঝেমধ্যে তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন।

গোয়েন্দাদের মুখে তিনি মুজাহিদদের অপূর্ব ঐকান্তিকতা ও আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তার কথা বারবার শুনেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের পথে জীবনকে তুচ্ছ মনে করে উৎসর্গ করার বিস্ময়কর স্পৃহা ও উদ্যমতার কথা বারবার শুনেছেন। মুসলমান যোদ্ধাদের বিভিন্ন ঘটনায় তিনি রোমাঞ্চিত হয়েছেন। বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। তাই হঠাৎ তার মাথায় একটি শখ চেপে বসল। তিনি একজন মুসলিম যোদ্ধা দেখতে চান। যার বিশ্বাসের শক্তি তিনি পরীক্ষা করবেন। যার জীবন উৎসর্গের স্পৃহার ব্যগ্রতা, তার আচার-আচরণ ইত্যাদি তিনি যাচাই করবেন।

রণাঙ্গনে রোম সম্রাটের নির্দেশ এল, 'যদি কোন মুসলিম যোদ্ধা বন্দী হয়, তাহলে তাকে যেন মহান সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করা হয়।'

Scanned by CamScanner

আল্লাহর লীলা বোঝাই দায়। সম্রাটের এই নির্দেশ আসার পর আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বন্দী হলেন। রোমানরা তাঁকে অত্যন্ত সতর্কাবস্থায় সম্রাটের দরবারে নিয়ে এল। বলল, মহামান্য সম্রাট, ইনি মুহাম্মাদের নিকটতম সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মর্যাদাবান একজন সহচর। একজন সাহাবী। আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। আমরা তাকে আপনার দরবারে নিয়ে এলাম।

দরবার থমথমে। কবরের নীরবতা বিরাজমান। সবাই উৎকর্ণ। সবাই উৎসুক। সম্রাট কী করতে চান? কী জানতে ব্যগ্র? কিন্তু সম্রাট একেবারে নীরব। তার চোখ দুটি লেগে আছে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুজাফা রা. এর চোখেমুখে, চেহারায়। জীবনের সঞ্চিত সকল অভিজ্ঞতা দিয়ে তার চেহারা থেকে তিনি কী যেন উদ্ধার করতে চাচ্ছেন। বেশ কিছু সময় নীরবতায় কেটে গেল। তারপর সম্রাটের ওষ্ঠাধর তিরতির করে কেঁপে উঠল। অত্যন্ত গম্ভীর তার কণ্ঠ। বললেন, আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বললেন, কী সেই প্রস্তাব?

সম্রাট বললেন, আমি তোমাকে খৃষ্টান হওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি তা গ্রহণ কর, তাহলে তোমাকে মুক্তি দিব। তোমাকে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান দান করব।

অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা.এর কণ্ঠে। বললেন, অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব। এ প্রস্তাব গ্রহণ করার চেয়ে হাজার বার মৃত্যুবরণ করা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

সম্রাট বললেন, আমি তোমাকে অত্যন্ত দুঃসাহসী ও বীর মনে করছি। যদি তুমি আমার প্রস্তাব মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাকে আমার শাসন কার্যে অংশীদার বানাব। তোমাকে অর্ধেক সাম্রাজ্য দান করব।

বন্দী আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. এর চেহারায় তিরস্কারভরা হাসি ফুটে উঠল। বললেন, আপনার গোটা সাম্রাজ্য এবং আরবরা যে সব ভূ-খণ্ডের মালিক হয়েছে, তাও যদি আমাকে দিয়ে দিন শুধু এই শর্তে

Scanned by CamScanner

যে, মুহূর্ত কালের জন্য আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম ত্যাগ করব, তবুও তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

এবার সম্রাটের কণ্ঠ অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠল। বললেন, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বললেন, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন। তারপর সম্রাটের নির্দেশে তাঁকে শুলিকাষ্ঠে চড়ানো হল। সম্রাট তীরন্দাজদের বললেন, তোমরা তাঁর হাতের আশেপাশে তীর ছুঁড়তে থাকবে আর আমি তাকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকব। তাই করা হল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. অত্যন্ত নির্ভীক। অসম্ভব অটল ও অনঢ়। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

তারপর সম্রাট তীরন্দাজদের কানে কানে বলে দিলেন, তোমরা তার পায়ের আশে পাশে তীর ছুঁড়তে থাকবে। আর আমি তাকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকব। তাই করা হল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. নির্ভীক। একেবারে অটল ও অনঢ়। ঘৃণাভরে তিনি সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট দেখলেন, এতেও কাজ হচ্ছে না। তাঁর মনের দৃঢ়তা ও শক্তি ভাঙ্গতে আরো কঠিন কিছু করতে হবে। তিনি তাঁকে শুলিকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। একটি বিরাট ডেকে তেল ঢেলে আগুনের উপর বসিয়ে দিলেন। আগুনের উত্তাপে তেল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল। তারপর দু'জন মুসলিম বন্দীকে ডেকে এনে তাদের একজনকে তাতে ছুঁড়ে মারতে নির্দেশ দিলেন। ফুটন্ত তেলে নিক্ষিপ্ত হয়ে মুহূর্তে সেই বন্দীর গোশত গলে গলে হাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হাড়গুলো গোশতহীন অবস্থায় ফুটতে লাগল। সে এক হৃদয়বিদারক অবস্থা। এক সকরুণ চিত্র।

তারপর সম্রাট আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. এর দিকে ফিরে তাকালেন। ভাবলেন, এবার হয়তো কাজ হবে। তাই তাঁকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু সম্রাটের আশার গুড়ে বালি। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. পূর্বের চেয়ে আরো বেশি ঘৃণার সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

Scanned by CamScanner

এবারও সম্রাট নিরাশ হলেন না। ভাবলেন, আরেকটু চেষ্টা করতে হবে। তারপর সম্রাটের নির্দেশে আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. এর চোখের সামনে অন্য এক মুসলিম বন্দীকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হল। সাথে সাথে তাঁর হাড় থেকে গোশত পৃথক হয়ে উত্তপ্ত তেলে ফুটতে লাগল। সে এ করুণ চিত্র! সে এ নির্মম দৃশ্য !! তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। নীরবে অশ্রুর ধারা নেমে এল তাঁর চোখ বেয়ে।

সম্রাটকে বলা হয়, তিনি কাঁদছেন। সম্রাট ভাবলেন, হয়তো কাজ হয়েছে। তাঁকে সম্মুখে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সম্রাট তাঁকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার আবেদন জানালেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাটের চেহারায় এবার বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। বললেন, ছি, তাহলে তুমি কাঁদছিলে কেন?

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. এর কণ্ঠ অত্যন্ত প্রশান্ত। কোন ভয়ের আভাস নেই। কোন শঙ্কার চিহ্ন নেই। বললেন, আমার কাঁদার কারণ শুনবেন? তাহলে বলছি, আমি আমার মনকে বললাম, এখন তোমাকে এই ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হবে। নিমিষে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আমি তো চাই, শরীরের লোমের সংখ্যা পরিমাণ আমার প্রাণ হলে আমি প্রত্যেকটি প্রাণকে আল্লাহর পথে এই ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করব। কিন্তু আমার প্রাণ তো একটি। এ অক্ষমতার জন্যই দুঃখে আমি কাঁদছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা.এর এ কথা সম্রাটের হৃদয়ে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করল। দারুণ তোলপাড় সৃষ্টি করল। তিনি একেবারে হতবাক। একেবারে হতবুদ্ধি। চোখের আলো ঝাঁপসা হয়ে এল। অহঙ্কারে উদ্ধত শির ধীরে ধীরে অবনত হয়ে এল। ভাবান্তরের পর ভাবান্তর ঘটতে ঘটতে তার অন্তরটাই যেন পাল্টে গেল। এখন আর এই রোম সম্রাট সেই রোম সম্রাট নয়। এ যেন এক অন্য সম্রাট। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা.-এর সামনে সিংহাসনে তিনি বসে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় নীরবে কেটে গেল। তারপর অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে

Scanned by CamScanner

বললেন, তুমি কি আমার কপালে একটি চুমু খাবে? তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব।

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বললেন, আমার সঙ্গী আশিজন মুজাহিদকেও মুক্ত করে দিতে হবে।

সম্রাট বললেন, বেশ, তাই হবে। সকলকে মুক্ত করে দিব।

আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. ভাবলেন, আল্লাহর এক শত্রুর ললাটে একটি মাত্র চুমুর বিনিময়ে যদি সে আমাকেসহ সব বন্দী মুসলমানকে মুক্তি দেয়, তাহলে তো তাতে কোন ক্ষতি নেই। কোন আপত্তি নেই।

তিনি এগিয়ে গেলেন। আরো এগিয়ে গেলেন। একেবারে সম্রাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার ললাটে চুমু খেলেন। সম্রাটও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. সহ সকল বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন।

মুক্তির পর আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. মদীনায় এলেন। আমীরুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রোম সম্রাটের দরবারের সেই ঘটনা আগাগোড়া শুনালেন। ঘটনা শুনে উমর রা. অত্যন্ত আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে বললেন, এখন প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা.-এর ললাটে চুমু খাওয়া। আর আমিই তা শুরু করছি। উমর রা. দাঁড়িয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। উপস্থিত সবাই উমর রা. এর অনুসরণ করে একে একে সবাই চুমু খেলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল ইসাবা, ২য় খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা
২. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা
৩. তারীখুল ইসলাম লিজ্জাহাবী, ২য় খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা

Scanned by CamScanner

জ্যোতির্ময় আদর্শ

রোগ শয্যায় শায়িত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.। কয়েক দিন যাবৎ খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। সব কিছুই বিস্বাদ লাগে। কিছুই মুখে রুচে না। অনাহারে অনাহারে শরীরের লাবণ্য আর পুষ্টতা মিলিয়ে গেছে। তবুও খাবারের প্রতি তাঁর একটুও আকর্ষণ নেই।

এদিকে স্বামীর রোগে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের স্ত্রী ভীষণ চিন্তিত। সারাক্ষণ নানা চিন্তা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ, কখন যে কী হয়ে যায় তা তো বলা যায় না। অদৃশ্যের খেলা কেউ জানে না। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো হাত নেই। তবু শেষ চেষ্টাটুকু তিনি করেই যাচ্ছেন। তাই রাতদিন স্বামীর সেবা-শুশ্রুষায় নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। এতে একটুও ত্রুটি করছেন না।

একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর মাছ খেতে চাইলেন। স্বামীর খাওয়ার বাসনা স্ত্রীর মনে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু মরু বিয়াবানের দেশে মাছ পাওয়া যে এক দুষ্কর ব্যাপার। যেখানে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি। ধূ ধূ মরুসীমানা চলে গেছে দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে। এখানে মাছ পাওয়ার আশাই বৃথা। আশার প্রদীপ যেন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল।

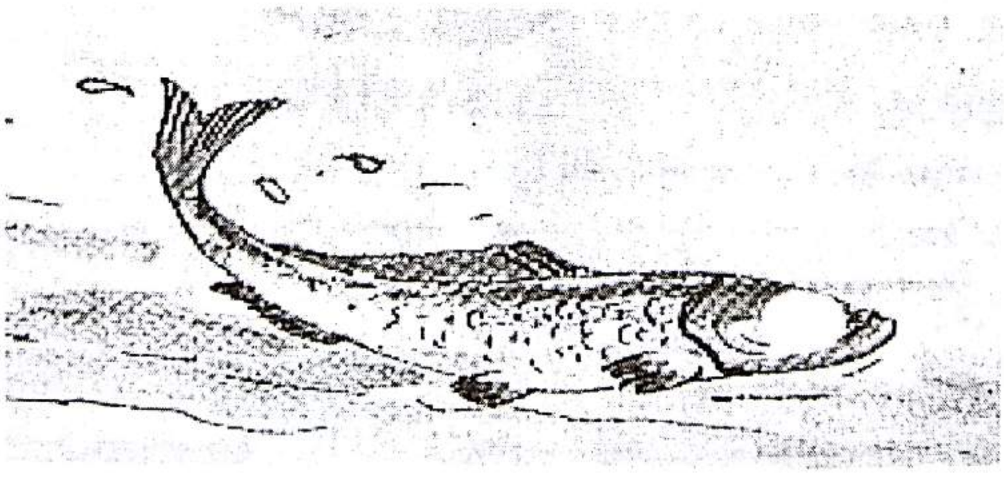

এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বন্ধুমহল, শুভাকাঙ্খীরাও কম চিন্তিত নন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখোঁজি করতে লাগলেন।

Scanned by CamScanner

অবশেষে বহু চেষ্টা তদবিরের পর একটি মাত্র মাছ মিলল। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের স্ত্রী মাছটি আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন। মনের সব মাধুরী, অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দিয়ে মাছটি পাকালেন।

খুশবুতে সারা বাড়ি মৌ মৌ করতে লাগল। গৃহ সুবাসিত হয়ে উঠল। সে কী সৌরভ! আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে আজ বেশ হাসি খুশি মনে হচ্ছে। তিনি সবিনয় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মাছটি তুলে মুখে নিচ্ছিলেন। অমনি তাঁর কানে ভেসে এল এক আর্তধ্বনি। এক বেদনাবিধূর কণ্ঠ। মা! বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়ার কিছু আছে কি ? ভিক্ষুকের করুণ কণ্ঠস্বর তার মনে এক ভাবান্তরের ঝড় বইয়ে দিল। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অশ্রুছল্‌ছল্‌ নয়নে আস্ত মাছটি তিনি ভিখারির হাতে তুলে দিলেন।

স্বামীর এ কাণ্ড দেখে স্ত্রী তো অবাক। বিস্ময় আর বিমূঢ়তায় ক্ষণকাল থ মেরে রইলেন। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে তার মাথায়। রাগে আর ক্ষোভের প্রচণ্ডতায় অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীকে কি আর কটু কথা বলা যায়? তাই নিজেই নিজেকে সামলে নিয়ে কোমলতা আর আর্দ্রতা মিশিয়ে স্বামীকে বললেন,

এ কী করলেন আপনি? মিসকিনকে দান করার মত তো ঘরে আরো অনেক কিছুই ছিল। এত কষ্ট, এত তালাশের পর অর্জিত মাছটি দিয়ে দিলেন? তা থেকে একটু খেলেও তো মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম। কতো দিন হল কিছুই মুখে দিচ্ছেন না। ভাবছিলাম, আজ একটু খাবেন। কিন্তু হায় ...

এতক্ষণে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. মুখ খুললেন। স্ত্রীর কাছ থেকে এরকম কিছু একটা হবে তা আগেই তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বললেন, ছি, এ কী বলছো তুমি? প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস কি তুমি শোননি ? তিনি বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه

Scanned by CamScanner

‘এমন ব্যক্তি কখনো মুমিন হতে পারে না, যে নিজের জন্য যা ভালবাসে তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য ভালবাসে না।”

এখন তুমিই বল, নিজের জন্য যা কামনা করি, ঠিক তাই যদি অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য কামনা না করি, তাহলে কি আমি মুসলমান হতে পারব? সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আমি তো প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাজারো বাণীর মধ্যে মাত্র একটির অনুসরণের চেষ্টা করলাম।

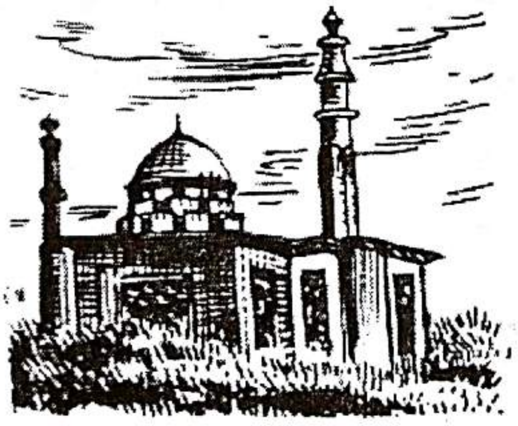

Scanned by CamScanner

ত্রিশ হাজার দিনারের কাহিনী

রবীয়া ইবনে যিয়াদ রা. ইসলামের ইতিহাসে এক সিংহপুরুষ। এক অমর ব্যক্তিত্ব। খোরাসানের অবিসংবাদিত শাসনকর্তা। সিজিস্তানের মৃত্যুঞ্জয়ী বিজয়ী নেতা। যাঁর বাহিনী চির দুর্জয়। যাঁর গতি চির দুর্বার। যাঁর শক্তি চির দুর্দম।

সেই রবীয়া ইবনে যিয়াদ রা. এর দীর্ঘদিনের আশা, হৃদয়ের মণিকোঠায় লালিত বর্ণিল স্বপ্ন, ঐতিহ্যবাহী নগরী মা'ওয়ারাউন্নাহর। তিনি ভাবেন, নগরীর নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে। চিন্তা করেন, কীভাবে তাদের নিকট স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছে দিবেন? কীভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন?

ভাবতে ভাবতে একদিন সত্যই মুজাহিদ বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সাথেসাথে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র আর রণসামগ্রী সমবেত করলেন। তারপর শুরু করলেন যুদ্ধযাত্রা।

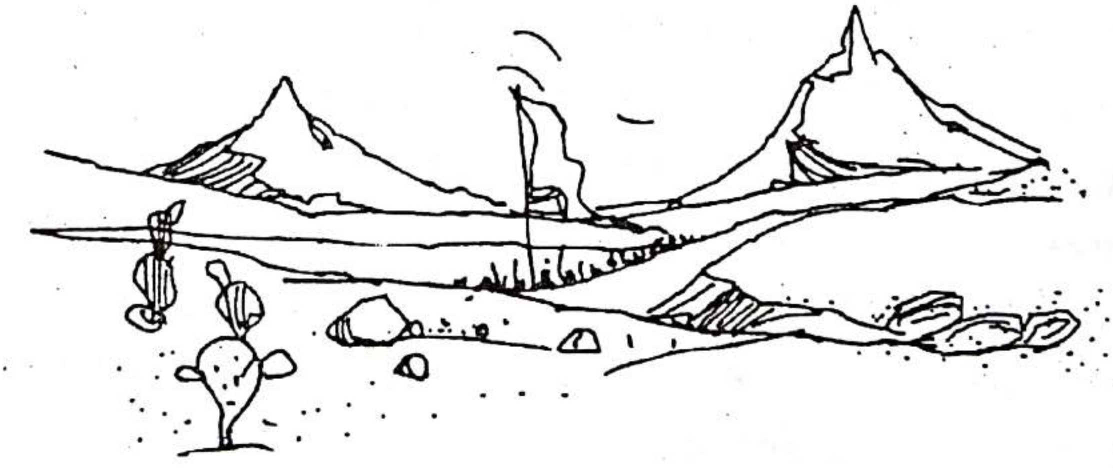

মরুর ধূলি উড়িয়ে, কাটাগুল্ম আর টিলা পেরিয়ে তীর-তীব্র গতিতে ছুটে চললেন মা'ওয়ারাউন্নাহরের অভিমুখে। জালিম শাসকের দাস বাহিনীরও টনক নড়ে উঠল। তারাও এগিয়ে এল বীরদর্পে। মুখোমুখি হল উভয় বাহিনী। বেজে উঠল রণদামামা। তারপরই শুরু হল যুদ্ধ। রক্তের হোলিখেলা। অশ্ব-খুরের আঘাতে আঘাতে উঠল

Scanned by CamScanner

ধূলিঝড়। তরবারির ঘর্ষণে ঝলকে উঠল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। আহত যোদ্ধার আর্তচিৎকারে, ভয়াতুর অশ্বের হ্রেষারবে রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ল এক অভাবনীয় আতঙ্ক। এক অকল্পনীয় ত্রাস। মুজাহিদ বাহিনী মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। পরিশেষে নেমে এল আল্লাহর মদদ। বিজয়-মাল্য ছিনিয়ে আনল মুজাহিদ বাহিনী।

ফররুখ। সেনাপতি ইবনে যিয়াদ রা. এর বিশ্বস্ত দাস। এ যুদ্ধে সে ছিল একেবারে নির্ভীক দুর্বার। মনিবের অদূরে থেকে অকল্পণীয় বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে যুদ্ধ করেছে। মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। তাই মনিব ইবনে যিয়াদ তার শৌর্যবীর্য ও কর্তব্যনিষ্ঠায় অত্যন্ত আনন্দিত। দারুণ বিমোহিত।

বিজয়ী মুজাহিদ বাহিনী রণাঙ্গন ছেড়ে সিরদরিয়া অতিক্রম করল। নদীর স্ফটিক সদৃশ শীতল ছলছলে পানি দেখে সেনাপতি ইবনে যিয়াদ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। নদীর পানিতে ওজু করে দু'রাকাত নামায পড়লেন। কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হয়ে আল্লাহর কুদরতী পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সাহাবী রবীয়া ইবনে যিয়াদ রা. আজ খুব আনন্দিত। তাঁর ধমনীতে, তাঁর শিরায় শিরায় উল্লাসের বান ডেকেছে। তিনি আজ মুক্ত আকাশের নীলিমায় বিহঙ্গের ন্যায় দু'ডানা মেলে উড়ে যেতে চান সূদুর আনন্দালোকে। সহসা তাঁর মনে পড়ল ফররুখের কথা। কাছে ডাকলেন। স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়-পিঠে। তারপর তাকে মুক্ত করে দিলেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রাপ্য অংশ দিলেন। নিজেও তাকে প্রচুর উপঢৌকন দিলেন।

এরপর দু'বৎসর যেতে না যেতেই সাহাবী রবীয়া ইবনে যিয়াদ রা. ইন্তেকাল করলেন। পিতৃতুল্য মনিবের এ বিয়োগ বেদনা ফররুখের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলল। জীবনের সকল আশা ভরসার প্রদীপ শিখা যেন নিমিষের দমকা হাওয়ায় দপ্ করে নিভে গেল। উন্মনা হয়ে পড়ল ফররুখের মন। কিছুই ভাল লাগে না।

Scanned by CamScanner

ক্রমেই এই মানসিক অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা তাঁকে অক্টোপাসের মতো গ্রাস করতে লাগল।

ফলে তিনি চলে এলেন মদীনায়। রওজায়ে আত্হারের সাহচর্যে। মদীনায় স্বর্গীয় পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করল। চির বসবাসের আশায় এক চিলতে ভিটেমাটি ক্রয় করে একটি বাড়ি তৈরি করলেন। তারপর বিদূষী, বুদ্ধিমতি ও ধার্মিক এক রূপসীর পাণিগ্রহণ করে সুখের নীড় রচনা করলেন। দাম্পত্যজীবনের নিবিড় ভালবাসা, নির্মল প্রেম আর মমতায় ভরে গেল তাঁর অন্তর। কালের গতি প্রবাহে, সময়ের তালে তালে ফররুখের জীবন আপন গতিতেই চলতে লাগল।

কিন্তু এ সুখ, এ আনন্দ, এ ভালবাসা তো প্রকৃত মুজাহিদের ধাতে সইবার নয়। এ তো মুজাহিদের প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ। যে জীবনে রোমাঞ্চ নেই, মুজাহিদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। অলঙ্কারের রিনিঝিনি মধুর ধ্বনির চেয়ে রণাঙ্গনের উত্তেজনাময় মুহূর্তের তরবারীর ঝন্‌ঝনাৎকার আওয়াজ তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। তাই ফররুখ বারবার ভাবনার জগতে হারিয়ে যেতে লাগল। বারবার হৃদয়পটে অতীতের স্মৃতি উঁকি দিতে লাগল। আল্লাহু আকবার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে। প্রকম্পিত হয়ে উঠছে রণাঙ্গন। বাজছে কাড়ানাকাড়া। উর্ধ্বশ্বাসে ধূলিঝড় উড়িয়ে শত্রু শিবির পানে ছুটে যাচ্ছে মুজাহিদ বাহিনী। তরবারির আঘাতে আঘাতে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো, সেই শাহাদাতের অমীয় পিয়াসার ব্যগ্রতা তার মনকে অবিরাম রণাঙ্গনের পথে আকর্ষণ করতে লাগল। ফলে আবার চঞ্চল হয়ে উঠে তাঁর মন। অধীর হয়ে উঠে তাঁর হৃদয়। এদিকে যখনই মুজাহিদ বাহিনীর বিজয়বার্তা মদীনায় পৌঁছে তখনই উজ্জীবিত হয়ে উঠে তাঁর মন। ধমনির রুধির ধারা নৃত্যের তালে তালে উল্লাস করতে থাকে।

এক শুক্রবারের কথা। ফররুখ মসজিদে নববীতে গেলেন নামায পড়তে। ইমাম সাহেব মিম্বারে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। আম জনতাকে জিহাদে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন। এবার আর ফররুখ

Scanned by CamScanner

আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। মুজাহিদের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ি ফিরে এলেন।

স্ত্রী শুনে তো একেবারে তাজ্জব। আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল তার মাথায়। স্নায়ুর শিরা উপশিরাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ল। দুশ্চিন্তায় চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। তাহলে, তাহলে আমার কী হবে! আমি কোথায় যাব? কার আশায় ধরে রাখব এ জিন্দেগী!

বেদনাবিধুর হৃদয়ের আকুলতা ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। স্বামীকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, তাহলে আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছো? কে আমার দেখাশোনা করবে? মদীনায় তো আমার আপনজন কেউ নেই। তদুপরি আমি অন্তঃস্বত্ত্বা। অনাগত এ নিষ্পাপ শিশুর প্রতিপালনের কী ব্যবস্থা করে যাচ্ছো?

স্ত্রীর আবেগভরা বিজড়িত কণ্ঠ শুনে ফররুখ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। ঘূণাক্ষরেও ভাবেননি, তাকে এমন একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। নির্বাক-নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। চিন্তায় চিন্তায় পেরেশান তার হৃদয়। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-মালার বুক চিরে ছুটে চললেন অজানা উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ পর আত্মস্থ হলেন। নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, কোন ভয় নেই। উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাতে ছেড়ে যাচ্ছি। আর এই নাও ত্রিশ হাজার দিনার। এগুলো ব্যবসায় লাগাবে। লভ্যাংশ দিয়ে তোমার ও অনাগত সন্তানের খরচ বহন করবে। তারপর ফররুখ মুজাহিদদের কাফেলার সাথে রণাঙ্গনে চলে গেলন।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ফররুখের এক সন্তান হল। যেন পূর্ণিমার চাঁদ। যেন সুবহে সাদিকের শুকতারা। বরং তার চেয়েও উজ্জ্বল। অনুপম তার মুখশ্রী। ডাগর তার চক্ষু-তারকা। উন্নত তার নাসিকা। ফোকলা মুখে তার মিষ্টি মধুর হাসি দেখে সবাই উন্মানা। বিস্ময়ের বিমুগ্ধ। আদর করে মা তাকে রবিয়া নামে ডাকতে লাগলেন।

সেই ছোট্ট রবিয়া এখন শৈশবে পা দিয়েছে। দারুণ চঞ্চল। ললাটের রেখায় রেখায় বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি। কথায়-কাজে ফুটে উঠে সুপ্ত

Scanned by CamScanner

প্রতিভা আর দূরদর্শিতার আভা। মা তাঁকে মমতার আঁচলে আটকে রাখলেন না। শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ফলে অল্প বয়সেই হাতেখড়ি হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল লেখাপড়া। এদিকে চারিত্রিক পরিচর্যার জন্যও মা আরেকজন শিক্ষক নিয়োগ করলেন। তাই ইলম অর্জনের সাথে সাথে চারিত্রিক সুষমায়ও অপরূপ হয়ে উঠল তার জীবন।

কয়েক মাসেই রবীয়া কুরআন হিফজ করে ফেলল। তার কণ্ঠস্বর কোমল মাধুর্যে ভরা। তাই তার তিলাওয়াত শুনে সবাই পুলকে আপ্লুত। সবাই অভিভূত। সবাই তাকে বাহবা দেয়। রবীয়া এতে দারুণ উৎসাহ পায়। তার চলার গতি আরো বেড়ে যায়।

অধ্যবসায় তার জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে কিছুদিন যেতে না যেতেই সবাইকে ছাড়িয়ে সামনে চলতে থাকলেন। ইলমে হাদীস, ইলমে কুরআন, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

ছেলের এ অগ্রগতি, উন্নতি, ইলম-প্রীতিতে রবীয়ার মা আনন্দে অধীর। তাই দু'হাতে তার শিক্ষকদের নিকট উপঢৌকন পাঠাতে থাকেন। তাঁদের খোঁজ খবর নিতে থাকেন। একমাত্র পুত্র রবীয়াকে মনের মত গড়ে তোলার জন্য এক অসাধারণ স্পৃহা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর সে পথেই তিনি ছুটতে থাকেন। অকুণ্ঠ চিত্তে টাকা-পয়সা, ধনদৌলত ব্যয় করতে থাকেন।

সেই যে ফররুখ মুজাহিদদের কাফেলার সাথে রণাঙ্গনে চলে গেছে। আর ফিরে আসেনি। মাসের পর মাস এসেছে। বৎসর গড়িয়ে বৎসর এসেছে। কিন্তু ফররুখ আর ফিরে আসে নি। স্ত্রীর নিকট একটি চিঠিও পাঠায় নি। প্রিয়তম স্বামীর জন্য কতো যে বিচলিত হয়েছেন। কতো রাত দুশ্চিন্তায় ছটফট করে কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়েছেন, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে।

দাম্পত্যজীবনে যে স্বাদ, যে তৃপ্তি আর মাধুর্য তার জীবনে ধূমকেতুর ন্যায় একবার এসেছিল, তার স্মৃতিচারণ করতে করতে প্রায় অস্থির বেকারার হয়ে পড়তেন। গাঢ় বিষণ্ণতা হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন

Scanned by CamScanner

করে ফেলত। চোখ ফেটে অশ্রুধারা নেমে আসত। দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতেন। প্রাণের অনুভূতির কথা বলতেন আর কাঁদতেন। তারপর নবজীবন লাভ করতেন। নব উদ্দমে রবীয়াকে তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

রবীয়া এখন উঠতি বয়সের তরুণ। সুঠাম, সুন্দর শক্তিশালী তাঁর দেহ। কর্মঠতায় ভরপুর তাঁর শরীর। প্রতিবেশী মহিলারা আর বান্ধবীরা প্রায়ই এসে রবীয়ার মাকে সন্তনার সুর মিলিয়ে বলে, রবীয়ার মা, তোমার ছেলে তো বেশ চতুর। খুব প্রতিভাবান। অল্পবয়সে অনেক কিছু শিখেছে। এবার তাঁকে ব্যবসা ধরিয়ে দাও। তোমার এই ক্ষুদ্র সংসারটা সে চালিয়ে নিবে। সহমর্মিতামূলক এধরণের কথা দুঃখিনী মায়ের দুঃখের যাতনা বহুগুণে বাড়িয়ে দিত। বিষাক্ত তীরের ন্যায় তাঁর বক্ষভেদ করত। তিনি শুধু রুক্ষতার আভাস টেনে প্রতিউত্তরে বলতেন, ইহ ও পরকালকে তার জন্য যা কল্যাণকর আমি তারই দু'আ করছি। তবে সে তো ইলম অর্জন ও বিতরণে তার জীবন কাটিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে।

রবীয়ার মনোবল ইস্পাত কঠিন। ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অত্যন্ত কঠোর। মসজিদে নববীর তরঙ্গায়িত দরস-মজলিসগুলোতে পিপাসার্ত চাতকের ন্যায় পড়ে থাকেন। মুষ্টিমেয় অবশিষ্ট সাহাবীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁদের সাহচর্যে দিনরাত কাটিয়ে দেন।

তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেন রাসূলের স্নেহধন্য প্রিয় সাহাবী, রাসূলের একনিষ্ঠ খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.। মনেপ্রাণে তিনি তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁর সাহচর্যে পড়ে থাকতেন। তাবেয়ীদের মাঝে হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, সালমা ইবনে দীনার, মাকহুল ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় উস্তাদ।

দিবানিশির অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। শীর্ণ হয়ে পড়ল তাঁর দেহ। এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে কিছু বললে মৃদু হাসেন। তারপর বলেন, বড়দের মুখে শুনেছি, তাঁরা বলতেন, ইলম তোমাকে তার কিয়দাংশ দিবে না, যতক্ষণ না তুমি তাকে তোমার সব কিছু বিলিয়ে দিবে।

Scanned by CamScanner

সময়ের ব্যবধানে রবীয়ার জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এবার তিনি ইলম বিতরণ শুরু করলেন। শুরুতে মসজিদে নববীর খোলা চত্বরে ক্ষুদ্রাকারে তাঁর দরস-মজলিস বসত। ধীরে ধীরে তাঁর দরস-মজলিসের কলেবর বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুনাম সুখ্যাতি মদীনা ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চারদিক থেকে বহু তালেবে ইলম তাঁর মজলিসে এসে জড়ো হতে লাগল। ফলে তাঁর দরস-মজলিস হল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী দরস-মজলিস। এক অবিসংবাদিত দরস-মজলিস।

রবীয়ার জীবনযাত্রা অত্যন্ত স্বচ্ছ। অত্যন্ত সুন্দর, নির্বিঘ্ন। দিবসের একাংশ মসজিদে নববীতে ইলম বিতরণের কাজে মগ্ন থাকেন। আর বাকি অংশ মায়ের সেবা করে কাটান।

সে দিন মদীনার আকাশ-বাতাস আর নৈসর্গিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত মায়াময়। রক্তলাল পরাগ ছড়িয়ে মরুর সূর্যটি অস্তমিত হয়েছে। এখন আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ। জ্যোৎস্না ধোয়া রজনী। আলোয় আলোয় ভরে আছে আকাশ। আকাশজুড়ে প্রচুর মেঘমালার আনাগোনা। যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় যেন আজ গোটা মদীনা স্বপ্নপুরী।

এখানে পথেঘাটে পথচারীদের আনাগোনা কমেনি। পথচারীদের সাথে এক অশ্বরোহী ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেলেও সুঠাম, সুদর্শন পেশীবহুল তাঁর অবয়ব। চোখের তারায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি। অবয়ব জুড়ে এক অস্থির ভাব। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর মদীনায় ফিরে এসেছেন। রেখে যাওয়া সেই বাড়িটি কি এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে? পরম প্রেয়সী স্ত্রী কি এখনো তাঁর জীর্ণ কুটিরটি আকড়ে ধরে আছে? না কালের বিবর্তনে সব হারিয়ে গেছে অন্ধকার আবর্তে। কিছুই যে তাঁর জানা নেই।

চলতে চলতে সহসা হৃদয়াকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল। স্মৃতির ঝাপটা বায়ু তাঁকে অনেক দূর উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। নিরাশার কালো মেঘে ছেয়ে আছে স্ত্রীর মুখমন্ডল। কান্নাবিজড়িত তাঁর কণ্ঠ। ছলছল তাঁর

Scanned by CamScanner

মায়াময় মুখ। বলছে, হে আবু আব্দুর রহমান, জিহাদে যাচ্ছো বেশ ভাল, কিন্তু অনাগত সন্তানের কী ব্যবস্থা করলে?

সাথে সাথে শিউরে উঠল শরীর। চিন্‌চিন্‌ করতে লাগল হৃদয়। হ্যাঁ, অনেকদিন হল। সন্তানটি জানি কেমন আছে। পিতা হয়ে সন্তানের কোন খবর রাখিনি। ভারি অন্যায় করেছি। স্ত্রীর কাছে মাত্র ত্রিশ হাজার দেরহাম রেখে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া তো আর কিছু করিনি।

নানা চিন্তা করছে আর ধীর গতিতে পথ ধরে চলছে। ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে মদীনা নগরীতে। পথঘাট চিনতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সুঠাম, সতেজ, খুসনুমা তার অশ্ব। কাঁধে ঝুলছে ঝকঝকে তরবারি। কিন্তু একবারও কেউ তাঁর দিকে বিস্মিত হয়ে তাকায় না। পরিচয় জিজ্ঞেস করে না। কারণ মদীনায় এ দৃশ্য নতুন নয়। প্রায় প্রতিদিনই নব গঠিত মুজাহিদ বাহিনী রণাঙ্গনে যাচ্ছে আর পুরাতনরা ফিরে আসছে।

অতীতের সোনালী স্মৃতি মন্থন করতে করতে সহসা অশ্বারোহী তাঁর বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সদর দরজা খোলা। একেবারে হা করে আছে। যেন তারই ইন্‌তেজারে, তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। উঁকি মারলেন। সন্ধানীদৃষ্টি তাঁর চোখের তারায়। দেখলেন, হ্যাঁ, এই তো তাঁর নিজ হাতে তৈরি বাড়ি। এখনো সেই অবস্থায় অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে। চন্‌মনিয়ে উঠল হৃদয়। এক ঝাঁক আনন্দ আর স্ফূর্তি ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। সোজা উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন। বুকভরা তাঁর আশা। চোখ ভরা তাঁর আকুতি। এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন।

সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ কালে খট্‌খট্‌ আওয়াজ হয়েছিল। তাই গৃহকর্তা সন্দিগ্ধ হয়ে ছুটে এলেন রেলিংয়ে। দেখলেন, জ্যোস্না স্নাত উঠান। চাঁদের আলোতে ঝলমলে চারদিক। উঠানে আলো-আঁধারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক অশ্বারোহী। হাতে বর্শা, কাঁধে ঝকঝকে তলোয়ার।

Scanned by CamScanner

এ দৃশ্য গৃহকর্তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। খালি গায়েই সিঁড়ি ভেঙ্গে তেড়ে এলেন দ্বিতল থেকে। চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন, পেশী বলে কী করতে চাও? কেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে?

অশ্বারোহী তো হতবাক। হতবুদ্ধি। বিমূঢ়তা যেন ঠেসে ধরেছে তার জিব। গৃহকর্তার চিৎকার ধ্বনি শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এল। ঘিরে ফেলল অশ্বারোহীকে। গৃহকর্তা এবার আরো বেশি উত্তেজিত। বলল, দুরাচার, তোর আর রক্ষে নেই। চল এবার কাজীর দরবারে। বিচার না হলে আজ আর তোকে ছাড়ছি না।

অশ্বারোহীও ক্ষিপ্ত। চিৎকার করে বলল, সাবধান, সামলে কথা বল। আমি দুরাচার নই। তুই দুরাচার। এটা আমার বাড়ি। এ বাড়ি আমি নিজে তৈরি করেছি। তুই এখানে কে? কী তোর পরিচয়? এ কথা বলেই অশ্বারোহী চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন। কণ্ঠে তাঁর দৃঢ়তা। বললেন, আপনারা কেউ কি ফররুখকে চিনতেন? আমিই সেই ফররুখ। আজ থেকে ত্রিশ বৎসর আগে স্ত্রীকে এ বাড়িতে রেখে আমি জিহাদে গিয়েছিলাম।

গৃহকর্তার মাতা দ্বিতলের এক কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন। শোরগোলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটি চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেলেন ঘুমের ঘোরে। কণ্ঠটি যেন অতি পরিচিত। বলছে, আমিই সেই ফররুখ। আজ থেকে ত্রিশ বৎসর আগে...

কথাটি তার কর্ণকুহরে পৌঁছামাত্রই সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের শক হল। ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রেলিংয়ে। দেখলেন, উঠানে প্রতিবেশীদের ছোট্ট জটলা। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক অশ্বারোহী। তিনি আর কেউ নয়। তারই প্রাণপ্রিয় স্বামী ফররুখ। বাকবিতণ্ডা হচ্ছে। পরিবেশ খানিকটা উত্তপ্ত।

হতবুদ্ধিতায় তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে এল। উত্তেজনায় শিউরে উঠল গোটা শরীর। বুক চিরে বেরিয়ে এল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর। বসন্তের হাওয়ায় যেন দোল খাওয়া কলি। বললেন, রবীয়া, ওকে আসতে দাও। ও তো তোমার আব্বা।

Scanned by CamScanner

মুহূর্তের ব্যবধানে চরম উষ্ণতা পরম হৃদয়তায় পরিণত হল। রবীয়া তার পিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখে তাঁর অবোধ শিশুর টলটলে অশ্রু। পিতা পুত্রের ললাটে স্নেহের গভীর চুমু এঁকে দিলেন। এক মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল। এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হল। এরপর প্রতিবেশীরা চলে গেল। দ্বিতীয় তলা থেকে নেমে এলেন রবীয়ার মা। দীর্ঘ তিন দশক পর প্রিয়তম স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে নয়ন তাঁর অশ্রু ছলছল। এ যেন এক তেলেসমাতি কাণ্ড। এক অলৌকিক ব্যাপার।

জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোর ছড়াছড়ি। আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিক নিঝুম। গোটা মদীনা ঘুমের কোলে। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মাঝে মাঝে দু'একটি বিহঙ্গের ডানা ঝাপটানির আওয়াজ ভেসে আসছে। দূর থেকে ভেসে আসছে লা-ওয়ারিশ কুকুরের ঘেউ ঘেউ ধ্বনি। এমনি মোহময় মুহূর্তে রবীয়ার পিতা-মাতার চোখে ঘুম নেই। তাঁরা অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলছেন। জিহাদের ময়দানের কথা। রোমাঞ্চকর কাহিনী। নিরুদ্দেশ হওয়ার পরের কাহিনী। আরো কতো কী! কিন্তু রবীয়ার মায়ের মাথায় অন্য চিন্তা। অন্য ভাবনা। স্বামীর গচ্ছিত ত্রিশ হাজার দিনার তো রবীয়ার প্রতিপালনেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কী বলে স্বামীকে বুঝ দিবেন। এক ছেলের প্রতিপালন আর শিক্ষাদীক্ষায় এতো টাকা ব্যয়, সে তো এক অকল্পনীয় ব্যাপার। স্বামী কি এ ব্যাপারটি সহজে মেনে নিতে পারবেন ?

দুশ্চিন্তার একটি ঝাঁক তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ আর স্ফূর্তি দুশ্চিন্তার আবর্তে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে। সহসা ফররুখ তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, রবীয়ার মা, চার হাজার দিনার সাথে করে এনেছি। তোমার কাছে ছিল ত্রিশ হাজার দিনার। সেগুলো আন। একসাথে সবগুলো রেখে দেই। সময়-সুযোগে একটি বাগান বা পোড়োবাড়ি কিনে ফেলব। তার আয় দ্বারা বাকি জীবন কাটিয়ে দিব। স্ত্রী নীরব। যেন অন্যমনস্ক। কথার কোন উত্তর দিচ্ছে না। স্বামী আবার বললেন, রবীয়ার মা, দিনারগুলো কোথায় রেখেছো? নিয়ে এসো একসাথে রেখে দেই।

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর কণ্ঠ গম্ভীর। বলল, যেখানে তা হেফাজত করার ঠিক সেখানেই হেফাজত করেছি। ইনশাআল্লাহ , দু'এক দিনের মধ্যেই তা এনে দিব।

মিনার হতে আযানের সুললিত ধ্বনি ভেসে এল। সালাতের আহ্বানে ফররুখের হৃদয় বিগলিত হল। ওজু করলেন। তারপর মসজিদে নববীতে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীকে বললেন, রবীয়া কোথায় ?

স্ত্রী বললেন, সে তো অনেক আগেই মসজিদে চলে গেছে। আপনি বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। দ্রুত পা না চালালে তো জামা'আত পাবেন না।

মসজিদে গিয়ে ফররুখ দেখলেন, জামা'আত মাত্র শেষ হয়েছে। তাই মসজিদের এক পার্শ্বে গিয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর রওজা মুবারকে গিয়ে সালাম পেশ করলেন। অশ্রুছলছল তাঁর চোখ। কঁচি খেজুর পাতার ন্যায় তিরতির করে কাঁপছে তাঁর ওষ্ঠাধর। রাসূলের ইশক ও প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ তাকে তন্ময় করে তুলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'আ দরূদ পাঠ করলেন।

ফিরতি পথে বিস্ময়ভরা নেত্রে দেখলেন, মসজিদে নববীর বিশাল চত্বর জুড়ে এক নজিরবিহীন দরস-মজলিস বসেছে। সবার মাঝে মুহাদ্দিস সাহেব বসেছেন। তাঁর চারপাশে চক্রাকারে তালিবে ইলমরা বসে আছে। তিলধারণের ঠাঁই নেই।

চারদিকে দৃষ্টি ফেললেন। দেখলেন, উষ্ণীষাবৃত বয়োবৃদ্ধ বহু মানুষ বসেছে। মদীনার সম্মানিত গণ্যমান্য অনেকেই বসেছে। কিশোর যুবকরা হাটু গেড়ে বসে দ্রুত কলমের আচড়ে শিক্ষকের কথাগুলো শব্দের জালে আবদ্ধ করছে। অমূল্য হিরা-মানিক্যের ন্যায় তা অত্যন্ত যত্নসহকারে লিখছে। সকলের দৃষ্টি উস্তাদের প্রতি নিবদ্ধ। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। শুধু কলমের খস্‌খস্‌ আওয়াজ আর উস্তাদের মধুর কণ্ঠ ভেসে আসছে। সবাই এক মনে শুনছে আর লিখছে।

মুহাদ্দিস সাহেবকে চিনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দূর থেকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারলেন না। তবে তাঁর উজ্জ্বল চেহারা, স্পষ্ট

বর্ণনাভঙ্গি, অনর্গল পঠনরীতি, অপূর্ব স্মরণশক্তি আর জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে অত্যন্ত বিস্মিত করল। ইতোমধ্যে দরস-মজলিস ভেঙ্গে গেল। চারদিক থেকে ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে রাখল। তাঁর পিছু পিছু মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে গেল।

ফররুখ তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনকে ধরে রাখতে পারলেন না। জনৈক ব্যক্তিকে ইশারায় ডেকে বললেন, ভাই, এ মুহাদ্দিস সাহেবের নাম কী?

লোকটি বিস্ময়েবিমূঢ়। বললেন, মদীনার সবাই তো তাঁকে চিনে। অথচ আপনি তাকে চিনছেন না! এ কেমন কথা ?!

ফররুখের কণ্ঠে বিনয়। বললেন, ভাই, দীর্ঘদিন মদীনায় ছিলাম না। গতরাতে এসেছি। তাই ...

লোকটি বলল, উঁহু, তবে শুনুন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী। মস্ত বড় আলেম। মদীনার অবিসংবাদিত ফকীহ ও ইমাম।

ফররুখের কণ্ঠে বিস্ময়। বললেন, কিন্তু... কিন্তু তার বয়স তো তেমন মনে হচ্ছে না। তাহলে...

লোকটির কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। বলল, তাতে কী হয়েছে। বয়স দিয়ে কি সব কিছু মাপা যায়? মালেক ইবনে আনাস, আবূ হানিফা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, সুফিয়ান সাউরী, আব্দুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী, লাইস ইবনে সা'আদ প্রমুখ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও তো তাঁর মজলিসে বসেন। তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেন।

ফররুখের কণ্ঠে শশব্যস্ততা। বললেন, কিন্তু আপনি তো এখনো তাঁর নাম...

লোকটি তাঁকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে বললেন, তিনি অত্যন্ত চরিত্রবান লোক। বিনয়ী, দানশীল, মদীনার লোকেরা তাঁর চেয়ে বেশি দানশীল কাউকে দেখেনি।

ফররুখের কণ্ঠে আরো শশব্যস্ততা। বললেন, ভাই, আপনি তো এখনো তাঁর নাম বললেন না।

লোকটি বলল, হ্যাঁ তার নাম রবীয়াতুর রায়।

ফররুখের চোখেমুখে আর কণ্ঠস্বরে এক আকাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল। স্বগতোক্তি করে বললেন, রবীয়াতুর রায়।

Scanned by CamScanner

লোকটি বলল, হ্যাঁ তার নাম রবীয়া। তবে মদীনার লোকেরা তাকে রবীয়াতুর রায় বলে ডাকে। কারণ কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট সমাধান নেই এমন কোন সমস্যা এলে সকলেই তাঁর স্মরণাপন্ন হয়। আর তিনি ইজতেহাদ করে এমন রায় পেশ করেন যা সবাই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ফররুখ এবার প্রায় অধৈর্য। বললেন, ভাই, তুমি কিন্তু এখনো তাঁর পিতার নাম বললে না।

লোকটি বলল, হ্যাঁ... তার পিতার নাম ফররুখ। উপনাম আবু আব্দুর রহমান। তাঁর পিতা জিহাদে চলে যাওয়ার পর রবীয়া জন্ম লাভ করেন। আর তাঁর মা তাঁকে লালনপালন করেন। মনের মাধুরী দিয়ে গড়ে তোলেন। এইতো নামাযের পূর্বে শুনলাম, লোকেরা বলাবলি করছে, তাঁর পিতা নাকি গত রাতে ফিরে এসেছে।

ফররুখের কপোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। দ্রুত বাড়িতে ফিরে এলেন। রবীয়ার মা তাঁকে অশ্রুসজল দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হল, আবু রবীয়া, চোখে অশ্রু কেন?

কিন্তু ফররুখের মুখ জুড়ে মধুর হাসি। শিউলী ফুলের পাপড়ির পবিত্রতা সে হাসির পরতে পরতে। বললেন, যা হয়েছে বেশ ভালই হয়েছে। রবীয়াকে দেখলাম, মসজিদে নববীতে বিশাল দরস-মজলিসে বসে দরস দিচ্ছে। সে তো ইজ্জত-সম্মান আর ইলমের বিজয়-মাল্য ছিনিয়ে এনেছে।

রবীয়ার মা এ সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। স্মিত হেসে বললেন, আচ্ছা, তা হলে একটি প্রশ্ন করব। ভেবেচিন্তে কিন্তু উত্তর দিতে হবে।

রবীয়ার মায়ের কণ্ঠ আদ্রতায় শিক্ত। বললেন, আচ্ছা বল দেখি, কোন বিষয়টি তোমার নিকট বেশি প্রিয়? ত্রিশ হাজার দিনার, না এমন সুযোগ্য সন্তান?

স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে ফররুখের চোখেমুখে নির্মল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, রবীয়ার মা, সারা দুনিয়ার চেয়ে এমন একটি সন্তানই আমার

Scanned by CamScanner

নিকট অধিক প্রিয়। এবার রবীয়ার মা হেসে হেসে বললেন, আপনার সেই দিনারগুলোর পরিবর্তে এ সুযোগ্য সন্তানটি আপনাকে উপহার দিলাম। আপনি কি সন্তুষ্ট?

ফররুখের অধরে স্মিত হাসি। বেলফুলের নির্মল শুভ্রতা তাঁর চেহারা জুড়ে। বললেন, আল্লাহ তোমাকে উভয়লোকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা
দারুন নাফায়েস, লেবানন।

Scanned by CamScanner

মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া

থেকে প্রকাশিত

নাসীম আরাফাত সাহেব দা. বা. লিখিত সৃজনশীল কিছু গ্রন্থ

ক্রমিক	কিতাবের নাম	মূল্য
১.	মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.	১৮০/=
২.	ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ.	১৬০/=
৩.	কিংবদন্তির মহানায়ক মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী রহ.	১৪০/=
৪.	আমীরে শরীয়ত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.	৩৮০/=
৫.	দুই শহীদের কাহিনী শোন	১৩০/=
৬.	সহজে ইংরেজী শিখব	১২০/=
৭.	সহজে নাহব শিখব	১০০/=
৮.	সহজে তারকীব শিখব	১৪০/=
৯.	হিদায়াতুন নাহব (আরবী প্রশ্নমালা ও অনুশীলনীসহ)	১৮০/=
১০.	দুরুসূল বালাগা (আরবী প্রশ্নমালা ও অনুশীলনীসহ)	১৪০/=
১১.	নুজুমুন হাওলার রাসূল (১ থেকে ৪ খণ্ড)	৬০০/=
১২.	মীলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী	১০০/=
১৩.	কিসরার মুকুট	১৩০/=
১৪.	খালিদ এলেন রণাঙ্গনে	১৩০/=
১৫.	গল্প নয়, তবে!	১২০/=
১৬.	হযরত মুয়াবিয়া রা.	৯০/=
১৭.	তাফসীরে সূরা তওবা	৫০০/=
১৮.	তাম্বীহুল গাফিলীন	৫০০/=

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র

মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

দোকান নং ৩৩, মোবাইল : ০১৬২৯ ৬৭৩ ৭১৮

Scanned by CamScanner

www.banglabookcenter.blogsopot.com

cover design : ibrahim kobbadi
abishkar : 01815260469

মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া

মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া
ইসলামী টাওয়ার [২য় তলা], বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬২৯৬৭৩৭১৮

Scanned by CamScanner